চারিধাম প্রদক্ষিণ।

প্রথম খণ্ড।

কেদার-বদরী ভ্রমণ।

প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক

শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ বসাক এম্. এ,

প্রণীত।

কলিকাতা।

মূল্য ২৷০ মাত্র

Published by
Kamal Chand Basak,
56-1, Ahiritola Street,
Calcutta,

Printed by
G. B. Dey,
At the
Oriental Printing Works,
18, Brindabun Bysack St.,
Calcutta.

উৎসর্গ পত্র।

যিনি ত্রিশ বৎসরের অধিক, জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ ভূমণ্ডলের প্রায় সর্ব্বত্র পর্য্যটনে অতিবাহিত করিয়াছেন; যে সার্কাস-বীরের সুনাম হার্মষ্টোন্, এবেল, উডীএয়ার্ ইত্যাদি সার্কাস মণ্ডলীতে গ্রথিত; যে বাঙ্গালীর ভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তি, ইউরোপীয়-সার্কাস-বিজয়ী হিপোড্রোম্ সার্কাস; যে ভারত সন্তান বিখ্যাত প্যারিস্ প্রদর্শনীতে ভারতীয় ব্যায়াম-কৌশলাদি প্রদর্শনের নায়ক স্বরূপ ছিলেন; সেই পূজ্যপাদ খুল্লতাত, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণলাল বসাক মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ এই ভ্রমণ গ্রন্থ অর্পিত হইল।

গ্রন্থকার।

মুখবন্ধ।

পাঠক পাঠিকার মনোরঞ্জনার্থই সকল সময়ে পুস্তক লিখিত হয় না। কার্য্যকারিতার (utility) প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াও অনেক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হয়। চিত্ত-বিনোদন করিতে হইলে ভাবের সমাবেশ, বিরাট কল্পনা, গভীর গবেষণা বা ভাষার প্রাঞ্জলতা পুস্তকে বিশেষভাবে থাকা চাই। ইহার কোনটিতে প্রত্যুতঃ আমার অধিকার নাই; সুতরাং এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া, সকলেই তৃপ্তি পাইবেন এরূপ আশা হৃদয়ে পোষণ করি না। এই বইখানি শেষোক্ত শ্রেণীভুক্ত হইবার সামান্য বাসনা রাখি; কারণ যাঁহারা দুর্গম হিমালয় ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইবেন তাঁহাদের নিমিত্ত অনেক প্রয়োজনীয় সংবাদ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। সংসারী বদরী-যাত্রীরা, সন্ন্যাসীর ন্যায় সহিষ্ণু বা পর্ব্বতবাসীর ন্যায় সুস্থ ও সবল হইতে পারেন না। তাঁহারা অল্প ক্লেশে, পরম আনন্দে হিমালয়তীর্থ পর্য্যটন সমাপ্তি পূর্ব্বক সুস্থকায়ে যাহাতে নিজ আলয়ে প্রত্যাগমন করিতে পারেন, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া, নানাবিধ বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিতে পরিশ্রমের ত্রুটী করি নাই।

১৯১৩ সালের পূর্ব্বে আমার কোথাও তীর্থযাত্রা হয় নাই। তদবধি সকলের মুখে শুনিতাম যে বৃন্দাবন যাইতে ১৫০।২০০৲

টাকা খরচ, সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাইতেও ঐ প্রকার ব্যয় বা ততোধিক ইত্যাদি। কিন্তু আমি বুঝিতে পারিতাম না, কেন এত অধিক খরচ প্রতি জনের হইয়া থাকে। সত্য কথা বলিতে কি যাঁহাদের অভিভাবকতায় এরূপ অযথা ব্যয় হইত, তাঁহাদের উপর আমার সংশয় জন্মিয়াছিল। আমার ধারণা যথার্থ কি না সপ্রমাণ করিবার মানসে, ১৯১৩ সালে প্রথম আমি গয়া, কাশী, প্রয়াগ, আগরা, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, বিন্ধ্যাচল, সাসিরাম ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ ও দর্শন করি। ইন্‌টার ক্লাস টিকিট করিয়াও ৭৫৲ এক ২ জনের লাগিয়াছিল। ইহার পর আমার সাহস বাড়িল। আমি দীর্ঘ সতের বৎসর যাবৎ পরিভ্রমণ করিয়া তিন বার রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাবতীয় দর্শনীয় স্থান, দুইবার দ্বারকাধাম পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থভূমি, তিন বার হরিদ্বার অবধি সমুদয় দেবস্থান এবং কেদার-বদরী দর্শন করিবার সুযোগ পাই। প্রতি বারেই আমার সহিত ১২।১৪ জন আত্মীয়া, দূরআত্মীয়া এবং অনাত্মীয়া ভদ্রমহিলা যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহাদের ব্যয়-তালিকা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে জনপ্রতি রামেশ্বরে ৮০৲, দ্বারকায় (ইলোরা, বোম্বাই হইয়া) ১১৫৲, হরিদ্বারে (অযোধ্যা, পুষ্করাদি সহ) ৭৫৲ এবং কেদার-বদরীতে (পদব্রজে) ১২০৲ ন্যায়সঙ্গত খরচ। পূর্ব্বোক্ত কু-অভিভাবকদের কুপ্রথা দমনার্থ গ্রীষ্মাবকাশে বা পূজার ছুটিতে ১৭ বৎসর এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। অধুনা রেল কোম্পানী এই কার্য্যের ভার কথঞ্চিৎ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু হিন্দু ললনাদের অনেক ক্রিয়াকর্ম্ম তীর্থে করিতে হয় এবং বদরিকার পথে রেল নাই; তজ্জন্য

এরূপ পুস্তকের কিছু প্রয়োজন আছে। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টের প্রতি তীর্থযাত্রাভিলাষীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি; কারণ তথায় প্রয়োজনীয় সংবাদ গুলির সংক্ষেপে পুনরালোচনা আছে।

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও কঠোর পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ এই ভ্রমণ কাহিনী হইতে যদি কাহারও সামান্য উপকার হয়, আমার শ্রম সার্থক বোধ করিব। এই পুস্তক সম্বন্ধে যদি কেহ মন্তব্য প্রকাশ করিতে বা নূতন সংবাদ প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত সাদরে গৃহীত হইবে এবং নূতন সংস্করণে নাম ধাম দিয়া উহা প্রকাশিত হইবে। ইতি—

১লা কার্ত্তিক, ১৩৩৭ সাল।
বসাক্‌স্ পুয়োর ফার্ম্মাসী,
৩৩১নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

বিনীত—
শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ বসাক।

ভ্রম-সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	১৮	বশার	বর্শার
৬১	১৯	নিনিটে	মিনিটে
৯০	২২	পুল	বিপুল
১২১	১১	আইনের	ডাইনের
১৫৪	১৯	বর্ষাহস্তে	বর্শাহস্তে
১৭০	৯	উভয়	উৎরাই ও চড়াই

কেদার-বদরী ভ্রমণ।



কেদার-বদরী ভ্রমণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রায় এক বৎসর পূর্ব্ব হইতে যখন বদরিকাশ্রমধামে ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিতেছিলাম, তখন একবারও মনে করি নাই যে আমাদের সামান্য ভ্রমণ-কাহিনী আবার সাধারণের সমক্ষে বিবৃত করিতে হইবে। যদি সেই উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিতাম, তাহা হইলে পথে প্রত্যহ দৈনিক কার্য্যাবলীর সংক্ষিপ্ত হিসাব ডায়েরী পুস্তকে রক্ষা করিতাম এবং ভ্রমণকালে পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীগুলির রঙ্গময়ী লীলা নির্নিমেষনেত্রে দর্শন না করিয়া, তাহাদের সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণে অধিক মনঃ-সংযোগ করিতাম। আসল কথা এই যে আমি কবি বা সাহিত্যিকের মত হিমালয় ভ্রমণ করি নাই—আমি নিজের তৃপ্তিতেই এই পুণ্যভূমির প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করিয়াছি। সেইজন্য এই প্রবন্ধে যদি কেহ বিস্তারিত বর্ণনার আশা করেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইবেন। ইহা পাঠ করিলে, ঘরে বসিয়া কেদার-বদরী ভ্রমণের কার্য্য হইবে না, হইতেও পারে না। সেই অপরিমেয় কল্পনাতীত সৌন্দর্য্য দর্শনোপভোগ করিতে হইলে, পরের চক্ষুর সাহায্য লইলে চলিবে না,—তথায় উপস্থিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এতাদৃশ দুর্গম পথে যাইতে হইলে সাধারণ

গৃহস্থদের কিরূপ আয়োজন করা উচিত এবং কি কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা সমগ্র পরিভ্রমণটি সকল যাত্রীরই আনন্দদায়ক হইতে পারে, এ সম্বন্ধে আমার দুই একটি কথা বলিবার আছে। আমাদের ভ্রমণটি উপলক্ষ করিয়া সেইগুলির বিশেষভাবে উল্লেখ করিবার প্রয়াস পাইব।

বৎসরাবধি আমাদের ভাবী তীর্থ-যাত্রার সংবাদ লোক পরম্পরায় আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যে প্রচারিত হইলে, অনেকেই আমাদের সহিত তীর্থ-পর্য্যটনে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বৈশাখ মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত যাঁহারা যাইতে আগ্রহবান্ হইলেন, তাঁহাদের নাম তালিকাভুক্ত হইল। নির্দ্ধারিত সময়ের পরে যাঁহারা সাথী হইবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের যথেষ্ট আগ্রহের অভাব বোধে এবং আমাদের যাত্রীসংখ্যার আধিক্য বিধায়, তাঁহাদিগের মনোরথ পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলাম; তজ্জন্য আমি সাতিশয় দুঃখিত। আমরা সর্ব্বসমেত ৫৩ জন ছিলাম; ভৃত্য, কুলী ইত্যাদি ব্যতীত আমাদের মধ্যে চারিজন পুরুষ, বারজন বিভিন্ন-বয়স্কা ভদ্রমহিলা ও একটি পঞ্চম-বর্ষীয়া বালিকা ছিল।

সতীর্থগণের সংখ্যা অধিক হইলে, কতকগুলি বিষয় পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও প্রকৃতির পরিচয় পূর্ব্বাহ্নে সঙ্কলন করা উচিত। একে ত "পথে নারী বিবর্জ্জিতা", তাহার উপর তাঁহারা যদি শীর্ণ-কায়, জীর্ণ-প্রায়, চঞ্চল চিত্ত ও ক্রোধোন্মত্ত হইলেন, তাহা হইলে আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় ভ্রমণে

যত না ক্লেশ হইয়াছিল, ইহাতে ততোধিক হইবে। পথের শ্রম সহ্য করিবার নিমিত্ত সুস্থ শরীর ও প্রফুল্লচিত্ত চাই এবং আকিঞ্চিৎকর অসুবিধাগুলিকে উপেক্ষা করিবার জন্য সহিষ্ণুতা ও বিনয় প্রয়োজন। এই দুর্গম পথে সকলেই ক্লান্তি ও ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া কাতর হইবেন; সুতরাং যাঁহারা কেবল নিজের কথাই ভাবেন, পরের মুখ চাহেন না, সেই প্রকৃতির লোক পরিহর্ত্তব্য। প্রত্যেকেই আদর্শব্যক্তি না হইলেও, যতদূর সম্ভব নিরভিমানী, সহিষ্ণু ও সুস্থকায় ব্যক্তি দলে থাকিলে শুভ। আর একজন সুনিপুণ নায়ক বা পাকা captain একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহাকে সকলের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। কি ধনী, কি নির্ধন সকলকেই একই নিয়মে চালিত করিতে হইবে। কখন কখন দুই একজন অর্থশালী অবিবেচক যাত্রী সঙ্গে থাকেন, তাঁহারা সামান্য বিষয়েও মধ্যে ২ অবৈধ উপায়ে সুবিধা গ্রহণ করিতে চাহেন। ক্যাপ্টেন্ সেগুলির প্রতি যদি দৃষ্টি না রাখেন এবং তদ্বিষয়ে পরিজ্ঞাত হইলেও তাহার প্রতিকার না করেন, তবে অবশিষ্ট যাত্রীরা মনঃক্ষুন্ন হইবেন। ক্রমশঃ তাঁহারা বিবাদ বিসম্বাদের সূত্রপাত করিবেন এবং পরিশেষে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। কোন সহযাত্রীর অন্যায় কর্ম্ম গোচরীভূত হইলে, তাঁহাকে সকলের অন্তরালে, ঐ বিষয়ে বুঝাইয়া উপদেশ দিতে হইবে এবং নম্রতা ও দৃঢ়তার সম্মিলনে তাঁহাকে সুশাসনে (discipline) আনিতে হইবে। এতদ্দ্বারা তিনিও সংশোধিত হইবেন এবং অপর যাত্রীরা ক্যাপ্টেনের অপক্ষপাতিত্ব ও শাসনের দৃঢ়তা উপলব্ধি করিয়া যুগপৎ বশীভূত ও সন্তুষ্ট

হইবেন। ক্যাপ্টেন্ নিরুৎসাহীদের সময়ে সময়ে উৎসাহ দিবেন এবং পথের দীর্ঘতা ও ক্লেশ সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করিবেন না। এমন কি নিজের ক্লান্তিও গোপন রাখিয়া সহাস্যবদনে সকলের সহিত তাঁহার আলাপ করা উচিত। সমস্ত রাস্তাটি গল্প, তামাসা, হাঁসি, ঠাট্টাতে অতিবাহিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। দলপতির রসিকতায় কিঞ্চিৎ দখল থাকিলে, ভ্রমণটি সুখকর হইবে নিঃসন্দেহ।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও আমরা অনেক সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলাম। সকলের শরীর সম্পূর্ণ নিরাময় থাকিবে এরূপ দুরাশা হৃদয়ে পোষণ করি নাই। কাহারও সামান্য হাঁপানী আছে, কাহারও অল্প শীতে অন্তর্জিহ্বা (tonsil) দীর্ঘায়তন হয়, কাহারও পাকস্থলীর অভি-যোগ আছে, আবার কাহারও কর্ণকুহরে শীতল বায়ুর দ্বারা সহজেই রস সঞ্চার হয়। এই সমস্ত সামান্য অথচ পীড়াদায়ক ব্যাধির বিরুদ্ধে কতকগুলি কবিরাজী, এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধ লইয়া সজ্জিত হইয়াছিলাম। সঙ্গে ছিল জ্বরের জন্য প্রচুর কুইনাইন পিল্; হজমের জন্য আগ্নেয় ভস্ম, স্পিরিট ক্যাম্ফর, পাল্সাটিলা; এবং দুর্ব্বলতা দূরের জন্য ১ নং এক্কা (spirit vinum gallicia), খাঁটি মধু ও মকরধ্বজ। ঔষধের সাজ সরঞ্জামের মধ্যে টিংচার আইডিন্, বোরিক্ এসিড্, বোরিক্ কটন্, বোরিক্ মলম, বিচ্ছু দংশনের ঔষধ (Liq. Ammon. Fort,) গ্লিসারিণ বিট্নুণ, কর্পূর, ঈশব্গুল, গোলাপ জল ও অন্যান্য ঔষধ ছিল। মালিশের ঔষধ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে খরচ হয়। একটি বড়

শিশি কাজুপুট অয়েলের (Cajuput Oil) প্রায় সমস্তটা খরচ হইয়া গিয়াছিল। আমাদের ও বাহকগণের মধ্যে প্রায় প্রত্যহই কেহ না কেহ মালিশ করিতেন। পুরুষদের মধ্যে যাঁহারা হাঁটিয়া যাইবেন তাঁহারা সঙ্গে এক একখানি লগঙ্গোট্ রাখিলে ভাল হয়। যদি সুবিধা হয় দূরবীণ ও ছোট ক্যামেরা সঙ্গে রাখিবেন।

যাত্রীরা সাধারণতঃ নিজের জিনিষগুলি নিজেরা গুছাইয়া লইয়া স্ব স্ব তত্ত্বাবধানে রাখেন। কিন্তু তিন চারিজনের অধিক লোক হইলে এই নিয়ম সুবিধাজনক বোধ হয় না। সুতরাং আমি সকলের দ্রব্যগুলি একত্র করিয়াছিলাম। আমাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে পরিচ্ছদাদি একস্থানে সংগ্রহ করিবার জন্য ও মালগুলি যথাস্থানভুক্ত করিবার নিমিত্ত ফাল্গুন ও চৈত্র এই দুই মাস সময় হাতে রাখিলাম। দুই মাসকাল অপেক্ষাকৃত অধিক বটে; কিন্তু কার্য্যের পরিমাণ এবং নারীগণের নিকট হইতে যথাকালে কাজ আদায়ের কাঠিন্য বিবেচনা করিলে, এই সময় তত অধিক বলিয়া বোধ হইবে না। ফাল্গুন মাসের প্রারম্ভে প্রত্যেক যাত্রীকে নিম্ন বর্ণিত স্ব স্ব দ্রব্যগুলিতে তাঁহার নামের আদ্যক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিতে এবং ফর্দ্দ সমেত আমার বাড়ীতে উহা প্রেরণ করিতে জ্ঞাপন করিলাম; যথা— ২ খানি গরম কম্বল, ডবল ওয়াড় সমেত ১টি ছোট বালিস, বালিসের আচ্ছাদনস্বরূপ ১ খানি তোয়ালে, বিছানার চাদর ১ খান, ১ খানি পোষাকী * কাপড়, ১ খানি তসর বা গরদের বস্ত্র (পূজার

* যাত্রা করিবার সময় একখানি পোষাকী কাপড় পরিহিত থাকিবে সুতরাং মোট ২ খানি পোষাকী কাপড় হইল।

জন্য) ২ খানি গেরুয়া * কাপড়, পশমী মোজা ১ জোড়া, ভেজিটেব্‌ল্ শু ২ জোড়া, পশমী সোয়েটার ১টা, গরম বনাতের জামা ১টা, সাদা জামা বা সেমিজ্ ২টা, পশমী monkey cap (হনুমান টুপি) ১টা, দস্তানা ১ জোড়া, শীত বস্ত্র ১ খানি ও গামছা ১ খানি। এই সামান্য কার্য্য সম্পাদিত হইতে প্রায় দুই মাস লাগিয়া গেল। যেহেতু আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সময় থাকিতে কাজ সারা অবৈধ মনে করেন, তজ্জন্য আমাকে বস্ত্রগুলির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ তাগাদা দিতে হইল ও রওনা হইবার যথার্থ তারিখ গুপ্ত রাখিয়া, এক সপ্তাহ পূর্ব্বের তারিখ ঘোষিত করিতে হইল। এইরূপ নিরীহ মিথ্যা কথার আশ্রয় আমাকে মধ্যে মধ্যে লইতে হইয়াছিল। এতদূর সাবধানতা সত্ত্বেও, যাইবার কেবলমাত্র এক সপ্তাহ পূর্ব্বে জিনিষগুলির ঠিকভাবে আদায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কোন ব্যক্তির দ্রব্যের ফর্দ্দ আমার নির্দ্দিষ্ট তালিকার বিরোধী হইল; কাহারও বা দুই একখানি বস্ত্র চিহ্নিত করা হয় নাই, কেন না উহা সদ্য ক্রয় করিয়া পাঠান হইয়াছে; কেহ বা পাটের খেলো কম্বল সংগ্রহ করিয়াছেন—তাহাতে আদৌ শীত ভাঙ্গিবে না; আবার কেহবা অত্যধিক বস্ত্রাদি পাঠাইয়া বিব্রত করিলেন। পাইবামাত্রই সঙ্গে ২ ফর্দ্দ মিলাইলাম, অতিরিক্ত বা অনাবশ্যকীয় বা অব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলি ফেরৎ দিলাম। এই প্রকার প্রেরণ,

---

* অধিক বস্ত্র লইলে মালের ওজন বাড়িবে এবং পর্ব্বতে রজক দুর্লভ; সেইজন্য গেরুয়া বস্ত্র। বড় বড় বাঙ্গালীরা, সাহেবের অনুকরণে খাকি পরেন; গেরুয়া পরিলেই কি ভিখারীর বেশ হইবে? বদরী যাত্রীর ইহাই উপযুক্ত বেশ।

প্রতিপ্রেরণ ও পুনঃ-প্রতিপ্রেরণাদিতে চৈত্র মাস প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল।

উল্লিখিত বস্ত্রাদি ও শয্যাসামগ্রী ব্যতীত, বদরীনারায়ণের পূজার জন্য কতকগুলি নূতন ধুতি চাদর ও সাংসারিক ব্যবহারের নিমিত্ত ৮।১০ খানি পরিষ্কার ছিন্ন বস্ত্র আমাদের সঙ্গে ছিল। মোট প্রায় একশত কাপড়, তিন ডজন কম্বল, ৪০ জোড়া জুতা, এক কুড়ি শীতবস্ত্র ও অপরাপর সামগ্রী এই হিসাবে সংগৃহীত হওয়াতে আমার বৈঠকখানা ঘরটি গুদাম ঘরে পরিণত হইল। অন্যান্য আস্‌বাবের মধ্যে ৫টি মশারী, তিনটি হ্যারিকেন্ লণ্ঠন, ৩টি ট্রাঙ্ক, ৩টা বাল্‌তি, ৩টা বড় ঘটি ও অন্যান্য তৈজস পত্রাদি যাত্রীদের মধ্য হইতে সুবিধামত সংগ্রহ করা হইল। থালা, বাসন ইত্যাদি ক্রয় করা হইয়াছিল। ১০ খানি করিয়া এল্‌মিনিয়মের এক সেট্ থালা, এক সেট্ গেলাস ও এক সেট্ ডেক্‌চি আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। ভাল অয়েল ক্লথ দশ গজ রাখিয়াছিলাম। ইহার দ্বারা পরে বোঝ-কাণ্ডীগুলি আবৃত করা হইত, কেন না পথে হঠাৎ বৃষ্টি আসিলেই শয্যা ও বস্ত্র ভিজিয়া যাইবে।

স্তূপীকৃত জিনিষগুলির হিসাব রাখিয়া সমস্ত বাঁধাবাঁধি করিবার জন্য আমার বন্ধু বিজয়বাবু আমাকে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন। প্রত্যেকের অর্দ্ধেক পরিধেয় বস্ত্র স্বতন্ত্র রাখিয়া, খাতায় জমা করিয়া পরে কম্বলের সাহায্যে বাণ্ডিল করা হইল। এইগুলি বরাবরই বাঁধা থাকিল; অবশিষ্টগুলি ময়লা হইলে এই বাণ্ডিলগুলি খোলা হইবে, এইরূপ স্থির রহিল। গেরুয়া বস্ত্র না লইলে,

ইহার চতুর্গুণ কাপড় ময়লা হইত। রেশমী বস্ত্রগুলি একটি ট্রাঙ্কে থাকিত; কেবল পূজার সময় উহা বাহির করিতাম। কম্বলের ও বালিসের বাণ্ডিল ঐরূপ স্বতন্ত্রভাবে বাঁধা হইয়াছিল। যখন কেবল শয্যার প্রয়োজন, তখন অন্যান্য মালে হস্তক্ষেপ না করিয়া, কেবলমাত্র এই দুইটি বাণ্ডিল খুলিলেই কাজ মিটিত। এইরূপ বন্দোবস্ত না করিলে বড়ই কষ্ট হইবার কথা। দিনে দুইবার মাল খোলা এবং দুইবার বাঁধা; আর জিনিষগুলির পরিমাণ পর্ব্বত-প্রমাণ; সেইজন্য এই সমস্ত পন্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সর্ব্বসমেত ১৬০ বার মালগুলি খোলা ও বাঁধা হইয়াছিল। ভগবদ্ কৃপায় আমাদের প্রায় কিছুই হারায় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্তরূপে সজ্জিত হইয়া, ১৯২৬ সালের ১৯শে এপ্রেল তারিখে, (৬ই বৈশাখ ১৩৩৩ সাল) সোমবার বেলা ১-১৪ মিনিটের সময় ডেরাডুন এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে রওনা হই। ধর্ম্মপ্রাণ যাত্রী মাত্রেরই এমন মুহূর্ত্তে হৃদয় পুলকিত হয় ও নেত্র যুগল হইতে আনন্দাশ্রু বহিতে থাকে, কেননা তাঁহারা কৈলাস শিখরে ধ্যানমগ্ন ৺কেদারনাথকে পূজা করিতে যাইতেছেন এবং অলকানন্দা তীরস্থ স্বর্ণকিরীট সম্বলিত মন্দিরমধ্যে ৺ভগবানের নির্ব্বাণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইতে প্রয়াসী হইয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি ভক্তি-প্রণোদিত হইয়া এই কঠিন তীর্থে যাই নাই। চিরতুষারাবৃত হিমগিরিশ্রেণীর সুদূর অভ্যন্তরে চিত্তাকর্ষণকারী প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করিয়া নয়ন সার্থক করিব, এবং প্রাচীন কালের ঋষিগণের ভগ্নপ্রায় পর্ণকুটীরের কিংবা অরণ্য মধ্যস্থ ধ্যানরত যোগী পুরুষদিগের প্রশান্ত মূর্ত্তির সন্ধানলাভ হইবে এইরূপ কত কল্পনা মনের মধ্যে উদয় হইত।

পূর্ব্বদিন সিটি বুকিং অফিস হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত ইণ্টার ক্ল্যাসের টিকিট্ ক্রয় করিয়া রাখিয়াছিলাম। বেশী লোক ; সুতরাং বেশী মাল থাকাতে হাবড়া ষ্টেশনে বিব্রত হইতে হইবে, সেইজন্য পূর্ব্বদিনে ঐ কাজ সারা ছিল। লোকসংখ্যা অধিক হইলে, যাত্রা করিবার সময় মনে একটু আতঙ্ক আসে। সর্ব্বদাই ভয় হয় যে

কাহার কি ব্যাধি হইবে এবং ফলে সকলের পরিশ্রম বিফল হইবে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহার বিপরীত ঘটে। অধিক লোক থাকিলে অনেক সুবিধা। কেহ সামান্য পীড়িত হইলে তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিবার সুযোগ পাওয়া যায়; কার্য্য বিভাগের দ্বারা সমুদয় কর্ম্ম অতি সত্বর ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে, গল্প, ক্রীড়া বা বিশ্রামের দ্বারা মনের স্ফূর্ত্তি সাধিত হয়।

লোকসংখ্যার তুলনায় মাল অনেক কম থাকাতে, উহার অধিকাংশ স্ত্রীলোকদের গাড়ীতে রাখা হইল। আমরা স্ব স্ব স্থানে বসিলাম ও গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা দিল। পথিমধ্যে যাহা দেখিলাম তাহা অতি সাধারণ বলিয়া কোন বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। পরদিন বৈকালে লক্ষ্ণৌ পৌছিয়া গাড়ী বদল করিলাম ও ষ্টেশন হইতে আক, পেঁপে, তরমুজ একে একে কিনিয়া স্ত্রীলোকদের গাড়ীতে দিতে লাগিলাম। মেয়েরা আমার পরিবেশনে সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা গৃহ হইতে আনীত লুচি, মিষ্টান্নের সদ্ব্যবহার করিয়া ও দিবারাত্র তাস খেলিয়া গাড়ীতে সময় কাটাইয়াছেন। সন্ধ্যার পর ব্যালামৌ ষ্টেশনে নামিলাম ও নিমসারের টিকিট কিনিলাম। প্রায় রাত্রি ৯টার সময় নিমসার বা নৈমিষারণ্যে অবতীর্ণ হইলাম। আমাদের ভারী দল দেখিয়া প্রায় দুই ডজন পাণ্ডা আমাদের বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তাহারা দীর্ঘকায় ও তাহাদের হস্তে তদনুরূপ বংশদণ্ড। ষ্টেশন হইতে ধর্ম্মশালা প্রায় ১ মাইল; উক্ত পাণ্ডারা না থাকিলে সেই অরণ্য-প্রায়

দীর্ঘ পথ জ্যোৎস্নালোকে অতিক্রম করা আদৌ কঠিন নহে। এই পালোয়ানদিগের জন্য মনে একটু ভয় হইয়াছিল; কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করি নাই। তাহারা তীর্থগুরু হইবার জন্য বারংবার বিরক্ত করাতে, আমরা বলিলাম যে "টেরাডাণ্ডা ঝিঙ্গুর পাণ্ডা"র আমরা যজমান। উঁহার পরিচয় একখানি পুস্তকে পাইয়াছিলাম, এখন সেই নাম করিয়া নিস্তার পাইলাম।

অবিলম্বে প্রকাণ্ড অথচ অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন দ্বিতল ধর্ম্মশালায় উপনীত হইতেই, একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া কুশল সংবাদাদি জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনিই সেই পূর্ব্বকথিত ঝিঙ্গুর পাণ্ডা। অপর পাণ্ডাদের নিকট হইতে আমাদের শুভাগমন সংবাদ পাইয়াই, ইনি ধর্ম্মশালাতে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু আমরা তাঁহার মূর্ত্তি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই; সেইজন্য কিছু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। চতুর পাণ্ডাঠাকুর আমাদের মনোভাব অনুভব করিয়া, নিমেষে একটি অষ্টবক্র বংশ যষ্টি আনয়ন করিলেন ও বুঝাইয়া দিলেন যে এই অপূর্ব্ব লাঠির জন্যই তাঁহাকে গ্রামবাসীরা "টেরা ডাণ্ডা" উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের সকল সংশয় তখন তিরোহিত হইল। ধর্ম্মশালার কোথায় পাইখানা ও কোথায় কূপ আছে, তিনি তাহা সকলকে দেখাইয়া চলিয়া গেলেন। বেশী রাত্র না করিয়া আহারাদির পর আমরা শয়ন করিলাম।

২১শে এপ্রিল ঃ—অতি প্রত্যুষে সকলেই প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নগর ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত হইলাম। ঠিক

সেই মুহূর্ত্তে ঝিঙ্গুর পাণ্ডা কোথা হইতে আসিয়া দর্শন দিলেন। গৃহের বাহির হইবার উদ্যোগ হইতেছে এমন সময় বিজয় বাবুর কন্যা অকস্মাৎ বমন করিতে আরম্ভ করিল। স্নান করিবার জন্য তৈল মাখিয়া, বাকী তৈল সহ গেলাসটি কেহ কুঁজার নিকট রাখিয়াছিল: এবং সর্ব্বকর্ম্মে তৎপর একজন যাত্রী উক্ত পাত্রে জল ঢালিয়া উহাকে পান করিতে দিয়াছিল। ফলে কিছুক্ষণ বকাবকি হইল ও একজন অপরের উপর দোষারোপ করিতে লাগিল। যিনি তাড়াতাড়ি জল দিতে আসিয়া দোষের ভাগী হইলেন, তাঁহার অনেক কীর্ত্তির কথা পরে বলিতে হইবে। সেইজন্য ইঁহার প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া 'কালকাকী' নাম দিয়া উল্লেখ করিব। ইনি সমস্ত কার্য্যে অগ্রসর, অথচ সেইরূপ বিচক্ষণ ও সতর্কতাপূর্ণ নহেন। তাঁহার শ্রবণশক্তি কিছু কম বলিয়া বিশেষ দুঃখ নাই; কিন্তু বিপরীত শুনেন, ইহাই আমাদের কঠিন সমস্যা। তাঁহার জন্য আমাদের বৈচিত্র্যবিহীন ভ্রমণটি নিত্য নব কৌতুকপূর্ণ ঘটনাবলীর দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছিল। পরের ভ্রম হইতেও শিক্ষালাভ করা যায়, তাই এই প্রকার তুচ্ছ ব্যাপার সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।

ধর্ম্মশালার সন্নিকটে ইষ্টক-প্রাচীর বেষ্টিত ব্রহ্মকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড দেখিলাম। এখানে রাবণবধহেতু পাপ হইতে মুক্তি-প্রয়াসী শ্রীরামচন্দ্র, প্রক্ষালণ দ্বারা তাঁহার হস্তস্থিত রক্তচিহ্ন অপসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে, স্থানটি অতি নির্জ্জন এবং ঋষিদের বাসোপযোগী অরণ্যবৎ মনে হয়। পুরাতন

বৃক্ষগুলি বহুদূর পর্য্যন্ত শাখা বিস্তার করিয়া সুশীতল ছায়া উৎপাদন করিয়াছে। উহার মধ্যে কোথাও ২ পর্ণকুটীর বর্ত্তমান। তথায় রাম, সীতা, হনুমান, পঞ্চপাণ্ডব ইত্যাদির মূর্ত্তি দেখিলাম। দূরে ললিতা দেবীর মন্দির আছে। স্থানটি এতই মনোরম যে দেখিলেই মনে হইবে ইহা এককালে তপস্যার স্থান ছিল। সমস্ত দেখাশুনার পর বৈকালবেলা হরিদ্বার রওনা হইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

২২শে এপ্রিল ঃ—সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আমরা হরিদ্বার পৌছিলাম। শৈবেরা হরিদ্বার না বলিয়া হর-দ্বার বলেন; কারণ হর-পার্ব্বতীর নিবাস কৈলাস-ধামে যাইবার এই নগরীই দ্বার-স্বরূপ। ইংরাজেরা এই মত সমর্থন করিয়া Har-dwar বলেন। হরিদ্বারে তিনদিন বাস করা বিধেয়, কেননা ইহা মায়াবতী পুরী—সপ্তপুরীর মধ্যে অন্যতম। আমরাও ৩।৪ দিন এখানে সময় অতিবাহিত করিলাম; পুরীবিশেষ বলিয়া নহে—প্রয়োজনানুরোধে। কারণ এইখানে কাণ্ডী ও দাণ্ডী-ওয়ালাদের সহিত বন্দোবস্ত করিতে হয়; দাণ্ডী অর্ডার * দিয়া প্রস্তুত করাইতে হয় এবং পর্ব্বতারোহণোপযোগী দীর্ঘ বংশযষ্টি সংগ্রহ করিতে হয়। যাঁহারা পাদুকা কিংবা শীতবস্ত্রাদির অভাব বোধ করিবেন, তাঁহারা এই সহরে সুলভে ক্রয় করিবার শেষ সুযোগ যেন ত্যাগ না করেন। আমরা যদিও কলিকাতা হইতে ভেজিটেবল্ শু (বস্ত্র-পাদুকা) আনিয়াছিলাম, তত্রাচ ২।৩ জোড়া লওয়া হইল। যষ্টি-বিক্রেতার মৌন বিরক্তি স্বত্ত্বেও উত্তমরূপে নির্ব্বাচন করিয়া ৮।৯ গাছা সুদৃঢ় প্রমাণ লাঠি ক্রয় করিলাম। শিমুল (৺কমলকৃষ্ণ দত্ত) বশার একটি সুতীক্ষ্ণ লৌহফলক লাঠির মুখে পরাইয়া আমাদের

---

* পূর্ব্বে ডেরাডুন হইতে ৭ মাইল দূরে রাজপুরে দাণ্ডী ও ঝাপান তৈয়ারী হইত।

ভৃত্য কালুকে উপহার দিল। এত বড় দলে একজন উপযুক্ত সশস্ত্র শরীর-রক্ষক না থাকা অন্যায় কথা; সে অভাব এখন আর রহিল না।

চারিখানি দাণ্ডী প্রস্তুত করিবার অর্ডার দিয়া আমরা কন্‌খলে এক্কা করিয়া বেড়াইতে যাইলাম। শিমুল কাণ্ডিতে যাইতে মনস্থ করায়, উহার জন্য দাণ্ডীর অর্ডার দিলাম না। কন্‌খলে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল; সেই যজ্ঞস্থল ও সতীর মন্দির হিন্দুদিগের দর্শনীয় স্থান। এই মন্দিরগুলি হইতে নদীতটে যাইতে হইলে নানাবর্ণের মসৃণ উপলখণ্ডসমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ বেলাভূমি অতিক্রম করিতে হয়। শুনিলাম বর্ষাকালে উহা নদীগর্ভে থাকে। দিবা অবসানপ্রায় বলিয়া অদূরস্থ চণ্ডীপাহাড়ে আরোহণ করা হইল না। জরাজীর্ণ দেবস্থানগুলির পার্শ্বে একটি নূতন মর্ম্মর প্রস্তরাদি মণ্ডিত ঠাকুর বাড়ী আছে। তথায় কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় হরিদ্বারের (হর-কি-পাইরি) বিষ্ণু-ঘাটে আসিলাম।

বৈকালে বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত গঙ্গাতীরটি একটি মনোরম স্থান। তথায় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সূর্য্যাস্তের পূর্ব্ব হইতে দলে দলে সমাগত হইতে থাকেন। কতলোক স্নান ও আহ্নিক করেন; কেহবা বেড়াইতে ২ শীতল নির্ম্মল বায়ু সেবন করেন; বালক বালিকারা পল্লব পাত্রে (ঠোঙ্গায়) ঘৃত প্রদীপ জ্বালাইয়া খরস্রোতে ভাসাইয়া দেয়। উহা নাচিতে নাচিতে, লাফাইতে ২ অচিরাৎ বহুদূরে চলিয়া যায়। ঘাটের উপর ফেরীওয়ালারা নানারূপ মুখরোচক খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত করিয়া, বালকবালিকাদের রসনায় রসের

উদ্রেক করে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে প্রত্যহ বৈকালে ২।৪ দল বাদক, রাজপথ ও নদীতীর পরিক্রমণ করিয়া বেড়ায়। প্রথমে তাহাদের বিবাহ-মিছিল বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু পরে দেখা যায় যে বরের সিংহাসন স্থলে কেবল সুগন্ধি-পুষ্প-মাল্য সংবলিত একটি বেদিকা চারিজন বাহকের স্কন্ধে স্থাপিত। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে দুই ভৃত্যের শিরোপরি উজ্জ্বল যুগল punch-light (কেরোসিন তৈলের আলোক বিশেষ) এবং সঙ্গে মনোহর-পরিচ্ছদাবৃতা সঙ্গীত-বিহ্বলা মহিলাগণ। প্রায় রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত ইহাঁরা নগরবাসীর মনোরঞ্জন করেন; সেইজন্য আলোক সঙ্গে থাকে।

ঐ সময়ে আমরাও নদীকূলস্থ দ্বীপাকার বিশ্রামভূমি হইতে গাত্রোত্থান করিতে মনঃস্থ করিলাম। ইহার সম্মুখে ব্রহ্ম ঘাটের সোপানশ্রেণী। সকল পর্ব্বদিনে এই ঘাটে স্নানই প্রশস্ত। কিন্তু লোক সমাগম হইলে এই স্থানটি নিতান্ত অপ্রশস্ত। কুম্ভমেলার সময়ে প্রহরীদের কঠিন শাসন স্বত্বেও, ঘাটে এত জনতা হয় যে কতকগুলি লোকের মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অনিবার্য্য। এই সকল কারণে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট নদীর কিয়দংশ স্নানার্থীদের জন্য লৌহদণ্ড দ্বারা বেষ্টিত রাখিয়াছেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে কুম্ভমেলাতে ৪৩০ জন লোক গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া ৺গঙ্গালাভ করেন।

এই ঘাটের সন্নিকটে দিবারাত্র বৃহৎ বৃহৎ মৎস্য লক্ষিত হয়। সঙ্গীদের কেহ কেহ তখনও সেই মৎস্যগুলির মধ্যে ময়দার গুলি নিক্ষেপ করিয়া কৌতুক বোধ করিতেছেন। তীরস্থ আলোকমালা

বিপরীত দিক হইতে আসিয়া স্বচ্ছ সলিলাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ দলবদ্ধ মীনগুলির ক্রীড়া ও উল্লম্ফন সম্যক্ নয়নগোচর করিতেছে। তাহারা যেন ময়দার বল লইয়া water-polo (জলাশয়ে ফুটবল ক্রীড়াবিশেষ) খেলিতেছে। উহাদের সেবায় মনোনিবিষ্ট সঙ্গীগণকে, অতিকষ্টে পরিবেশন কার্য্য হইতে বিরত করিতে পারিলাম। গৃহাভিমুখে যাইবার পূর্ব্বে অভ্যাসবশতঃ যাত্রীদের একবার গণনা করিলাম। দুইজন কম হওয়াতে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম অদূরে তাঁহারা কথকতা শুনিতেছেন। সন্ধ্যাকালে প্রায়ই ধর্ম্মালোচনা এখানে হইয়া থাকে।

২৩শে এপ্রিলঃ—অদ্য প্রাতঃকালে হরিদ্বার ষ্টেশনে আমাদের সকলের ওজন লইয়াছিলাম; যেহেতু এতাবৎকাল শুনিয়া আসিতেছি যে, বদরিকার ন্যায় কঠিন তীর্থ হইতে সুস্থ শরীরে গৃহে প্রত্যাগমন করা, অল্প ভাগ্যের কথা নহে। যদিও প্রাণে বাঁচিয়া কেহ ফিরিয়া আসেন, তিনি নিশ্চয়ই কৃশ ও দুর্ব্বল হইবেন। সম্ভবতঃ আহারাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এবং পরিশ্রম নিয়মিত ভাবে করিলে, আমাদের শরীরের অবস্থা তীর্থপর্য্যটনান্তে উন্নতিলাভ করিতে পারে। যাহা হউক এতৎ সম্বন্ধে সত্য নির্ণয়ের জন্য একটু চেষ্টা করা হইল। সুতরাং সকলে ওজন হইবার জন্য হরিদ্বার ষ্টেশনে যাইলাম এবং যথাযথভাবে নাম ও ওজন লিপিবদ্ধ করিলাম। পুনরায় হাবড়া ষ্টেশনে, ফিরিবার পর ওজন লইয়াছিলাম। নিম্নলিখিত তালিকা, ডায়েরী হইতে উদ্ধৃত হইল।

	ওজন (হরিদ্বার) মণ সের	ওজন (হাবড়া) মণ সের
১ম ব্যক্তি (পদব্রজে)	১—১২	১—১০
২য় ঐ	১—১৮	১—১৫
৩য় ঐ	১—৫	১—৪
৪র্থ ঐ	১—১৩	১—১২
৫ম ঐ	১—১০	১—৫
৬ষ্ঠ ঐ	১—৭	১—৩
৭ম ঐ	১—১২	১—১১
৮ম ঐ	১—১০	১—১০
৯ম ঐ	১—১২	১—৮
১ম ব্যক্তি (কাণ্ডীতে)	১—৫	১—২
২য় ঐ	১—১১	১—৪
৩য় ঐ	১—৫	১—২
৪র্থ ঐ	০—১৬	০—১৫
৫ম ঐ	১—১৩	১—১১
১ম ব্যক্তি (দাণ্ডীতে)	২—১২	২—৭
২য় ঐ	১—২৩	১—১৭
৩য় ঐ	২—২	১—৩৭
৪র্থ ঐ	১—১৪	১—১২
৫ম ঐ	১—২৬	১—২২

উপরোক্ত তালিকায় অনেক স্থলে সামান্য ওজন কমিয়াছে ;

তাহার অনেক কারণও আছে। হাবড়া এবং হরিদ্বারের তুলাদণ্ডের পার্থক্য থাকিতে পারে; ইহাতে এক আধ সেরের প্রভেদ হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে। দুই দিন, তিন * রাত্রি অনবরত গাড়ীতে বা ষ্টেশনে থাকিলে শরীরের কিঞ্চিৎ অস্থায়ী অপকার হয় ও শরীর কৃশ হয়। সর্ব্বপ্রধান কারণ আমার মনে হয় যে জল বায়ুর গুণে এবং দুই মাসের নিয়মিত আহারে ও ব্যায়ামে দেহস্থ মেদের হ্রাস হইয়া পেশীগুলি বলবান্ হইয়াছে;—ইহাতেও দেহ কিছু লঘু হয়। দাণ্ডী-আরোহী স্থূলকায় ব্যক্তিগণের মেদ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কমিয়াছে। সে যাহা হউক, ভ্রমণান্তে আমাদের বলিষ্ঠ আকৃতি দেখিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন নাই যে আমরা বদরিকা হইতে সম্প্রতি ফিরিয়াছি।

ষ্টেশন্ হইতে ফিরিয়া অবধি পথে, ঘাটে ও ধর্ম্মশালায় দলে দলে কাণ্ডীবাহকগণ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার জন্য আমাদের নিকট আবেদন আরম্ভ করিল। তাহারা আমাদের দল ভারী দেখিয়াছে; অতি স্থূলকায় ও ক্ষীণাঙ্গী যাত্রীগণকেও সম্ভবতঃ লক্ষ্য করিয়াছে; অধিকন্তু চারিটা দাণ্ডী প্রস্তুতের অর্ডারের সংবাদ পাইয়াছে। সকলের সহিত দর কষিতে কষিতে এবং বাদানুবাদ করিতে করিতে উন্মাদগ্রস্ত হইবার উপক্রম হইলাম। স্ত্রীলোকেরাও এবম্বিধ অভূতপূর্ব্ব গোলমাল ও হৈ-চৈ, স্তম্ভিত হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বেলা হইতেছে ও নিজেদের কোন কার্য্যই

---

* রাম নগরে ভোরের ট্রেণ ধরিবার জন্য পূর্ব্ব রাত্রে ষ্টেশনে ছিলাম। আর বেরিলি জংশনে ট্রেণ বদলের জন্য প্রায় দশ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

হইতেছে না। সুতরাং তাহাদের বলিলাম যে প্রতিদলের একজন করিয়া সর্দ্দার বেলা দুইটার সময় আসিয়া কথাবার্ত্তা কহিবে ও যাহাদের দর সুবিধা হইবে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিয়া ফেলিব; শঠ নেপালী কুলীদের কাহারও আসিবার প্রয়োজন নাই। এই কথা বলিয়া বিদায় দিবার মুহূর্ত্ত মধ্যে, শতাবধি লোক নিষ্ক্রান্ত হইল ও কোলাহল নির্ব্বাপিত হইল। যেন সমুদ্র-তরঙ্গমালা গভীর গর্জ্জনান্তে বেলাভূমি হইতে নীরবে অপসরণ করিল।

নগেন বাবু, যতীন বেহারাকে লইয়া ইতোমধ্যে বাজার-হাট সম্পন্ন করিয়াছেন। বেলা একটার সময় আহারাদির পর ঘরের সম্মুখে দালানে সতরঞ্চ বিস্তৃত করিয়া আসর পাতিতেছি এমন সময় কতকগুলি কাণ্ডীওয়ালা আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহারা সকলে চলিয়া গিয়াছিল বটে, কিন্তু প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালার চতুর্দ্দিকে ও বাহিরে তাহারা বিক্ষিপ্ত ছিল। সকলেই পরস্পরের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করিতেছে পাছে, কেহ গোপনে নিজ দলের জন্য কর্ম্মের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলে। কেবলমাত্র সর্দ্দার দাণ্ডীওয়ালাতেই দালান ও প্রাঙ্গণভাগ যথাসময়ে পরিপূর্ণ হইল এবং সত্বর নির্ব্বাচন কার্য্য আরম্ভ হইল। একজন নিতান্ত দীন ও ম্লানমুখ কুলী, চাকরীর জন্য বারংবার কাতরভাবে নিবেদন করিয়াছিল। সে কোন দলভুক্ত নহে;—তাহাকে সর্ব্বপ্রথমেই নিযুক্ত করিলাম। পরে মানসিংহ প্রমুখ ষোল জন দাণ্ডীওয়ালা ও গঙ্গাসিংহ প্রমুখ বার জন কাণ্ডী-ওয়ালা নির্ব্বাচিত হইল। তাহাদের অধীনস্থ কুলীদের নাম, মানসিং ও গঙ্গাসিং যথাক্রমে লিখাইয়া দিল। আমরা তখন কাণ্ডী

পদার্থটি কিরূপ ও উহাতে কি প্রকারে আরোহণ করিতে হয়, তাহা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। অনতিবিলম্বে একটি কাণ্ডী আনীত হইল এবং সকলের হাস্য-বিদ্রূপ উপেক্ষা করিয়া, সর্ব্ববয়োজ্যেষ্ঠা আমার মাতা ঠাকুরাণী তাহাতে স্বচ্ছন্দে বসিলেন। তাঁহার কাণ্ডীটা পৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া গঙ্গাসিং যখন প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থ পথে ঘুরিতে লাগিল, তখন হাঁসির রোল পড়িয়া গেল; কেননা তাঁহাকে যেন বিসর্জ্জনের প্রতিমাবৎ বোধ হইল। ইহাতে বাহাদুরী লইবার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না; কাণ্ডীওয়ালা তাঁহাকে বহন করিতে সম্মত হইবে কি না ইহা স্থির করাই তাঁহার অভিপ্রায়। ভারী লোককে একজন কুলী তুলিতে অসমর্থ হইলে, তাঁহাকে দাণ্ডীর ব্যবস্থা করিতে হয়; কাণ্ডী অপেক্ষা দাণ্ডী বা ঝাঁপানে প্রায় ১৫৲ অধিক খরচ পড়ে। মানসিংহকে কথা দিলাম যে পরদিন আহারান্তে আমরা রওনা হইব এবং মোটর বাসে হৃষিকেশ যাইয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। দাণ্ডীওয়ালাদের সেই রাত্রেই দাণ্ডীগুলি দেখাইয়া এবং উহার দোষগুণ পরীক্ষা করাইয়া, পরে বায়না বাদে চারিটা দাণ্ডীর দাম মিটাইয়া দিলাম। প্রত্যেকখানির দাম ২০৲ টাকা হিসাবে লাগিল। উহারা দাণ্ডী চারিখানি আনিয়া ধর্ম্মশালায় নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিল।

দাণ্ডী ও কাণ্ডীর প্রতিকৃতি প্রথম পৃষ্ঠায় দেখিলে, উহাদের বর্ণনাগুলি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। দাণ্ডীর প্রধান অঙ্গ একটি চেয়ার, একটি অনতিদীর্ঘ পাদপীঠ ও বস্ত্রনির্ম্মিত একটি শকটাচ্ছাদন (hood)। ইহাকে লঘু করিবার নিমিত্ত, চেয়ারের পদচতুষ্টয় সরু ২

কাষ্ঠে নির্ম্মিত। ঐ পায়াগুলি ছিদ্র করিয়া, তাহার মধ্য দিয়া অর্দ্ধ ইঞ্চ মোটা দুইখণ্ড লৌহ-শিখ সমান্তরালভাবে দুই পার্শ্ব দিয়া গিয়া শেষে মিলিত হইয়াছে। বসিবার আসন, হুড্ ও পাদপীঠের চতুর্দ্দিক নীল কিংবা খাকি রংএর বস্ত্রদ্বারা আবৃত। দাণ্ডীর সম্মুখ ও পশ্চাদ্ভাগ নৌকার ন্যায় সূচ্যগ্র এবং তথাকার কাষ্ঠখণ্ডে পূর্ব্বোক্ত লৌহশলাকাদ্বয় আবদ্ধ। ত্রিহস্তপরিমিত দুইটি স্বতন্ত্র সুদৃঢ় কাষ্ঠখণ্ড, দাণ্ডির সম্মুখে ও পশ্চাতে রজ্জু ও চর্ম্মরশ্মি দ্বারা মধ্যভাগে সংযুক্ত। চর্ম্মখণ্ড তৈলের দ্বারা উত্তমরূপে সিক্ত রাখিতে হয়, নতুবা ভ্রমণকালে হঠাৎ ছিন্ন হইলে বিপদের সম্ভাবনা। উক্ত কাষ্ঠদণ্ডের সীমাভাগ বাহকেরা স্কন্ধে রক্ষা করে।

ঝাঁপান এবং পশ্চিমদেশীয় খাটৌলিতে বিশেষ প্রভেদ নাই। ইহা দুই ফুট স্কোয়ার্ খাটিয়া এবং দুইটি স্থূল বংশদণ্ডের উপর স্থাপিত ও চারিটা রজ্জুর সহিত ইহার চারি কোণ সংবদ্ধ। উক্ত বংশদ্বয়ের এক একদিকে একজন করিয়া কুলী থাকে। যাত্রীগণকে ইহা ক্রয় করিতে হয় না এবং ইহার মূল্যও সামান্য।

কাণ্ডীগুলি বেত্রনির্ম্মিত ফলের ঝুড়ীর ন্যায়। নিম্নভাগ অপেক্ষা উপরিভাগ বিস্তৃত এবং ইহার ব্যাস প্রায় দুই ফুট। উপরিভাগ হইতে মধ্যস্থল পর্য্যন্ত, একহস্ত পরিমাণ বিস্তৃত রাখিয়া ঝুড়িটা কাটা আছে। এই কাটা অংশ হইতে নিম্নভাগ পর্য্যন্ত দ্রব্যাদি ও পরে বস্ত্র দ্বারা পূরণ করিয়া তাহার উপর বসিতে হয়। বসিবার অপরদিকে দুইটি রজ্জুর ফাঁশ আছে; তন্মধ্যে হস্ত দুইটি প্রবেশ করাইয়া, কাণ্ডীটি পৃষ্ঠে বহন করিতে হয়। নেপালীরা উক্ত রজ্জুর

ফাঁশ কপালের উপর রাখে। এতদ্দ্বারা গাড়োয়ালী ও নেপালী কুলীকে সহজে চিনিতে পারা যায়। যখন বাহকের অত্যন্ত ক্লান্তি আসে, তখন ইংরাজী T—অক্ষরের ন্যায় একটি কাষ্ঠযন্ত্রের উপর উহা পথিমধ্যে স্থাপিত করা হয়। ১ম পৃষ্ঠার চিত্রে ইহা দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

(১) হৃষিকেশ।
(২) লছ্‌মন্‌ ঝোলা।

২৪শে এপ্রিল ঃ—পরদিন দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে অধিকাংশ দ্রব্য কাণ্ডীতে ভরিয়া কুলীদের ছাড়িয়া দিলাম। অবশিষ্ট মালপত্র সঙ্গে লইয়া চারিখানি মোটরবাসে আরোহণপূর্ব্বক বেলা প্রায় দুইটার সময় ধর্ম্মশালা ত্যাগ করিলাম। তীরবেগে তাড়িত-যানগুলি পথ অতিক্রমণ করিতে লাগিল। সত্যনারায়ণ মন্দিরের সমীপবর্ত্তী হইলে দেখিলাম কুলীরা মাল লইয়া যাইতেছে। মনে ভরসা হইল যে মালগুলি চুরি যায় নাই। গাড়ী হইতে নামিয়া সকলে উক্ত মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। ইহার প্রাঙ্গণ মধ্য দিয়া জলের স্রোত বহিয়া যাইতেছে ও স্থানটিকে অপেক্ষাকৃত শীতল রাখিয়াছে।

এখানে কালীকম্বলীবাবার মূর্ত্তি একটি মাল্য-বেষ্টিত চিত্রে দর্শন করিলাম ও ভক্তিভরে সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। ইনি একজন বিশ্বপ্রেমিক সন্ন্যাসী। ইঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সাধনায়, বদরিকার দুর্গম পথ সুগম হইয়াছে। কত লৌহ সেতু, দড়ির পুলের স্থানাধিকার করিয়াছে; মধ্যে মধ্যে কত সুন্দর ধর্ম্মশালা সংস্থাপিত হইয়াছে; এমন কি

নিঃস্ব পথিকগণের দৈনিক আহার্য্য বিতরণের জন্য স্থানে ২ সদাব্রতের ব্যবস্থা হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ভূপতিগণ তাঁহার অনুরোধ ও প্রার্থনাকে শিরোধার্য্য আদেশ স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। পথিমধ্যে যেখানে পানীয় জল দুষ্প্রাপ্য, তথায় সুশীতল বারিদানের জন্য লোক নিযুক্ত রহিয়াছে,—ইঁহারই কৃপায়। ইঁহার আদেশে ৺কেদারনাথ পৌঁছিবার একদিন পূর্ব্বের চটিতে, আবেদনকারীকে একখানা করিয়া কম্বল, ব্যবহারের জন্য দিবার ব্যবস্থা আছে। কেদারনাথ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কম্বলখানি প্রত্যর্পণ করিতে হয়। এইরূপ কতশত মানবহিতকর কার্য্যে তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ বিদিত নহি। সর্ব্বঋতুনির্ব্বিশেষে ইনি একখানি কাল কম্বল ব্যবহার করিতেন—তাই ইঁহাকে সকলে কালীকম্বলীবাবা বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে পুনরায় মোটরে উঠিলাম এবং প্রায় ৪টার সময় হৃষিকেশ বা ঋষিকেশে অবতীর্ণ হইলাম। এখানে কালীকম্বলীবাবার প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালার সম্মুখেই তাঁহার আর একটি ছোট পান্থনিবাস আছে। তথায় একটি ঘর ও বড় একটি দালান আমরা অধিকার করিলাম। কাণ্ডীওয়ালারাও একে ২ আসিয়া জুটিল; নগেন্ বাবু ও শিমুলের উপর দ্রব্যগুলি যথাস্থানে রাখাইবার ভার দিয়া, বিজয় বাবু ও আমি ধর্ম্মশালার অফিসে যাইলাম। হিমালয় পর্ব্বতে যে সমস্ত কালীকম্বলীবাবার পান্থশালা আছে, তথায় প্রবেশাধিকারের নিমিত্ত এই অফিস হইতে অনুমতি পত্র লইলে ভাল হয়। আমরাও একখানি সংগ্রহ করিলাম। অনেক সন্ন্যাসীকে দেখিলাম

যে তাঁহারা সদাব্রত অর্থাৎ সিধা পাইবার জন্য চিঠি লইতেছেন। এই দ্বিতল বাড়ীর সমস্ত ঘর যাত্রীতে পরিপূর্ণ। ইঁহারা হিন্দুস্থানী বা পাঞ্জাবী; অর্থাৎ তথায় বাঙ্গালীর মুখ দেখিলাম না। আমাদের বাসস্থানের পার্শ্বেই কালী-কম্‌লীর আর এক কীর্ত্তি। উহা যুগপৎ দাতব্য ও বিক্রেতব্য ঔষধালয়। সাধারণকে ঔষধ বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকিলেও, অসমর্থ রোগীদিগের নিকট হইতে ঔষধের মূল্য লওয়া হয় না। হজমের জন্য "আগ্নেয় ভস্ম" ও কাশীর জন্য এক শত আয়ুর্ব্বেদীয় বটিকা ক্রয় করিয়া বাসায় ফিরি।

বাসা হইতে সকলে একত্র হইয়া নগর ভ্রমণার্থ নদী অভিমুখে চলিলাম। সহরটি পরিক্রমণ করিতে আনুমানিক পনর মিনিট লাগে; ইহা হইতে এই ক্ষুদ্র সহরের আয়তন বুঝিতে পারিবেন। পথটি নদী গর্ভোত্থিত স্রোত-মসৃণ প্রস্তরের দ্বারা আচ্ছাদিত। যাত্রীদের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি, পুরী, মেঠাই, দুগ্ধ ইত্যাদির দোকান পসারি রাস্তার দুই ধারে শোভা পাইতেছে। রাত্রিকালে ফিরিবার সময় পুরীওয়ালার আশ্রয় লইলাম। উদীয়মান চন্দ্রালোকে, কল্লোলিনীকূলে বিজয় ভায়া পূর্ব্বেই সন্ধ্যাহ্নিক সারিয়া লইয়াছিল এবং সাধু সন্ন্যাসীদের এক প্রকাণ্ড দলের অধিপতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত প্রচুর প্রসাদ লইয়া কন্যাসহ গৃহে ফিরিল।

২৫শে এপ্রিলঃ—পরদিন সকাল সকাল রওনা হইবার জন্য খিচুড়ি রন্ধন হইল ও আহারাদি সমাপনান্তর তৈজস পত্রাদি মার্জ্জিত করিয়া দ্বিপ্রহরে সকলে প্রস্তুত হইলাম। সকলে পূজনীয়দিগের পদধূলি লইলেন বা কনিষ্ঠকে

আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং "জয় বদ্‌রীনাথকী জয়" বলিয়া উৎফুল্ললোচনে বাহির হইলেন। যাঁহারা হাঁটিয়া যাইবেন তাঁহারা প্রদর্শিত পথ ধরিলেন; যাঁহারা দাণ্ডী বা কাণ্ডীতে উঠিবেন তাঁহারা স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলেন। কাণ্ডী-আরোহীগণ যেন জীবন্ত প্রতিমাবৎ বোধ হইল;—বিসর্জ্জনের জন্য যাইতেছেন, কেবল বাদ্যের অভাব। দাণ্ডীর যাত্রীগণকে যেন চতুর্দ্দোলার বর কিংবা রামলীলার সংএর মত মনে হইল। শিমুল লজ্জায় কাণ্ডীতে উঠিল না; উহার বাহন, শূন্য সিংহাসন লইয়া চলিল। সত্বর ভরতজীর মন্দিরের নিকট আসিয়া পড়িলাম।

যখন আমরা মালপত্র ওজন করিবার স্থলে আনীত হইলাম, তখন বেলা প্রায় দেড়টা। তথায় পূর্ব্ব হইতেই অন্য দলের কুলী ও যাত্রীর দ্বারা জনতা হইয়াছিল; ইহার উপর আমাদের দলের প্রায় ৫০ জন লোক ও ১৬ খানি দাণ্ডি ও কাণ্ডীতে স্থানটি ক্ষুদ্র হাটে পরিণত হইল। তহশীলদার গাছতলায় বসিয়া একে একে আমাদের চিঠা প্রস্তুত করিয়া খরচা লইলেন। কুলীদিগের সহিত যে কন্‌ট্রাক্ট্ ফরম্ তাহার নাম চিঠা। প্রত্যেক কুলীকে আগামী দশ টাকা জমা দিতে হইল এবং ঐ চিঠার পশ্চাতে কুলীরা নাম সহি বা টিপ সহি দিয়া টাকা লইল। কাণ্ডী প্রতি ৬০৲ টাকা, দাণ্ডী প্রতি ১৭৫৲ টাকা এবং প্রতি মণ মালের জন্য ৬৫৲ টাকা ধার্য্য হইয়াছিল। তাহাদের নাম ধামযুক্ত এবং চুক্তির টাকা লিখিত চিঠা সমূহ সযত্নে বিজয়ের বাক্সে রাখা হইল। ইহারা উক্ত মজুরীতে কেদার, বদরী হইয়া গাড়োয়াল জেলার সীমায় মেহেলচৌরীতে ছাড়িয়া দিবে;

ত্রিযুগীনারায়ণ, কেদারনাথ, তুঙ্গনাথ ও বদ্রীনারায়ণের প্রত্যেক স্থানে পৌঁছিলে এক টাকা হিসাবে প্রত্যেকে খিচুড়ি খাইবার জন্য এবং ১৲ করিয়া বক্‌শিস্ পাইয়া থাকে।

ব্যবহারভেদে কাণ্ডীর দুইটা নাম আছে, যথা ;—বোঝ্ কাণ্ডী ও শওয়ার্ কাণ্ডী। বোঝা ও শওয়ার্ বহন হিসাবে এই দুইটি নামকরণ। উভয়বিধ কাণ্ডীর হার (rate) প্রায় একই থাকে। বোঝ্ কাণ্ডীর মণ করা rate গবর্ণমেণ্ট স্থির করিয়া দেন; শওয়ার্ কাণ্ডীর ভাড়া আপোষে ঠিক করা হয়। আমাদের মাল, অতি সংক্ষেপ করিয়াও সাত মণ হইয়াছিল এবং মণকরা ৬৫৲ হিসাবে ৪৫৫৲ টাকা সাত জনে মেহেলচৌরীতে বিভাগ করিয়া লইয়াছিল। এখানে সমস্ত মাল ওজন হইতে, চিঠা লিখিতে ও টাকাকড়ি দিয়া কুলীদের স্বাক্ষর লইতে প্রায় চারিটা বাজিল।

পুনরায় যাত্রা আরম্ভ হইল। নদীর তীরে তীরে কিয়দ্দূর গিয়া এক চড়াই পাইলাম। এতদিনে চড়াই ও উৎরাই সম্বন্ধে কিছু ধারণা হইল। চড়াই বলিলে পাহাড়ের উপরের এমন পথ বুঝায় না যে তথায় অতিকষ্টে হামাগুড়ি দিয়া উঠিতে হয়। পর্ব্বতগাত্রস্থ দীর্ঘ পথ অল্প অল্প উঠিয়া যাইলে তাহাকে চড়াই বলা হয়। ইহা প্রায় প্রতি ৩।৪ ফুটে ১ ফুট উচ্চ; ত্রিকোণমিতি হিসাবে সাধারণ চড়াই সমতল পথের সহিত ১৫—৩০ ডিগ্রি কোণ করিয়া থাকে। নামিবার সময় ঐ পথটিই উৎরাই হইবে। দুইটি চড়াই ও উৎরাই ভাঙ্গিয়া নদী হইতে দূরে গিয়াছিলাম; পুনরায় নদীতটে একটি ভগ্ন লৌহসেতু সমীপে বাহকেরা আমাদিগকে নামাইয়া দিল। ইহাই

প্রসিদ্ধ লছমন্ ঝোলার সেতু। পূর্ব্বে যাত্রীদের এই স্থানেই উৎসাহের পরীক্ষা হইত। সেতু হইতে প্রায় ৬০ ফুট নিম্নে বেগবতী নদী; আর তদুপরি দোদুল্যমান সমান্তরাল রজ্জুশ্রেণীর উপর ভর দিয়া, উপরিস্থ অপর দুইটি রজ্জু ধরিয়া যাইতে হইত। ভীষণ নিম্নে, ভীষণতর স্রোত দর্শন মাত্রে, প্রতি পদবিক্ষেপে, কম্পমান রজ্জুসেতু অপেক্ষা হৃৎপিণ্ড অধিকতর কম্পিত হইত। আর্ত্তের বন্ধু কালী-কম্বলী বাবার চেষ্টায় কলিকাতার প্রসিদ্ধ বণিক শিউপ্রসাদ ঝুনঝুন্-ওয়ালা তাঁহার জননীর আদেশে এই দড়ির ঝোলার পরিবর্ত্তে একটি ঝুলান পুল (Hanging Bridge) নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। এক প্রবল বন্যায়, ভাসমান কাষ্ঠ সমূহের প্রচণ্ড আঘাতে, সম্প্রতি উহা পতিত হয়। এখনও * উহার সংস্কার হয় নাই। পারাপারের জন্য উপস্থিত দুইখানি বৃহদাকার নৌকার আয়োজন সেই মহাত্মারাই করিয়া দিয়াছেন। অসংখ্য সোপান পংক্তি সাহায্যে ঘাটে অবতরণ করিলাম ও অবিলম্বে অপর পারে লছমন্-ঝোলায় যাইলাম।

প্রায় ২।৩ শত হস্ত বালুকাময় পথের বালী ঠেলিয়া সম্মুখে একটি ঋষিকুল বিদ্যালয়ে আশ্রয় লইলাম। এখন সন্ধ্যা হইতে প্রায় ১ ঘণ্টা বিলম্ব আছে। একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে দ্রব্য সমেত কাণ্ডী-গুলি রক্ষিত হইল। প্রথমে উৎকণ্ঠা হইল যে রাত্রিকালে যদি চুরি যায়; কিন্তু ভবিষ্যতে অন্যান্য স্থানে এরূপ আশঙ্কা মনে আদৌ স্থান পায় নাই। 'সাবধানের বিনাশ নাই' এই ভাবিয়া কালু ও

* ১৯৩০ সালে ভগ্ন-সেতু পুনর্নিম্মিত হইয়াছে।

যতীন্‌কে সেই ঘরে শয়ন করিতে বলিলাম। জিনিষগুলি রাখিয়াই কুলীরা কে কোথায় চলিয়া গেল, তাহার নিদর্শন নাই। আমরা একটি নাতিদীর্ঘ পাকা দালানে আশ্রয়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। ভাবিলাম কি বিপদ!—দ্বার ও গবাক্ষবিহীন স্থানে কি প্রকারে নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইব! সাধারণ চটি তখনও দেখি নাই, তাই দুঃখ করিয়াছিলাম। একটি কাণ্ডী হইতে কালু বিছানাপত্র ও ঝাড়ু বাহির করিল এবং আমাদের শয্যারচনা করিয়া দিল। দালানের সম্মুখে বারাণ্ডায় দুইখানি সতরঞ্চ বিছাইয়া দুই একটি ক্রীড়ারত ছাত্রকে আহ্বান করিলাম। তাহারা সকলেই ব্রাহ্মণ ও তাহাদের বেশভূষা ব্রহ্মচারীর ন্যায়। দুইজন বসিতেই ক্রমশঃ ৮।১০ জন কৌতূহল-বশতঃ আসিল। দেব-নাগরী-ভাষায় লিখিত তাহাদের পুস্তকের ২।১ পংক্তি আমি পাঠ করাতে তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং সরল-ভাবে আমাকে আত্মীয়বৎ জ্ঞান করিল। হয়ত কেহ কেহ মনে করিল যে আমি অন্য কোন ঋষিকুল বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। সে যাহা হউক, উহাদের বেদগান শ্রবণ মানসে, আমাদের সকলকে বসিতে বলিলাম ও বালকদিগকে গান করিতে অনুরোধ করিলাম। তাহারা তখন বৃত্তাকারে বসিয়া সুমধুর স্বরে বেদস্তোত্র পাঠ করিল এবং শ্রোতারা সকলেই সাতিশয় পুলকিত হইল। সন্ধ্যার কিছু পরেই ইহারা ভোজনাগারে গেল। আমরা রন্ধনশালার সন্ধান না পাওয়াতে, পাচক ব্রাহ্মণকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি নিজে পুরী ও আলুর দম প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন। তাঁহার কৃপায় সে রাত্র স্ত্রীলোকেরা বিশ্রামসুখ লাভে

বঞ্চিত হইলেন না। ইত্যবসরে একটি প্রবীণ ভদ্রলোক বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ চাঁদার খাতা ধরিলেন। আমরা সামান্য এক টাকা তাঁহার হস্তে দিলাম। নয়টার সময় আহারাদি শেষ করিয়া পুরুষেরা খোলা বারাণ্ডায় ও গৃহলক্ষ্মীরা ভিতরে শয়ন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

(১)	গরুড়	(৫)	বিজনী ছোট
(২)	ফুলবাড়ী	(৬)	ঐ বড়
(৩)	গুলর	(৭)	কুণ্ড
(৪)	মোহন	(৮)	বান্দর

(৯) মহাদেব

২৬শে এপ্রিলঃ—অতি প্রত্যুষে চন্দ্রকিরণ ও হ্যারিকেন্ আলোক সাহায্যে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া রমণীরা প্রস্তুত হইলে, আমরা গাত্রোত্থান করিলাম। কাণ্ডীওয়ালারা সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

পথে যাইতে যাইতে লক্ষ্মণদেবের মন্দির ও নিকটে কলাগাছ এবং ফল ফুলের একটি ছোট বাগান দেখিলাম। উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ দৃশ্য না থাকিলেও, পথটি যে নির্জ্জন ও চিত্তগ্রাহী তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। বেলা সাড়ে সাতটার সময় ফুলবাড়ী চটিতে চা ও মোহনভোগ তৈয়ারী করিবার জন্য সর্ব্বাগ্রে আমি নামিলাম। নামিয়া দুরবীক্ষণ সাহায্যে প্রথমে আমাদের কাহাকেও লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। কিয়ৎক্ষণ পরে দলের ২।৩ জন স্ত্রীলোককে চলিয়া আসিতে দেখিলাম। বাহবা! বঙ্গ-রমণীর কি অপূর্ব্ব বেশ! মাথায় টুপি, পায়ে মোজা, টেনিস্ শু এবং হাতে রেগুলেশান্ লাঠি।

কেহ কেহ রণোন্মুখ বীরের অনুকরণে একটি করিয়া ব্যাগ্ গলদেশ হইতে পার্শ্বে বিলম্বিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে জলপাত্র, রুমাল, ডিবাভরা পান ও বোতলভরা তাম্রকূটপত্রচূর্ণ ত আছেই; এতদ্ভিন্ন পথ হইতে সংগৃহীত বিচিত্র প্রস্তরখণ্ড এবং বিবিধ বর্ণের ও গন্ধের কুসুমাদিও উহাতে স্থানলাভ করিয়াছে। একে একে তাঁহারা আগমন করিলেন, বোঝকাণ্ডী ও দাণ্ডী আসিল; কিন্তু কাণ্ডী-আরোহীদের কাহাকেও দেখিলাম না। বহুক্ষণ পরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কুলীরা তাঁহাদিগকে লইয়া আসিল। মনে হইল যে এই শোভাযাত্রার একটি ফটো রাখিতে পারিলে উত্তম হয়। কিন্তু এতাদৃশ দুর্গমপথে এরূপ বাসনা আকাশ-কুসুম মাত্র। অনতিদূরে নদীতীরে হস্ত পদাদি প্রক্ষালণ ও আহ্নিকাদি সম্পন্ন করিয়া, চা, দুগ্ধ ও মোহনভোগ জলপান হইল। প্রায় তিন কোয়াটার নানাবিধ কথাবার্ত্তায় ও বিশ্রামে কাটিয়া গেল। আবার উঠিলাম ও বেলা প্রায় দশটার সময় গুলর চটিতে পৌঁছিলাম।

এই চটি আদর্শ চটি হইতে নিকৃষ্ট। ইহার চতুর্দ্দিক অনাবৃত এবং ইহাকে দোচালার খড়ো ঘর বলা যাইতে পারে। দৈর্ঘ্যে বিশ হস্ত ও প্রস্থে ছয় হস্ত মাত্র। এই ঘরের একটি সীমান্তে ছয়টি যুগল-চুল্লী সম সম ব্যবধানে অবস্থিত। সবগুলিতেই গোময় ও মৃত্তিকা উত্তমরূপে লেপন করা হইয়াছে। তালপত্রের চেটাইএর ন্যায় পার্ব্বত্য-কঞ্চি-বিশেষে নির্ম্মিত মাদুর মেঝেতে বিস্তৃত আছে। ঊর্দ্ধে হস্ত প্রসারণ করিলে চালা প্রায় স্পর্শ করা যায়। নিকটে যে ঝরণার জল নালা বহিয়া যাইতেছে সেই স্বচ্ছ শীতল জল ঘটি

করিয়া তুলিয়া স্নান উপভোগ করিলাম। চটি সংলগ্ন চটিওয়ালার দোকান হইতে চাল, ডাল ক্রয় করিয়া রন্ধনের আয়োজন হইল। আমাদের নিকটে যাহা ছিল, তাহা দ্বারা অনায়াসে রন্ধনাদি হইতে পারিত; তথাচ চাল, ডাল, ঘি ইত্যাদি ক্রয় করা হইল, কারণ যে চটিতে আশ্রয়লাভ হইবে, তথায় লোক সংখ্যা হিসাবে উপযুক্ত পরিমাণে সওদা লইতে হইবে। বাসের জন্য ঘরভাড়া কিছু লাগে না। পান্থশালার এতাদৃশ ব্যবস্থা অতীব সঙ্গত ও উদার। এমন কি চটিওয়ালা পিতলের হাঁড়ি, কলসী, থালা ইত্যাদি আবশ্যকীয় তৈজসপত্রাদি পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে দিয়া যাত্রীগণকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করে। কিন্তু পুণ্যসঞ্চয়েপ্সু তীর্থ ভ্রমণকারীরা রন্ধনাদির পর ঐসকল বাসন যথোচিত মার্জ্জিত ও পরিষ্কৃত না করিয়াই প্রত্যর্পণ করিয়া চলিয়া যায়।

আহারাদির পর থার্মমিটার বাহির করিয়া ছায়াতে বায়ুর উত্তাপ দেখিলাম ১০২ ডিগ্রী (ফারেণহিট্ স্কেল)। আমরা প্রতিদিন দ্বিপ্রহরে তাপমান যন্ত্রের দ্বারা বায়ুর উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করিতাম। বদরিকা ভ্রমণান্তে যখন দৈনন্দিন স্থানীয় উত্তাপের বিবরণ সম্পূর্ণ হইল, তখন দেখা গেল যে কেদার-বদরী ভ্রমণে তীক্ষ্ণ শৈত্যের আশঙ্কা একান্ত অমূলক। পরিশিষ্টে উত্তাপের তালিকা পাঠ করিলেই, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে কেবলমাত্র কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রমের সন্নিকটস্থ স্থানে শীত প্রবল।

বিশ্রামান্তে বৈকালে এই চটি ত্যাগ করিয়া হিউলী নদী পার হইলাম। ইহার সেতু ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং সেই সময়ে জলও

অল্প ছিল ; সুতরাং নদীগর্ভ দিয়া ইহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলাম। যখন মোহন চটির ধর্ম্মশালায় পদার্পণ করিলাম, তখন সন্ধ্যা হইতে একঘণ্টা বিলম্ব আছে। ইষ্টক নির্ম্মিত হইলেও, এই বাটী সংস্কারাভাবে বাসের অনুপযোগী। ইহার একটি ভগ্ন-গবাক্ষবিশিষ্ট ঘর ও সম্মুখস্থ দালানের কিয়দংশ কাণ্ডী-বেষ্টিত করিয়া অধিকার করিলাম। নগেনবাবু পার্শ্বের ঘর হইতে জিনিষপত্র খরিদ করিতেছেন, এমন সময়ে আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা "কাল কাকী" ফিরিয়া আসিয়া আক্ষেপ করিলেন যে চটির বাহিরে কোন দিকে তিনি বাড়ী-ঘর-দ্বার, দোকানপাট বা বাজার হাট কিছুই দেখিতে পাইলেন না ;—কেবল চারিদিকে পাহাড় ও গাছ। তাঁহার সহর বেড়াইবার সাধ আর মিটিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে চটির পশ্চাদ্ভাগে যাওয়াতে হিউলী নদী এবং অপর তীরে সুদীর্ঘ সোপান শ্রেণীর ন্যায় একটি শস্য-শ্যামল পর্ব্বত তাঁহার নয়নগোচর হইল। উহার শিরোদেশে একটি গ্রাম মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। আজানুগভীরা স্রোতধারা অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিবার জন্য তিনি সচেষ্ট হইলেন এবং কিঞ্চিৎ অগ্রসরও হইলেন। কিন্তু সন্ধ্যাকালে পর্ব্বতারোহণ সঙ্কটাপন্ন ব্যাপার, এইরূপ বুঝাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলাম। এদিকে নীলাকাশে চাঁদ উঠিয়াছে ; ক্রমশঃ জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। আমি দাণ্ডীতে শয়ন করিয়া স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ উপভোগ করিতেছি, এমন সময়ে কাণ্ডীওয়ালারা সদলে মণ্ডলাকারে দণ্ডায়মান হইয়া এবম্বিধ নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিল যে মেদিনী ও অন্তরীক্ষ যথাক্রমে কম্পিত হইতে লাগিল।

আমার মৌন ও সুপ্ত আনন্দ, ইহাদের শব্দময় জীবন্ত আমোদের তুলনায় পদান্তে অনুস্বারবৎ। সাঁওতালেরা এইরূপভাবে নৃত্য করে বটে, কিন্তু তাহাদের নাচের পদ্ধতি এত ব্যায়াম-সাপেক্ষ নহে। কিয়ৎক্ষণ নৃত্যদর্শনান্তর সান্ধ্যভোজনে যোগ দিলাম। শিমুল উপাদেয় মোটা মোটা রুটি কুলীদের দ্বারা তৈয়ারী করাইয়াছিল। তাহা অতি তৃপ্তির সহিত কেবল আমরা দুইজনে একপাশে বসিয়া খাইলাম। এই কুলীরা ব্রাহ্মণ, কিন্তু ছোটলোক-কুলী ত বটে ;—সুতরাং ইহাদের প্রস্তুত রুটি যাহাতে অন্য খাবারের সহিত সংস্পর্শে না আসে, তজ্জন্য গৃহিণীরা সতর্কতা অবলম্বন করিলেন।

২৭শে এপ্রিলঃ—পরদিন প্রাতে রওনা হইবার সময়, মানসিং বলিল "আজ চড়াই উঠিতে হইবে।" দাণ্ডী ও কাণ্ডীওয়ালাদের মধ্যে মানসিং প্রবীণ ও নেতাস্বরূপ ছিল। সে ইতঃপূর্ব্বে ষড়বিংশতি বার দাণ্ডী বা কাণ্ডী স্কন্ধে করিয়া বদ্রীনাথ দর্শনে সৌভাগ্যবান্ ; এবৎসর আমি তাহার স্কন্ধে পড়িয়া নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিলাম। বয়স ৫০।৫২ হইলেও, তাহার বলের বিশেষ হ্রাস হয় নাই। প্রভুভক্তি তাহার জাতীয় ধর্ম্ম এবং সুরসিকতা মানসিংএর প্রকৃতিগত ধর্ম্ম।

সকলকে পাঠাইয়া দিয়া ও মালপত্রের বন্দোবস্ত করিয়া দাণ্ডীতে উঠিলাম। গিরি-গাত্রস্থ পথ দিয়া যাইতে যাইতে পার্ব্বত্য বিহঙ্গম-কুলের অভিনব কূজন নিবিষ্টচিত্তে শুনিতে লাগিলাম। হঠাৎ মানসিং পশ্চাৎ হইতে চীৎকার করিল "লম্বে"। অমনি চারিজন বাহক ক্ষণিক স্থির হইয়া, যুগপৎ পদবিক্ষেপ দ্বারা চড়াই উঠিতে



গিরি-গাত্রের চড়াই পথ (৩৬ পৃষ্ঠা)।

লাগিল। তালে তালে তাহাদের চারিটি পাগড়ী একসঙ্গে উঠিল ও নামিল এবং তাহারা সমস্বরে, তালে তালে 'হুম্' 'হুম্' শব্দ করিতে লাগিল। এতদ্বারা অল্প শক্তিব্যয়ে, সুতরাং অল্পক্লেশে তাহারা উপরে আরোহণ করিতে পারিল। চড়াই রাস্তা অনেকটা লম্বা হইলে, সুদক্ষ বাহকেরা এই কৌশল অবলম্বন করে; মানসিং তাই পশ্চাৎ হইতে "লম্বে" বলিয়া সঙ্কেত করিল। উপরে উঠিয়া দেখি অন্য দাণ্ডী-ওয়ালারা ধূমপান করিতেছে। আমার দাণ্ডী এখানে রাখিয়া সকলে বিশ্রাম করিল। আমি যদিও সর্ব্বশেষে চটি হইতে বাহির হইতাম, তত্রাচ একটি লম্বা চড়াই পাইলেই মানসিংহের দক্ষতায় সকলকে ধরিয়া ফেলিতাম। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর সকলেই স্কন্ধে দাণ্ডী স্থাপন করিয়া "জয় বদ্‌রী বিশাল লাল কি জয়!" "জয় কেদারনাথজী কি জয়!" বলিয়া দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত করিল। আমরা ক্রমশঃ ছোট বিজনী পার হইয়া বড় বিজনীতে পৌছিলাম ও জলযোগের আয়োজন করিলাম। যে কাণ্ডীওয়ালার নিকট চা, চিনি, ষ্টোভ, আবশ্যকীয় বাসন ও অন্যান্য দ্রব্য আছে, সে এখনও উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং চটিওয়ালার উনান ধরাইয়া তৎপ্রদত্ত পাত্রে দুধ জ্বাল দিলাম; ইতোমধ্যে সকলে আসিয়া পড়িলেন ও এখানে প্রায় তিন কোয়ার্টার সময় কাটিয়া গেল।

প্রায় সাড়ে দশটায় কুণ্ড চটিতে উপনীত হইলাম; তথায় জল-কষ্টের জন্য সকলের স্নান করা হইল না। বহু নিম্নে ঝরণায় ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে; দারুণ রৌদ্রে তথায় কাক-স্নানের জন্য নামা উঠা পোষায় না।

শিমুলের হাঁটিয়া যাইতে কষ্ট হইতেছে অথচ উহার শূন্যকাণ্ডী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। ব্যয় সংক্ষেপের অনুরোধে সে দাণ্ডীর পরিবর্ত্তে কাণ্ডীর ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং ধনবানের সন্তান হইয়া উহাতে আরোহণ করিতেও লজ্জাবোধ করিতেছে। কিন্তু মনে করিলেই ত এখন দাণ্ডী পাওয়া যাইবে না। অগত্যা একটি ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া, শিমুল অশ্বারোহণে যাইতে মনস্থ করিল। পথের স্বল্পায়তন নির্দ্দেশ করিয়া, উহাকে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলাম। সকল নিষেধ সত্ত্বেও, সাত টাকা ভাড়ায় দেবপ্রয়াগ পর্য্যন্ত যাইবার জন্য সে ঘোড়াওয়ালার সহিত বন্দোবস্ত করিল। ঘোড়ার মুখ ধরিয়া সে বরাবর লইয়া যাইবে, এইটুকু স্থির করিয়া দিয়াই সন্তুষ্ট হইতে বাধ্য হইলাম।

অনেক চড়াই ও উৎরাই পার হইয়া বৈকালে মহাদেব চটিতে উপস্থিত হইলাম। চটির সম্মুখে একটি মন্দিরে সামান্য ভিড় দেখিয়া আমরাও যাইলাম। অধুনা দেববিগ্রহের আকর্ষণ অপেক্ষা জনতার আকর্ষণীশক্তি সমধিক। যাইয়া দেখি, তথায় একটি ভল্লুক সদ্য ধৃত হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। হিমালয়ের শস্যক্ষেত্র ভল্লুকেরা অত্যন্ত নষ্ট করিয়া দেয়। আমাদের জিনিষপত্র সাজাইবার পরই, একজন পাহাড়ী তাহার পীড়িত দুর্ব্বল সন্তানকে চিকিৎসার নিমিত্ত আমাদের নিকট আনিল। বহুদিনের জ্বরে, সে নিতান্ত কৃশ হইয়াছে। তাহাকে প্রচুর পরিমাণে কুইনাইন্ পিল্ দিলাম এবং আরও দুইশত বসাক্স্ ম্যালেরিয়া পিল্

পাঠাইবার জন্য বসাক্‌স্ পুয়োর্ ফার্ম্মেসীতে পত্র দিলাম। জানি না, সে হতভাগ্য আরোগ্য হইয়াছিল কি না। যথারীতি রন্ধনাদি ও আহারাদির পর সে দিনের কার্য্যের অবসান হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

(১)	শামালু	(৪)	ছুলারী
(২)	কাণ্ডী	(৫)	উমরাস্থ
(৩)	ব্যাসঘাট	(৬)	সাউর

(৭) দেবপ্রয়াগ ।

২৮শে এপ্রিল ঃ—প্রত্যুষে আমরা মালপত্র গুছাইয়া রওনা হইব, এমন সময় কোট্‌প্যাণ্ট্‌ধারী একজন দীর্ঘকায় পুরুষ সেলাম্ করিয়া বক্‌শিস্ চাহিল। তাঁহার পরিচয়ে ও হস্তস্থিত সম্মার্জ্জনী দর্শনে বুঝিলাম, ইনি মেথরকুলসম্ভূত। প্রত্যেক চটির অগ্রে ও পশ্চাতে প্রায় ৪০০ হাত দূরে দূরে একটি করিয়া লোহিত পতাকা দীর্ঘ বংশোপরি বিদ্যমান। এই দুই নিশানার মধ্যবর্ত্তী স্থান পরিষ্কার রাখিবার জন্য মেথরেরা দায়ী। সেইজন্য উহারা যাত্রীদের নিকট হইতে পারিশ্রমিক আদায় করিয়া থাকে। ১ম চিত্রে উহাদের প্রতিকৃতি দ্রষ্টব্য। প্রাতঃকালে যে চটি হইতে যাত্রা করিতাম তথায় মেথরকে তিন চারি আনা দিতে হইত; আমাদের লোকও অনেক ছিল। অন্য চটিতেও কখন কখন মেথরকে কিছু কিছু দিতে হইত।

প্রায় ৭॥০টায় শামালু চটিতে প্রাতরাশের জন্য নামিলাম। মোহনভোগ প্রস্তুতকালে পূর্ব্বদিনের সুজির কথা মনে পড়িল। আগের দিন "কালকাকী" মিছ্‌রীর সরবৎ তৈয়ারী করিতে গিয়া

এক ডেক্‌চী জলে প্রায় সের খানেক সুজী, মিছ্‌রী-ভ্রমে ঢালিয়া ফেলিয়াছিলেন। কলিকাতায় থলির মধ্যে সুজী রাখিয়া ভুলক্রমে তিনি থলির উপরে মিছরি লিখিয়াছিলেন; সেইজন্য এই ভ্রম। যাহা হউক, সেইদিন হইতে তাঁহার নাম "মিছ্‌রী-কাকী" হইল।

এক ঘণ্টা বিশ্রামানন্তর, দশটার পরে কাণ্ডী চটিতে মধ্যাহ্ন-ভোজন হইল। শিমুল দুর্গন্ধময় thermo-flaskটি (তাপ-রক্ষক কাঁচ পাত্র বিশেষ) এক ঘণ্টা ধরিয়া পরিষ্কার করিয়াও, গন্ধবিহীন করিতে পারিল না। বিরক্ত হইয়া উহা রাখিয়া দিল। কলিকাতা হইতে ইহাতে সুশীতল সরবৎ আনিয়াছিল এবং একদিন মাত্র গরম চা রাখিয়াছিল। পথিমধ্যে আর একদিনও ইহা ব্যবহার হয় নাই। আমরা সাহেবীধরণে জিনিষ পত্র ব্যবহার করিতে ভালবাসি, কিন্তু সাহেবদের ন্যায় উহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবার ধৈর্য্য আমাদের নাই।

হরিদ্বার হইতে যতই পাহাড়ের ভিতর প্রবেশ করিতেছি ততই মাছির উপদ্রব বাড়িতেছে। এখানে ভাত খাইবার সময়ে পাখার হাওয়া না করিলে, শুভ্র অন্নরাশি তপ্ত অবস্থাতেও মক্ষিকার অনুগ্রহে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। আহারাদি শীঘ্র সমাপন করিয়া ৩।৪টি মশারী খাটাইয়া মাছির হস্ত হইতে উদ্ধার পাই।

বৈকালে অনেক চড়াই উঠিয়া উপরে এক জলসত্র দেখিলাম। তথায় সকলে সমবেত হইয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করিলাম ও আকণ্ঠ জলপান করিলাম। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে

দেখিলাম অদূরে বহু নিম্নে একটি সেতুর উপর দিয়া লোকজন যাতায়াত করিতেছে। মানুষগুলিকে পুত্তলিকাবৎ ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে। কিয়দ্দূর গিয়া, তিন দফায় এক ভীষণ উৎরাই পথ হইতে অবতরণ করিলাম এবং পরে সেই সেতুটির সমক্ষে আসিলাম। ইহা ব্যাস গঙ্গার উপরে অবস্থিত। এই সেতু পার হইয়া দক্ষিণ দিকের রাস্তা দিয়া নাজিবাবাদ ও বামদিকে কেদার-বদরীর পথে যাওয়া যায়। আমরা বামদিকে যাইয়া ব্যাস ঘাট চটিতে সন্ধ্যাকালে পৌঁছিলাম। এখানে গঙ্গানদী ঘুরিয়া যাওয়াতে, দৃশ্যটি মনোহর হইয়াছে। ব্যাসদেবের তপস্যাভূমি এই নদীতটে ছিল বলিয়া, স্থানটি ব্যাসঘাট নামে প্রসিদ্ধ। আমাদের চিঠি থাকাতে, কালীকম্বলীবাবার ধর্ম্মশালায়, দ্বিতলে স্থান পাইলাম। কিন্তু প্রতি পদবিক্ষেপে কাষ্ঠময় গৃহতল এত কম্পিত হইতে লাগিল, যে দ্বিতল অপেক্ষা একতলাই শ্রেয়স্কর মনে হইল।

২৯শে এপ্রিল ঃ—ব্যাস ঘাটে প্রত্যুষে স্নান করিয়া ও মন্দিরাদি দর্শন করিয়া বাহির হইতে কিছু বেলা হইল। আমরা ৮টার মধ্যে ডুলারী চটিতে পৌঁছিয়া চায়ের জল গরম করিতে আরম্ভ করিলাম। চটির চুল্লীতে প্রায়ই অগ্নি থাকে ; উহাতে কাষ্ঠ সংযোগ করিলেই, শুষ্ক কাষ্ঠ সহজেই জ্বলিয়া উঠে। কোন কোন চটিওয়ালা উনান ধরাইয়া দিয়া থাকে। অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে চা, দুগ্ধ ও হালুয়া সকলকে পরিবেশন করা হইল।

ইহার পর ৩ মাইল দূরে উমরাসু চটিতে আশ্রয় লইলাম। চটির সামান্য নিম্নে নদী পাওয়াতে, অবগাহন-স্নান উপভোগার্থ

তৈল মর্দ্দন করিয়া সকলেই স্রোতাভিমুখে চলিলাম। অপরিষ্কার বস্ত্রগুলিতে সাবান লাগাইবার ধূমধামও পড়িয়া গেল। কিন্তু নদীর বেলাভূমি উত্তপ্ত ও বেশ ঢালু এবং soap-stone (প্রস্তর বিশেষ) থাকায় পিচ্ছিল। আমরা একে একে অতি সন্তর্পণে নামিলাম। সর্ব্বশেষে নগেন বাবু তৈলাক্ত কলেবরে সমারোহ করিয়া আসিয়া নদীতটের উপরস্থ পথে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ভাবিলেন ও অন্যত্র স্নান করাই যুক্তি সিদ্ধ বোধ করিয়া, ধীরে ধীরে ফিরিলেন। স্থূলকায় হইলে, আমিও তাহাই করিতাম।

বৈকালে দেবপ্রয়াগ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। প্রায় দেড় মাইল দূর হইতে ঐ নগরের পর্ব্বতগাত্রস্থ গৃহগুলি চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইল। অল্প পথ অতিক্রম করিয়া একটি সেতু পার হইয়া টিহরিরাজার অধিকারস্থ এই মহাতীর্থ-ভূমিতে উপনীত হইলাম। সেতুর নিকট, উহার দক্ষিণপার্শ্বে ধর্ম্মশালা। মালপত্র দ্বিতল কামরায় রাখিয়া, সকলে এই ক্ষুদ্র নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। বারানসীতে যে প্রকার সংকীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে বিপণি-শ্রেণী, এখানেও তদ্রূপ। কিন্তু দুই তিনটি নাতিদীর্ঘ গলি দ্বারা নগরটি সীমাবদ্ধ। ইহার একদিকে অলকানন্দা প্রবাহিতা, আর একদিকে ভাগীরথী কুলু কুলু ধ্বনিতে মুখরিতা। অবশিষ্টভাগে গিরিরাজ বিরাট রথের ন্যায় দণ্ডায়মান। দুই স্রোতস্বিনী যেন রথের দুই বেগশালী অশ্ব। সঙ্গমস্থলে সুদীর্ঘ প্রস্তরময় সোপানাবলী রাজপথ হইতে অবতরণ করিয়া নদীগর্ভে প্রবেশ করিয়াছে। এই স্থানে দুই দিক হইতে নদী কি প্রকার ভীষণ বেগে ছুটিয়া

আসিতেছে এবং তাহাদের উদ্বেলিত অম্বুরাশি, গর্জ্জন করিতে করিতে পরস্পরকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করিয়া ভীষণ হইতে কি ভীষণতর আকার ধারণ করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। দৃশ্যপিপাসু অনেক বৈদেশিক, এই মহান জলপ্রবাহের মহিমা কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া এই সঙ্গম স্থানে সুদীর্ঘকাল যাপন করিয়াছেন। কুমারী নিবেদিতা (Miss Noble) সঙ্গম সমীপস্থ তরঙ্গভঙ্গ ও তাহার তাণ্ডব-নৃত্য দেখিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে বিখ্যাত জলপ্রপাত নায়েগ্রা না দেখিলেও আর তাঁহার ক্ষোভ নাই।

তিনি বলেন—"I have missed many chances of seeing the Niagra, but I can not imagine that it is any grander than the sight of the gorge as one stands on the bridge of Devaprayag. Nor can I conceive of anything more terrible than the swirl and roar of the rivers here, where the steps lead down over the living rock to the meeting of the Alakananda and the Bhagirathi. Wind and whirlpool & torrent overwhelmed us with their fierceness of voice and movement. The waters roar and a perpetual tempest whirls and rages. Infinite is the terror of the waters at Devaprayag."

নদীর উপরিস্থ রাস্তা হইতে আর এক স্তর সোপানশ্রেণী অধিরোহণ করিলে এক বহু পুরাতন শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির লক্ষিত হয়। ইহা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা প্রস্তুত; কোনরূপ গাঁথুনির

মশলা ইহাতে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। টিহরীর রাজারা এই মন্দিরের ব্যয়ভার বহন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের ব্যবহার্য্য দ্রব্যসম্ভার তাঁহাদের মৃত্যুর পর মন্দিরে প্রেরিত হয়। তজ্জন্য ক্রমশঃ ইহা সমৃদ্ধিশালী দেবালয় হইয়াছে। নিকটে আরও ছোট ছোট অনেক মন্দির আছে। সন্ধ্যা-আরতি দর্শনান্তর এক মেঠাইএর দোকানে লুচি ও তরকারী সদ্য প্রস্তুত করাইয়া আনা হইল। ঠোঙ্গাতে সমস্ত খাবার রাখিবার সুবিধা হইল না বলিয়া দোকানদার একখানি থালাতে তরকারী দিল। আমার ন্যায় অপরিচিত যাত্রীকে বিনা গচ্ছিতে, একখানি থালা ছাড়িয়া দিবার নিমিত্ত বিস্ময় প্রকাশ করাতে, সে আমাকে বলিল "এৎনা দূর সব্ কোই তীরথ্ করণে আতা হ্যায়্। চুরি কোন্ করেগা ?" মনুষ্যজাতির প্রতি ইহাদের অগাধ বিশ্বাস প্রশংসনীয় ও অনুকরণীয়।

৩০শে এপ্রিল ঃ—পরদিন প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের জন্য বিশেষ আগ্রহ কাহারও নাই। কিছু বেলা হইলে নদীসঙ্গমে বিধবারা মস্তক মুণ্ডন করিলেন এবং স্নান করিয়া তর্পণাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। ঘাটের সিঁড়ির একধারে একটি স্থূল লৌহশিকল পড়িয়া আছে। স্নান করিবার সময়ে, সকলকেই সেই লৌহশৃঙ্খল দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আজানুগভীর সলিলেই মস্তক নিমজ্জন করিতে হইয়াছিল।

শিমুল ইতোমধ্যে দড়ির ঝোলার উপর দিয়া ওপারে গিয়াছে। সে ফিরিয়া আসিলে, এই পারের একজন চৌকিদার দুই পয়সা মাশুল চাহিল। কেবল দেবপ্রয়াগ আসিবার সময় জন প্রতি ঐ

মাশুল আদায় হয়। সেতুর তৃণ-রজ্জু-সংস্কারের জন্য এই অর্থ-সংগ্রহ। ঝোলা কিরূপে নির্ম্মিত হয় তাহা সময়ান্তরে বলিব।

দেবপ্রয়াগে বদরিকার অনেক পাণ্ডার বাসস্থান। তাঁহারা প্রতিবৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে বদরিকাধাম যাইয়া ২।১ মাস থাকিয়া যাত্রীদের নিকট হইতে প্রাপ্য আদায় করেন। আহারান্তে আমাদের অন্ধ তীর্থগুরু কৃষ্ণ ভট্ট ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া এবং নানাবিধ উপদেশ দিয়া বিদায় লইলেন। আমরা বৈকালে তল্পী-তল্পা গুটাইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

(১) রাণীবাগ	(৩) বিল্বকেদার
(২) রামপুর	(৪) শ্রীনগর

সম্মুখে সুদীর্ঘ জঙ্গলময় পথ ;—৮ মাইল পরে রাণীবাগ চটিতে যাইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। কিন্তু তখনও কাণ্ডীর যাত্রীগুলি পথে। যাঁহারা হাঁটিয়া আসেন, তাঁহাদের অপেক্ষাও কাণ্ডীর যাত্রীদের আসিতে বিলম্ব হয়। পথে জঙ্গল এবং বাঘের ভয়ের নিমিত্ত আমরা উৎকণ্ঠিত হইলাম। "যেখানেতে বাঘের ভয়, সেইখানেতে সন্ধ্যা হয়" এই কথার অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি করিলাম। বিশেষতঃ অন্ধকার রাত্রির জন্য আরও ভয় হইল। দুইজন দাণ্ডি-ওয়ালাকে লণ্ঠন হাতে দিয়া অনুসন্ধানের নিমিত্ত পাঠাইলাম। আলোক সাহায্যে ১৫।২০ মিনিটের মধ্যে সকলেই চটিতে আসিলেন। অন্ধকারহেতু তাঁহাদের গতি পূর্ব্ব হইতেই মৃদুতর হইয়াছিল।

রাণীবাগে বিচ্ছুর ভয় আছে। আধঘণ্টার মধ্যে তিনটি বড় বড় বিচ্ছু মারিলাম। উহাদের বাসা খড়ো চালার উপর। সুতরাং রাত্রে কিপ্রকারে সকলের সুনিদ্রা হইবে, তাহার ভাবনা হইল। সৌভাগ্যক্রমে নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি যাপন হইয়াছিল।

১লা মে ঃ—বেলা ৭ টায় রামপুর চটিতে জলযোগ করিয়া ১০টার মধ্যে বিল্বকেদারে পৌছিলাম। এখানে কেবলমাত্র ১টী

দ্বিতল চটি আছে ; নীচে দোকানঘর। সিঁড়িতে উঠিয়াই একটি অন্ধকার ঘরে কাণ্ডীর মালপত্র রাখা হইল এবং ঘরের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় সকলে বিশ্রাম করিতে করিতে পার্ব্বত্যনদীর শোভা দর্শন করিতে লাগিলাম। ইহাকে খাণ্ডবগঙ্গা অথবা ঢুংঢম্ নদী বলে; অলকানন্দার সহিত এইস্থানে উহা মিলিত হওয়াতে, বিল্বকেদারের অপর নাম ঢুংঢম্ প্রয়াগ।

এরূপ প্রবাদ আছে যে এখানে অর্জ্জুন মহাদেবের তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন এবং পরে কিরাতবেশে তাঁহার দর্শন পান। এক বরাহ-বধ-উপলক্ষ্যে অর্জ্জুনের সহিত কিরাতের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অর্জ্জুন পশুপতির অর্চ্চনা করেন এবং সেই কিরাত-বেশী পশুপতি তখন সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে এই বিষয়ের সবিস্তার উল্লেখ আছে। এই তীর্থ-ভূমিতে কেদারনাথ ভিল্লবেশ ধারণ করাতে, ইহা ভিল্লকেদার (বিল্ব-কেদার ?) নামে প্রসিদ্ধ।

স্নানান্তে উত্তপ্ত শিলাখণ্ডের উপর লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া নিকটস্থ জীর্ণ মন্দিরগুলির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি, পুরাতন শিবলিঙ্গ এবং ভূতলে খোদিত পদ্ম ও চরণ-চিহ্ন মাত্র নয়নগোচর হইল। নদীর অপর পারে আর একটী জলস্রোত মিশিয়াছে ; তথায় মার্কণ্ডেয় মুনি তপস্যা করিতেন। অমাবস্যা সোমবার দিনে হইলে, চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামবাসীরা এখানে সমবেত হইয়া পূজাদি করিয়া থাকে।

আহারাদির পর দুই জোড়া তাস পড়িল। ইহাতে বিশেষ

নূতনত্ব নাই, কারণ প্রত্যহই মধ্যাহ্নে ঘণ্টাখানেক আমরা তাস খেলিতাম। আজ নদীতটস্থ গৃহে বসিয়া, সুশীতল মৃদু পবন হিল্লোলে প্রায় সকলেই স্ফূর্ত্তিতে খেলায় যোগদান করিলেন—তাই দুই জোড়া তাস লইয়া দুই দল বসিল।

বৈকালে কিছু পথ পদব্রজেই যাইলাম, দাণ্ডীওয়ালারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। স্থানটী উপত্যকা এবং নিকটেই ৺কমলেশ্বর শিবের মন্দির। স্ত্রীলোকেরা উহা দর্শন করিয়া ফিরিলেন এবং আমরা ইতোমধ্যে কতকগুলি সজিনা ডাঁটা সংগ্রহ করিলাম। প্রবাদ আছে যে বন্ধ্যা স্ত্রীলোকেরা কমলেশ্বর শিবের মন্দিরে, বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশীর সমস্ত রাত্রি, প্রজ্বলিত প্রদীপ হস্তে দণ্ডায়মান থাকিতে সমর্থা হইলে, তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

পথটি প্রায় সমতল-ভূমিতে; চড়াই কিংবা উৎরাই অতি সামান্য। পার্শ্বস্থা নদী সামান্য নিম্নে এবং ইহা এখানে একটু বিস্তীর্ণ। মধ্যে মধ্যে চড়া পড়িয়াছে ও বৃহৎ কাষ্ঠগুলি বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসিয়া নদীগর্ভস্থ বিপুলকায় শিলাখণ্ডে গতিরুদ্ধ হইয়া বন্দীভাবে বর্ত্তমান। প্রায় দেড় ঘণ্টার মধ্যেই শ্রীনগরের ধূসরবর্ণের হাঁসপাতাল দেখিতে পাইলাম।

শ্রীনগরে পূর্ব্বে গাড়োয়াল-রাজের রাজধানী ছিল। এক ভীষণ বন্যায় ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজভবনাদি ভূমিস্মাৎ হয়। পরে উচ্চস্থানে এই নূতন নগর নির্ম্মাণ করা হয়। আধুনিক রুচি অনুযায়ী রাস্তা অপেক্ষাকৃত বিস্তীর্ণ ও দুই পার্শ্বস্থ তরুরাজি কর্ত্তৃক শোভিত। দুইধারেই দ্বিতল অট্টালিকা এবং নিম্নতলে আহার্য্য ও

ব্যবহার্য্য নানাবিধ পণ্যদ্রব্য পরিপূর্ণ বিপণিশ্রেণী। একটি দাণ্ডীওয়ালা তাহার পায়ের ক্ষতের জন্য একজোড়া জুতা প্রার্থনা করিতেছিল। এখানে ২।৪টি জুতার দোকান আছে এবং দামও প্রতি জোড়া দুই টাকার মধ্যে; সুতরাং ৪ জনকেই জুতা কিনিবার টাকা দিলাম। তাহারা এই সামান্য অনুগ্রহে কৃতার্থ বোধ করিল ও সহাস্যবদনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

শিমুলের জন্য একখানি বড় দাণ্ডি ক্রয় করা হইল এবং ৪ জন কুলী নিযুক্ত করিয়া চৌধুরীর নিকট হইতে রসিদপত্র লওয়া হইল। এখানকার ন্যায় বড় বড় চটিতে, যাহারা কুলীর জামিন স্বরূপ হইয়া ছাপান ফর্ম্মে কণ্ট্রাক্ট লিখিয়া ও কুলীর টিপ্ সহি লইয়া রসিদ দেয়, তাহাদের "চৌধুরী" বলে। ইহার জন্য মজুরি যাত্রীর নিকট হইতে সামান্য আট আনা কিংবা বার আনা লইয়া থাকে। কুলীকে আন্দাজ এক টাকা দিতে হয়। যাঁহারা হরিদ্বারে ঝাঁপান বা কাণ্ডী ঠিক করেন নাই, তাঁহারা দেবপ্রয়াগ, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, উখীমঠ বা লাল সাঙ্গাতে (চামৌলি) চেষ্টা করিতে পারেন।

কালীকম্বলীবাবার প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালায়, দ্বিতলের ১টি বড় ঘরে আমরা আশ্রয় লইলাম। ঘরের মেঝেটি ১খানি প্রমাণ সতরঞ্চ দ্বারা আচ্ছাদিত। ঘরের সম্মুখস্থ চওড়া বারাণ্ডা হইতে নগরের স্কুল ও অন্যান্য স্থান বেশ দেখা যায়। বৈকালে নগর ভ্রমণে বাহির হইলাম। এখানে থানা, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস, কাছারি ইত্যাদি সবই নমুনা স্বরূপ আছে। হিমালয় পর্ব্বতের উপর, দুই একটি ব্যতীত সব সহরগুলিই ক্ষুদ্র। শ্রীনগর একটি

অপেক্ষাকৃত বড় সহর ; কিন্তু পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে নগর ভ্রমণ শেষ করা যায়।

ফিরিবার সময় এক কুড়ি বড় বড় বেগুন, পাহাড়ী কড়াইশুঁটি ও দেড় টাকায় একশ' পান কিনিলাম। রাত্রে সম্মুখস্থ দোকান হইতে দুগ্ধ, পুরী ও মিষ্টান্ন ক্রয় করিলাম। ধর্ম্মশালার প্রাঙ্গণে একটি কলে দিবারাত্র জল পাওয়া যায় ; তথা হইতে জল লইলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

(১)	সুকরতা	(৪)	নারকোটি
(২)	ভট্টিসেরা	(৫)	গুলাবরায়
(৩)	খাঁকরা	(৬)	রুদ্রপ্রয়াগ

২রা মেঃ—প্রাতঃকালে সরিষার তেল, সুজি, পাঁপড় ও চুরান নামক হজ্‌মি গুঁড়া ক্রয় করিয়া কিছু বেলায় জলযোগান্তে যাত্রা করিলাম। সকলেই চলিয়া গেলেন ; কিন্তু আমার প্রবীণ দাণ্ডী-ওয়ালা মানসিংহের জন্য আমাকে বৃক্ষচ্ছায়ায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। গত কল্য তাহার পরিবারবর্গের সহিত একবার দেখাশুনা করিতে নিকটস্থ নিজ গ্রামে সে গিয়াছিল। প্রায় ৯॥০ টার সময় দেখিলাম নদী পার হইয়া নৌকা হইতে সে তাড়াতাড়ি নামিতেছে। সত্বর সুকরতা চটিতে যাইবার জন্য সে আসিয়াই দাণ্ডি তুলিল। নদীর ধারে ধারে বৃক্ষচ্ছায়ায় পথ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতেছে এবং অধোভাগের কৃষি ক্ষেত্রগুলি সতরঞ্চবৎ মনে হইতেছে। ৪ মাইল পরেই সুকরতা চটি পাইলাম। এখান হইতে জনরব শুনিলাম যে অগ্রবর্ত্তী ৪।৫টি চটির নিকট সম্প্রতি বড়ই বাঘের উপদ্রব চলিতেছে। গরু, বাছুর এবং মানুষও মারা পড়িয়াছে। মনে সকলেরই আতঙ্ক হইল ; সন্ধ্যার পূর্ব্বে চটিতে পৌছিব ও সকাল হইলে চটির বাহির হইব এইরূপ স্থির করিলাম। এই চটিওয়ালার পুত্রের জ্বর হইয়াছিল ; যখন আমরা তাহার দোকানে সামগ্রী কিনিতে গিয়াছি সে

কাতরভাবে ঐ সংবাদ জানাইল। আমি ঔষধপত্র দিয়া যথাসম্ভব রোগের ব্যবস্থা করিলাম। তাহার একটি ক্ষুদ্র বাগানে অনেক কলাগাছ ও ২।১টি মোচা দেখিলাম। এই দূর দেশে তরি-তরকারী দুষ্প্রাপ্য জানিয়া, উহা সংগ্রহের জন্য আমাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকায়, মোচাগুলি ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সে ঈষৎ বিরক্ত হইয়া বলিল, "উহা আমি দিতে পারিব না; আপনারা কাটিয়া লইতে পারেন।" পরে অবগত হইলাম যে গাড়োয়াল জেলায় কলার ফুল ছিন্ন করা অমঙ্গলজনক। সেইজন্য উহারা স্বহস্তে মোচা কাটিতে চায় না। মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ সংলগ্ন মোচা দেখিতে পাইতাম এবং গাছ হইতে আমরা নিজেরাই উহা কাটিয়া লইতাম। বৃক্ষ-স্বামীর ইহাতে কোন আপত্তি হইত না।

বৈকালে ৬টার মধ্যে ভট্টিসেরা চটিতে স্থান পাইলাম। ইহার অনুচ্চ ছাদ প্রায় সকলেই স্ব স্ব শিরোদেশের দ্বারা অতর্কিতে বিলক্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। খাদ্যান্বেষী শিমুল আসিয়া সংবাদ দিল যে টাট্‌কা পেঁড়া নিকটে তৈয়ারী হইতেছে। পেঁড়াওয়ালার কটাহ আমরাই নিঃশেষ করিয়া ক্রয় করিলাম। ক্ষীরের দ্রব্য আমার একে সহ্য হয় না, তাহার উপর সেই "কালকাকী" পীড়াপীড়ি করিয়া আমাকে খাওয়াইলেন। ফলে, গভীর রাত্রে ৩ বার জলের ন্যায় দাস্ত হইল। চুরাণ, আগ্নেয়ভস্ম, এসেন্স ক্যাম্ফর ইত্যাদি সেবন করিবার পর ভগবৎ কৃপায় নিদ্রা হইল। প্রাতে সুস্থ বোধ করিলাম ও সেদিন সাবধানে রহিলাম।

৩রা মে ঃ—মানসিং বলিল, "আজ খাঁকৃড়াসে পর্ব্বত্‌কা

উপর বরফ্ মালুম হোগা।” আমরা চড়াই ভাঙ্গিয়া সেই খাঁক্ড়ার দিকে চলিলাম। প্রায় ১ ঘণ্টা পরে পাহাড়ের উচ্চ সীমায় উঠিয়া, বহুদূরে এক অভিনব দৃশ্য দেখিলাম। দূরস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর উপরিভাগ এত শুভ্র ও উজ্জ্বল যে তাহা পালিশ করা রৌপ্য মণ্ডিত বলিয়া ভ্রম হয়। কিয়ৎক্ষণ উহা দূরবীণ দিয়া সকলে দেখিলাম ও পরে অগ্রসর হইলাম। দাণ্ডিওয়ালারাও দূরবীণ যন্ত্রটি কিয়ৎক্ষণ পরীক্ষা করিল। পূর্ব্বেই শুনিয়াছি এই পথে বাঘের ভয় আছে। “যাহা রটে তাহা কতক বটে।” পথিপার্শ্বে পর্ব্বতগাত্রে একটি ক্ষুদ্র গহ্বরে দেখিলাম একটি ছাগল বাঁধা আছে ও তাহা সামান্য কাঠের বেড়ার দ্বারা বন্ধ। শীকারীরা ব্যাঘ্র শীকারের জন্য এই কল পাতিয়াছেন। আরও ২।১টি এইরূপ কল মধ্যে মধ্যে ছিল, কিন্তু অন্যগুলিতে ছাগল ছিল না। খাঁক্ড়ার চটিও বেশ মজবুত বেড়া দিয়া সুরক্ষিত। পূর্ব্বে কোন চটিতেই এইরূপ আয়োজন দেখি নাই; সুতরাং সত্য সত্যই সকলের মনে ভয়ের উদ্রেক হইল। সকলে একদল হইয়া যাইতে লাগিলাম।

খাঁকড়া হইতে কিছু দূরে যাইতে যাইতে সংবাদ পাইলাম যে এক সাহেব বাঘটাকে গতরাত্রে গুলি করিয়া মারিয়া সাধারণের ধন্যবাদ অর্জ্জন করিয়াছেন। ক্রমশঃ দেখিলাম সারি সারি ঘোড়া ও দলে ২ কুলি, সাহেবের তাঁবু, আসবাব্ পত্র, বাক্স, টেবিল ইত্যাদি বহন করিয়া লইয়া আসিতেছে। সর্ব্বশেষে একটি দীর্ঘ কাষ্ঠ-শয্যায় বিলম্বিত, একটি বিশাল রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মৃতদেহ। পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে বীর ইংরাজ

নন্দনকে দেখিয়া কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনার্থ "গুড্-মর্ণিং" উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম। তিনিও সৌজন্যতা সহকারে আমাদের গন্তব্যস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বদরিকার কথা শুনিয়া, তিনি আনন্দে চীৎকার করিলেন, "জায়্ বাড্রি বিশাল কি জায়!" এখন উদ্বেগবিহীন হৃদয়ে নারকোটিতে উপস্থিত হইলাম।

নারকোটি হইতে ৪ মাইল দূরে গুলাবরায় চটির নিকটবর্ত্তী স্থানে ব্যাঘ্রটিকে বধ করা হইয়াছে। তদভিমুখে এখন আমরা নিশ্চিন্ত মনে যাইতেছি। স্থানীয় লোকমুখে জ্ঞাত হইলাম যে প্রতি বৎসরই গ্রীষ্মকালে ভট্টিসেরা হইতে রুদ্রপ্রয়াগ পর্য্যন্ত ব্যাঘ্রের উৎপাত হয়। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় রুদ্রপ্রয়াগ চটি ধরিলাম। মনে হইতেছিল আর স্থান পাইব না। কিন্তু একটি ভাঙ্গা সিঁড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া ঘর পাইলাম। একটু সামান্য পদসঞ্চালনেই ঘরের মেজে দোদুল্যমান; এ রাত্রে কি করি! অগত্যা অতি সন্তর্পণে রাত্রি কাটাইলাম। রন্ধনের অসুবিধার জন্য নীচের দোকান হইতে পুরী, তরকারী আনা হইল।

৪ঠা মে :—উত্তরাখণ্ড যাত্রা করিয়া দ্বিতীয় প্রয়াগ রুদ্রপ্রয়াগ দর্শন করিলাম। বেগবতী মলিনা অলকানন্দা, এইখানে নির্ম্মল-সলিলা মন্দাকিনীর সহিত সংযুক্তা হইয়াছে। সঙ্গমস্থলে উভয় নদীর ভীষণ তরঙ্গের সংঘর্ষে কি বিরাট গর্জ্জন! কি বিরাট তরঙ্গ-লীলা! দেবপ্রয়াগ অপেক্ষা রুদ্রপ্রয়াগের দৃশ্য আরও লোমহর্ষণ-কারী কিন্তু সন্তাপহারী। এতাদৃশ ভীষণ স্থানে "কালকাকী" আবশ্যকবোধে এক টব জল নদী হইতে তুলিতে গিয়াছিলেন।

উহা নিমেষে ভরিয়া এত প্রচণ্ডবেগে হস্তস্খলিত হইবার উপক্রম হইল যে তিনি সাহায্যার্থ চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই নিকটে ছিল না। অগত্যা উহা ছাড়িয়া দিয়া আত্মরক্ষা করিতে তিনি বাধ্য হইলেন। পলকের মধ্যে উহা লাফাইতে লাফাইতে দূরে চলিয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এতাদৃশী বেগবতী নদীতেও ধীবরেরা জাল নিক্ষেপ করিয়া মৎস্য ধরিবার প্রয়াস পাইতেছে।

রুদ্রনাথ মহাদেবের মন্দির হইতে পর্ব্বত কাটিয়া সঙ্গমস্থল অবধি একটি সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণী আছে। এখান হইতে অলকানন্দার তীর দিয়া বদরিকা এবং মন্দাকিনীর পার্শ্ব দিয়া কেদারনাথ দর্শন করিতে যাওয়া যায়। সকলেই ৺কেদারনাথ দর্শন করিয়া বদরী যায়; আমরাও তাহাই করিলাম।

সকালে আমরা পথ চলি নাই, এবেলা অন্ততঃ একটা চটি যাইতে হইবে; কেননা যদি কোন দিন আমরা এক জায়গাতেই থাকি, কাণ্ডীওয়ালা ও ঝাঁপানওয়ালা দিগের প্রত্যেককে একসের হিসাবে চাল খোরাকী-স্বরূপ দিতে হইবে। বৈকালে পরবর্ত্তী চটি ছাতৌলীর দিকে অগ্রসর হইলাম।

নবম পরিচ্ছেদ

(১)	ছাতৌলী	(৫)	চন্দ্রাপুরী
(২)	রামপুর	(৬)	ভিরি
(৩)	অগস্ত্য মুনি	(৭)	কুণ্ডা
(৪)	সাউরী	(৮)	গুপ্তকাশী ।

আমার পূর্ব্বে কাণ্ডীওয়ালারা ও অন্যান্য যাত্রীরা কিয়দ্দূর গমন করিয়াছেন; পথিমধ্যে আমার দাণ্ডীর শব্দ শুনিয়া অগ্রবর্ত্তী এক কাণ্ডীওয়ালা হাঁকিল "বাহার দাণ্ডী ভিতর্ কাণ্ডী" অর্থাৎ পর্ব্বতগাত্রে কাণ্ডীওয়ালা অপেক্ষা করিবে এবং দাণ্ডীওয়ালা পথের অপর প্রান্ত দিয়া চলিয়া যাইবে। কাণ্ডী একজন বহন করে, সুতরাং সে আঘাত পাইলে বেগ রোধ করিতে না পারিয়া গভীর খাদে নীচে পড়িয়া যাইতে পারে। কিন্তু চারিজন বাহক একত্রে পথিপার্শ্ব দিয়া যাইলে তত বিপজ্জনক নহে। সন্ধ্যা-কালে ছাতৌলী পৌঁছিলাম।

প্রত্যহ সকালে উঠিয়া চা, চিনি, সুজি ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আমার দাণ্ডীতে লই। তাহাতে কিছু বিলম্ব ও অসুবিধা হয়। তজ্জন্য ছাতৌলীতে একজনের উপর ভার দেওয়া গেল যে তিনি প্রত্যহ রাত্রিকালেই শয়নের পূর্ব্বে উক্ত সামগ্রীগুলি আমার শিয়রে রাখিবেন। সেই জিনিষগুলি আমার দাণ্ডিতে লইয়া আমি প্রাতঃ-কালে যাত্রা করিলে প্রাতরাশ কার্য্যের অনেক সুবিধা হইবে।

৫ই মে ঃ—আড়াই মাইল দূরে রামপুরে বিশ্রাম করিয়া, প্রায় সমতল ভূমির উপর দিয়া যাইয়া বেলা ৯৷৷৹টায় অগস্ত্যমুনি চটিতে উঠিলাম। পুরাকালে অগস্ত্যমুনি এইস্থানে তপস্যায় মগ্ন ছিলেন, সেইজন্য তাঁহার নামানুসারে গ্রামটীর নাম। নিকটেই বহু পুরাতন মন্দির ও প্রস্তরশিল্প দেখিয়া পুলকিত হইলাম; প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির নিদর্শন এতদূরেও বিদ্যমান আছে, এই কথা ভাবিলে মন বিস্ময়াভিভূত হয়। গণেশ, নারদ ঋষ্যশৃঙ্গ ইত্যাদির অনেক প্রস্তরমূর্ত্তি এই মন্দিরে আছে।

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই আমার দাণ্ডীর একটি স্ক্রু অত্যন্ত ঢিলা হইয়া গিয়াছে। উহা হারাইয়া গেলে লোহার শিকৃটি স্বতন্ত্র হইয়া যাইবে এবং ঐরূপ স্ক্রুও তথায় পাওয়া যাইবে না। তজ্জন্য বিজয় বাবুর সাহায্যে স্ক্রু ড্রাইভার দিয়া স্ক্রু আঁটা হইল এবং দাণ্ডী মেরামত হইল। সঙ্গে আমরা সামান্য যন্ত্রপাতি রাখিয়াছিলাম যথা ঃ—হাতুড়ি, রেঞ্চ্, স্ক্রুড্রাইভার, কর্কস্ক্রু ইত্যাদি।

নিকটেই মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছে। কিয়দ্দূর সমতল অতিক্রম করিয়া নদীতটে আসিলাম। মন্দাকিনীর তলদেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে এবং বোধ হইতেছে যেন মঞ্চের (গ্যালারীর) ন্যায় ঢালু পর্ব্বতপৃষ্ঠ বহিয়া স্বচ্ছ জলরাশি নিস্তরঙ্গ বেগে ধাবিত হইতেছে। স্পর্শে বুঝিলাম ইহা দ্রবীভূত তুষার। এক ঘটি জল মস্তকে ঢালিতেই মাথা ঠাণ্ডা হইয়া গেল; দ্বিতীয় ঘটির জলে মস্তিষ্ক যেন জমাট বাঁধিয়া গেল; তৃতীয় ঘটি আর তুলিতে সাহস হইল না। আরও ২।১ স্থানে মন্দাকিনীর তিন ঘটি জল উপর্য্যুপরি

শিরোদেশে ঢালিবার বিফল-চেষ্টা করিয়াছিলাম। যাহা হউক স্নানান্তে শরীরে যেন শক্তি সঞ্চয় হইল; শীতল বারির সহিত পেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর কি নিকট সম্বন্ধ আছে, শরীর-তত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিকেরা বলিতে পারেন।

চটিতে ফিরিয়া দেখি ৩।৪টি গ্রাম্য বালক-বালিকা তাহাদের এক মামুলী গান গাহিতেছে। সঙ্গীতের ভাব সরল ও সুর মিষ্ট। এই গান প্রতি বৎসরেই এবং হিমালয়ের প্রায় অনেক স্থানেই যাত্রীরা শুনিয়া থাকেন, তজ্জন্য ইহাকে "মামুলী" সঙ্গীত বলিলাম। সাধারণের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

সোনামণি যোগী করে রামজীকো সেবা,
পাথরমে পাণি পড়ে রোজে না ভিজে,
খাওয়েত যব্ খিচুড়ি বাতাওয়ে মেওয়া॥

আর একটি গানের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

গাম্‌মে গাম্‌মে (গ্রামে২) গান বাজে বাশরীসে,
জী গান বাজে বাশরীসে,
তাল্ বাজে মর্‌দাঙ্গে (মৃদঙ্গে) নৃত্য বাজে খঞ্জনে
জয় প্রভু কেদারনাথ, পাউ (পাবি ?) তু দরশন্ তেরা
রঞ্জিলু তু না রঞ্জিলু, প্রভুজী রঞ্জিল যুগ চারা (চারি)
(তুমি আনন্দে থাক আর নাই থাক, প্রভুজী ৪ যুগ আনন্দে আছেন)
শেঠ কো ধনি বিজন-রাই, আপ্ বাই নিরহঙ্কারা।

কাঁকি কমণ্ডলু বিরাজু প্রভুজী, বিভূতি কাণাকা,
নাহি দুই পেয়ারা, পরাগ গোপী চন্দন টীকা।

এই গীতের দুই একটি কথা বুঝিতে পারা যায় নাই; সেইজন্য গানটীর অর্থ অসংলগ্ন আছে।

বিশ্রামান্তে বৈকালে ভ্রমণে বাহির হইলাম। পথিমধ্যে দেখিলাম একটি ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে একজন বসিয়া আছেন এবং সেই ঘরের তলদেশ দিয়া এক পার্ব্বত্য নদী বেগে বহিয়া যাইতেছে। ভাবিলাম সন্ন্যাসী ঠাকুরের এ আবার কি অপরূপ আবাস! অনুসন্ধানে পরে জানিলাম যে এই ঘরে "চাক্কী" আছে অর্থাৎ এখানে স্রোতের শক্তির দ্বারা এক কাষ্ঠময় চক্র ঘুরিতে থাকে এবং তদ্দ্বারা যাঁতায় গম চূর্ণ করা হয়। কিছু দূরে অগ্রসর হইলেও, মধ্যে মধ্যে এইরূপ অনেক "চাক্কী" দেখিয়াছি। চন্দ্রাপুরী চটি পৌঁছিয়া নদীতটে অনেকগুলি চাকীর কার্য্য লক্ষ্য করিলাম। একজন চাকীওয়ালা সমস্ত বুঝাইয়া দিল এবং বলিল ইহার কার্য্য বন্ধ করিতে হইলে, স্রোতের মুখে প্রস্তর খণ্ড ফেলিয়া ইহার গতি অন্যমুখে করিয়া দিতে হয়। বৈজ্ঞানিক জগৎ বিশ্বশক্তির অপচয় রহিত করিতে আজ সচেষ্ট; আর সুদূর হিমালয়ের অশিক্ষিত আর্য্যেরা তাঁহাদের আবশ্যকীয় কার্য্য উদ্ধারের জন্য প্রকৃতির শক্তির সহায়তা পুরাকাল হইতে লইয়া আসিতেছেন।

চন্দ্রাপুরী আসিবার পূর্ব্বে একটি সেতু আছে। উহা অতিক্রম-কালে কয়েকজন লোক পুল মেরামতের মাশুল চাহিল। আমরা



এই ঘরে "চাক্কী" (৬০ পৃষ্ঠা)।



স্রোতের শক্তির দ্বারা এক কাষ্ঠময় চক্র ঘুরিতে থাকে (৬০ পৃষ্ঠা)।

উহা দিতে অস্বীকার করিলাম, কারণ তাহারা মিউনিসিপ্যালিটি বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড বা কোন কোম্পানীর দ্বারা নিযুক্ত নহে। অজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট হইতে মাশুলের নাম করিয়া অন্যায়ভাবে আদায় করাই ইহাদের উপজীবিকা। তাহারা কোন ছাপা রসিদ দেখাইতে পারে নাই; সুতরাং তাহাদের শঠতা প্রকাশ পাইল। অপর গ্রন্থকারেরাও এই চন্দ্রাপুরীর পুলের মাশুল সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন; আমার তাহা পড়া ছিল।

এই চটির রাস্তার দুই ধারেই যাত্রি নিবাস আছে। আমরা দ্বিতলের ঘর এবং অপর দিকের একতলা ঘরও লইলাম। চন্দ্রানদী-তটে এই গ্রাম অবস্থিত এবং চন্দ্রশেখর মহাদেবের মন্দিরও এখানে বর্ত্তমান। এই উভয় কারণে গ্রামের নাম চন্দ্রাপুরী হইয়াছে।

৬ই মে—৬ টা ১৫ মিনিটে চন্দ্রাপুরী ত্যাগ করিয়া ৮ টা ১০ মিনিটে সকলে ভিরি চটিতে একত্র হইলাম। গৌরীফল নামে এক অভিনব ফল, অদ্য খাদ্য-তালিকায় স্থান পাইল। টেপারির মত ইহার বর্ণ ও স্বাদ এবং লিচুর মত আকৃতি, কিন্তু ক্ষুদ্র। কতকগুলি গৌরীফল কাণ্ডীওয়ালারা পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষ হইতে তুলিয়া আনিয়া আমাদিগকে উপহার দেয়। তথায় জলযোগ সম্পন্ন করিয়া ১০টা ৪৫ নিনিটে কুণ্ডা চটিতে আশ্রয় লইলাম। থার্ম্মোমিটার বাহির করিয়া দেখিলাম বায়ুর উত্তাপ ২৫°c। সম্মুখস্থ নদী কিঞ্চিৎ নিম্নে থাকাতে অবগাহন-স্নান সুখভোগ করিলাম। তটে একটী গাছ আছে ও উহার তলদেশে

চাতাল। সেই গাছেই কাপড় শুকান হইল এবং চাতালে বিশ্রাম করিলাম। চটির দ্বিতল গৃহে রন্ধনাদি হইতেছে ও অপর সকলে গল্প গুজব করিতেছে, এমন সময় একটি মেথর-রমণী গৃহস্থিত কপাট বিহীন গবাক্ষ হইতে ঘরের ভিতর মুখ বাহির করিল। তাহাকে দ্বিতলে এমন স্থানে হঠাৎ দেখিয়া সকলে চমকাইয়া গেল। সকলে দ্রুত উঠিয়া গিয়া দেখে পর্ব্বতের পাদদেশে গবাক্ষটি এবং চটি-সংলগ্ন পর্ব্বত গাত্রে সে দণ্ডায়মানা।

কুণ্ডা চটি হইতে গুপ্ত কাশীর পথে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল। মধ্যে কোন আশ্রয় অবিদ্যমানে, আমরা অগ্রসর হইতে বাধ্য হইলাম। দাণ্ডীর মধ্যে থাকিয়াও রীতিমত স্নান করিয়া ফেলিলাম। সৌভাগ্য ক্রমে একটি ছোট খোলার ঘর অনতিদূরে মিলিল। পূর্ব্ব হইতেই অনেকে তথায় সমবেত হইয়াছেন; কোন-ক্রমে মাথা গুঁজিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল কাটাইলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে গুপ্তকাশীতে ৺কেদার নাথের পাণ্ডার লোক আমাদিগকে সযত্নে একটি বৃহৎ বাটীতে লইয়া গেলেন। যেমন দেবপ্রয়াগে বদরিকার পাণ্ডারা থাকেন, সেইরূপ গুপ্তকাশীতে ৺কেদারের পাণ্ডাদের বাসস্থান। ধর্ম্মশালায় দুই খানি প্রকাণ্ড ঘর প্রাপ্ত হইয়া, আমাদের সিক্ত বসনগুলি বৃহৎ অট্টালিকার সর্ব্বত্র শুকাইতে দেওয়া হইল। কালীকম্বলীবাবার বন্দোবস্তে ঘরগুলির মেজে সতরঞ্চ আবৃত এবং ঘরগুলিও কিছু কিছু আসবাবে সজ্জিত। সন্ধ্যার পরে নিকটস্থ মন্দিরে আরতি দর্শন করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া ঘরের মধ্যেই ষ্টোভ জ্বালিয়া চা, লুচি, তরকারী প্রস্তুত হইল। ভিজিবার পরে গরম চা পান করিয়া

সকলেই আরাম পাইলেন। অতএব সে রাত্র যে সুখে নিদ্রা গিয়াছি, ইহা বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষে অনেকগুলি কাশীধাম ভক্তদের সুবিধার জন্য বিরাজ করিতেছে। বারাণসী-কাশী, ব্যাসকাশী এবং হিমালয়স্থ উত্তর কাশী ও গুপ্ত-কাশী। গঙ্গোত্তরীর পথে উত্তর কাশী এবং ৺কেদার-নাথের পথে গুপ্তকাশী। যেমন দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চী এবং আর্য্যাবর্ত্তে কাশী হিন্দুগণের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান, সেইরূপ হিমালয় রাজ্যে গুপ্তকাশী। পুরাণে কথিত আছে যে দেবতারা গুপ্তভাবে এইস্থানে কেদারনাথের তপস্যা করিয়াছিলেন, তজ্জন্য ইহার নাম গুপ্তকাশী হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন এই তীর্থে গুপ্তদানের প্রথা আছে, সেই কারণে উক্ত নামকরণ হইয়াছে। একটি নারিকেলের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য বা অন্য কোন দানের সামগ্রী রাখিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়। আমার মনে হয়, যেহেতু হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে এরূপ মন্দির ও প্রস্তর মূর্ত্তি নিহিত আছে, তজ্জন্য ইহার নাম গুপ্তকাশী হওয়াই উচিত।

৭ই মে—গুপ্তকাশীর মন্দিরে পুনরায় পরদিন প্রাতে সকলে যাইলাম। মন্দির প্রাঙ্গণে একটি কুণ্ডতে দুইটি জলধারা পড়িতেছে। যেটী পিতলের হস্তী মুখ দিয়া নির্গত হইতেছে তাহার নাম যমুনা। আর একটি পিতলের গোমুখ হইতে পতিত হইতেছে, তাহার নাম গঙ্গা। কুণ্ডটির নাম মণিকর্ণিকা কুণ্ড। এখানে স্নান তর্পণাদি বিধেয়। প্রাঙ্গণ প্রান্তে দুইটি প্রধান মন্দির; একটিতে বিশ্বনাথজীর লিঙ্গ মূর্ত্তি ও পার্ব্বতী এবং অপর মন্দিরে শ্বেত প্রস্তরের অর্দ্ধনারীশ্বর

ও বদরীনাথ। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য স্থানে অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, নারায়ণ ও পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে।

সকালে চা পান করিবার পর আমরা বাহির হইলাম। প্রায় ৫০০ হস্ত নিম্নে মন্দাকিনীকে একবার সাবধানে উঁকি মারিয়া দেখিলাম ও নদীর অপর তীরস্থ প্রসিদ্ধ উখীমঠও দৃষ্টিপথে পড়িল। এই ক্ষুদ্র সহরে ১৫।১৬ খানি দোকান, ফাঁড়ি, ডাকঘর ইত্যাদি আছে; এখানে জুতা, কম্বল, কাপড়, ছাতা, খাদ্য-দ্রব্যাদিও পাওয়া যায়। আমাদের পানের সম্বল কমিয়া আসিতেছে; সেইজন্য ৫০০ পান এখানে কিনিলাম এবং আরও পান আনাইয়া রাখিতে বলিলাম।



প্রায় ৫০০ হস্ত নিম্নে মন্দাকিনী (৬৪ পৃষ্ঠা)।

দশম পরিচ্ছেদ।

(১) নালা	(৭) রামপুর
(২) ভেতা	(৮) ত্রিযুগীনারায়ণ
(৩) ঝিঁউ	(৯) গৌরীকুণ্ড
(৪) মৈখণ্ডা	(১০) আরাম
(৫) ফাটা	(১১) রামবাড়া
(৬) বাদলপুর	(১২) কেদারনাথ।

দেড় মাইল দূরে নালা চটিতে পথ দুই মুখে গিয়াছে। দক্ষিণ দিকে বদরিকার পথ ছাড়িয়া, বাম দিকে কেদারনাথের গিরিবর্ত্ম ধরিলাম। পথে যাইতে যাইতে গ্রামের সন্নিকট হইতেই, গ্রাম্য বালক বালিকারা, এমন কি বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকেরাও "সুই, তাগা, বিন্দি" "সুই, তাগা, বিন্দি" বলিয়া আমাদের ঘেরিয়া ফেলিল। সুই অর্থে ছুঁচ (সূচী), তাগা অর্থে গুলি সূতা এবং বিন্দি অর্থে বিন্দু বা টিপ্ বুঝায়। সেই সুদূর পর্ব্বতসঙ্কুল দরিদ্র দেশে বস্ত্র অতি দুর্ল্লভ বস্তু; ইহার অভাব মোচনার্থ, ছিন্ন বসনাদি এবং বিশেষতঃ কাঁথা সেলাই করিবার জন্য তাহাদের সুই ও সূতার সমধিক প্রয়োজন। আমাদের সহযাত্রীদের পক্ষ হইতে আমি উক্ত দ্রব্যগুলি মুক্তহস্তে সকলকে বিতরণ করিয়াছি। কলিকাতা হইতে বিস্তর ছুঁচ ও গুলি সূতা লইয়া গিয়াছিলাম এবং চটি হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে দুই পকেট ভরিয়া ঐগুলি লইতাম। সুই, তাগা পাইয়া

তাহারা কত আনন্দ প্রকাশ করিত! কিন্তু বঙ্গদেশীয় কাঁচ্-পোকার উজ্জ্বল ছোট ছোট টিপ্ তাহারা আদৌ পছন্দ করিত না। পশ্চিমদেশীয় ললনা কর্ত্তৃক ব্যবহৃত কাগজে ছাপা বড় বড় টিপ্ গাড়োয়াল-রমণীরা বিলাসের সামগ্রী জ্ঞান করে। গাড়োয়াল জেলার অধিবাসীরা দরিদ্র হইলেও ভিক্ষুক নহে; কারণ তাহারা পয়সার জন্য আমাদিগকে বিব্রত করে নাই। তাহাদের প্রকৃত অথচ সামান্য অভাব সরল চিত্তে উপযুক্ত পাত্রের নিকটই জ্ঞাপন করিত। নগরাগত তীর্থযাত্রীদের নিকট হইতে এইরূপ অকিঞ্চিৎকর সামগ্রীকে, তাহারা মূল্যবান বার্ষিক স্বরূপ, তাহাদের প্রাপ্য মনে করিত। যাহারা বাস্তবিক ভিক্ষুক কিংবা যে সকল বালক বালিকার বয়স অতি অল্প, তাহারাই পয়সা চাহিত। পুণ্য সঞ্চয়ার্থ সকলেই ন্যূনাধিক নূতন চক্‌চকে আধ্‌লা সঙ্গে আনিয়াছিলেন এবং বিতরণের ভার আমার উপর দিয়া ভিখারীদের সহিত গোলমাল ও বিরক্তির হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতেন।

ক্রমশঃ ভেতা চটি পার হইয়া বিঁউ চটিতে উপনীত হইলাম। ভেতা চটিতে কতকগুলি ফুলকপি পাইয়াছিলাম। এতাদৃশ সামান্য বিষয়ের প্রসঙ্গ নগরের পাঠক-পাঠিকাদের মনে বিস্ময় ও বিরক্তির উদ্রেক করিতে পারে। কিন্তু হিমালয়ের সুদূর অভ্যন্তরে, আরণ্য গণ্ডগ্রামে, নগর-সুলভ কোন খাদ্যদ্রব্য পাইলে যে বিপুল আনন্দ হয়, তাহা ব্যক্ত না করিয়া থাকা যায় না। অধিকন্তু গ্রীষ্মকালে কেদার-বদরীর পথে, কোন্ কোন্ স্থানে কি কি তরি-তরকারীর চাষ হয়, সে সংবাদ ভাবী-তীর্থপর্য্যটকদিগের কার্য্যে আসিতে

পারে। এতদুভয় কারণে, স্থানে ২ উক্ত প্রকার তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখ মার্জ্জনীয় হইবে, আশা করি।

দশটার সময় বিঁউ চটিতে উপস্থিত হইলাম। বিঁউ চটির দুইটি ভাগ আছে, যথা ঃ—তলা ও মলা। 'মলা' কোন্ শব্দের অপভ্রংশ জানি না; তবে উহা 'উচ্চ' এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। আমরা উচ্চেই রহিলাম। দ্বিতল চটি পাইলাম বটে, কিন্তু উহা নিতান্ত অপরিষ্কার। সেইদিন বৃষ্টি হওয়াতে, রাজ্যের মক্ষিকা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। অপরিচ্ছন্নতা, বৃষ্টি ও মক্ষিকা আমাদের সকল আনন্দ অপহরণ করিল। সমস্ত দিন ধরিয়া টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি হওয়াতে আমরা তাস খেলিয়া কোন রকমে সময় কাটাইয়া দিলাম। সম্মুখে একটি কলা বাগানে, অনেকগুলি কাঁচকলার কাঁদি মোচা সমেত ঝুলিতেছিল। একটি চতুর বালককে বাগানের বাহিরে দেখিয়া আমরা কাঁচকলা, কলাপাতা ও মোচা ঐ বাগান হইতে আনিতে বলিলাম। সে প্রচুর পরিমাণে উহা আমাদের চটিতে আনিয়া ফেলিল। তাহাকে মূল্য দিলাম বটে, কিন্তু অন্যায় কর্ম্মের এক কৃষ্ণরেখা মনের মধ্যে রহিয়া গেল। বিঁউ চটির সন্নিকটে জল প্রবাহের সাহায্যে চক্রাদি ঘুরাইয়া, কয়েকজন সূত্রধর কার্য্য করিতেছিল। কাষ্ঠের ঘটি, বাটি, অন্যান্য পাত্র, চাকী, বেলুন ইত্যাদি তথায় প্রস্তুত হইতে দেখিলাম।

৮-ই মে ঃ—অন্য দিনের ন্যায় আজও ভোরের কিছু পূর্ব্বে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। উপাধানতল হইতে দেশলাই লইয়া, উহার আলোক সাহায্যে শিরঃপার্শ্বস্থ ঘড়িতে দেখিলাম যে ৪টা

বাজিয়া গিয়াছে। তখন আমি স্ত্রীলোকগণকে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া সজ্জিত হইতে বলিলাম। প্রভাতের আলোক ফুটিবার পূর্ব্বে এ সকল কার্য্য সম্পাদন না করিলে তাঁহাদের বড় অসুবিধা হইত। মোজা, জুতা, টুপি পরা হইলেই, লাঠি লইয়া তাঁহারা বাহির হইয়া পড়িলেন। তার পর কাণ্ডীর শোয়ারীরা কাণ্ডীতে উঠিলেন; সর্ব্বশেষে দাণ্ডীর পালা! দাণ্ডীতে একখানি কম্বল পাতা হইত ও সঙ্গে ১ ঘটি জল, ছাতা ও সামান্য খাদ্যদ্রব্য থাকিত। যখন সকলে চলিয়া গেলেন, তখন ২টী ভৃত্য, বোঝকাণ্ডীওয়ালারা ও আমি রহিলাম। আমার সঙ্কেত পাইয়া, যাহার যাহা নির্দ্ধারিত সামগ্রী, সে সেইগুলি নির্ব্বাচনান্তর একত্র করিল। কেহ কম্বল-গুলি ভাঁজ করিতে লাগিল, কেহ বাসনপাত্র সংগ্রহ করিল, কেহ পরিধেয় বস্ত্রাদি গুছাইল, কেহ চাল, ডাল ও মশলার পুঁটলি থলিয়াতে ভরিল, কেহ বা ষ্টোভ্ ও বিবিধ দ্রব্যাদি পৃথক পৃথক স্থানে রাখিল। তার পর সেইগুলি বেহারাদের তত্ত্বাবধানে, নির্দ্দিষ্ট কাণ্ডীর মধ্যে ভরা হইল। প্রত্যেক কাণ্ডী, বর্ষাতি (oil cloth) দ্বারা আবৃত করা হইত, কারণ কখন বৃষ্টি হইবে তাহার স্থিরতা নাই। উপরোক্ত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন দেখিয়া আমি প্রত্যহ চটি ছাড়িতাম।

দুই মাইল পরে মৈখণ্ডায় মহিষমর্দ্দিনীর মন্দির অবস্থিত। এখানে চণ্ডীপাঠ করাইবার নিয়ম আছে এবং প্রাঙ্গণে লৌহ-শিকল দ্বারা ঝুলান একটি প্রকাণ্ড দোলনায় যাত্রীদের দুলিবারও প্রথা আছে; দোল খাইবার জন্য প্রত্যেকের দুই পয়সা খরচ। আমরা একে

একে সকলে দোল খাইলাম। কিছুদূর যাইতে না যাইতে ফাটা চটি। পোষ্টাফিস্ হইতে কতকগুলি পত্র এই ঠিকানায় পাইব, এইরূপ আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু যাইবার পথে কোন ডাকঘর নজরে পড়িল না। আবার দুই মাইল যাইয়া বাদলপুরে আসিলাম। নামের মাহাত্ম্য আছে বটে; বাদলপুরে কিছু বাদল পাইলাম। বর্ষার সুযোগ পাইয়া একটি দোকানী অনবরত পেঁয়াজের ফুলুড়ি ভাজিতেছিল। আমি ২।৩ সের গরম ফুলুড়ি কিনিয়া, উহা জলযোগের প্রধান অঙ্গ করিলাম। তবে স্ত্রীলোকদের কেহই পেঁয়াজ ছুঁইলেন না।

আরও এক ক্রোশ পরে রামপুর চটি। আজ সকাল হইতে যত চটি অতিক্রম করিলাম, সবগুলিই বিঁউ চটির মত অপরিষ্কার। চটির সম্মুখস্থ পথ কর্দ্দমময় ও সংস্কারাভাবে গহ্বর-বহুল। এই চটিতে পান্থনিবাসের অভাব নাই এবং কালীকম্বলীবাবার ধর্ম্মশালাও আছে বটে; কিন্তু সবগুলিই সমভাবে অপরিচ্ছন্ন। আমরা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার একটি একতলা বড় চটি দখল করিলাম। ইহার পার্শ্বে একটি ঝরণার জল অবিরাম শব্দে প্রবাহিত হইয়া নিকটস্থ স্থানটি আর্দ্র ও শীতল করিয়া দিতেছে; কালু ঘরটি যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া এবং কম্বলাদি বিছাইয়া চটিটা বাসোপযোগী করিল। ঘরখানি বড় ছিল; লম্বায় প্রায় ৩০ হাত হইবে।

কিছুক্ষণ পরে একজন পশ্চিমা স্ত্রীলোককে চীৎকার করিয়া রোদন করিতে শুনিলাম। আগ্রহের সহিত ইহার কারণ অনুসন্ধান

করিয়া জানিলাম যে একজন অপরিচিত সহযাত্রী ইঁহার সহিত বহুদিন একসঙ্গে আসিতেছিল ; আজ সে ইঁহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলায়ন করিয়াছে। এই হতভাগিনীর অবস্থায় সকলেই মর্ম্মাহত হইল এবং তস্কর-বিহীন পুণ্য-ভূমিতে এবম্বিধ চৌর্য্যকাণ্ডের কথা শুনিয়া সকলেই বিস্মিত, ভীত ও সতর্ক হইল। এক ঘণ্টা পরে একজন সন্ন্যাসী আমাদের চটির এক পার্শ্বে থাকিবার জন্ম বারংবার স্থান প্রার্থনা করিল। আমরা সন্দেহ বশতঃ তাহাকে স্থান না দেওয়াতে, সে গোলমাল আরম্ভ করিল এবং লাঠির সাহায্যে তাহাকে দূরীভূত করিতে হইল।

আজ একাদশী। বিধবাদিগের পক্ষে উপবাস করিয়া দুই বেলা চলার পরিশ্রম অতিশয় কষ্টকর ও অনুচিত। জনকয়েক বিধবা পদব্রজে যাইতেন, তাঁহাদের আর বৈকালে যাইতে দেওয়া হইল না ও আমরাও রহিয়া গেলাম।

দুপুর বেলায় থার্ম্মোমিটারে ১৯°C দেখিলাম ; রাত্রে আরও ঠাণ্ডা পড়িলে অনেকে অসুস্থ হইতে পারেন, এরূপ আশঙ্কা করিয়া অধিক পরিমাণে মকরধ্বজ একটি পাথর বাটিতে শিলাখণ্ডের সাহায্যে মধুর সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া সকলকে খাওয়ান হইল। এমন কি বৈকালে একজনকে শারীরিক অসুস্থতার জন্ম এক ডোজ একুা নং ১ অর্থাৎ ৩০ ফোঁটা উৎকৃষ্ট মদ্য, বাধ্য হইয়া দিলাম।

সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া চটির যেদিক খোলা থাকে সেই দিকটা, কালুকে মশারী দ্বারা ঘেরিয়া দিতে বলিলাম। মশকের

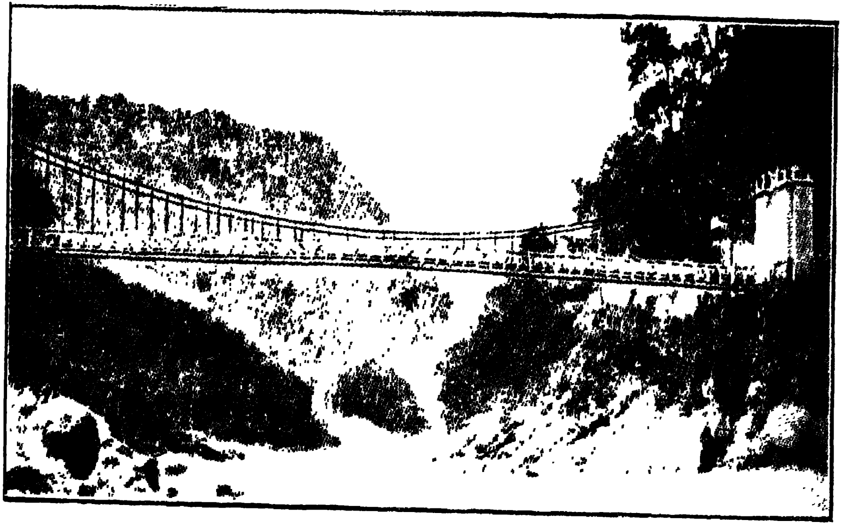
উপদ্রব অপেক্ষা শীতল বায়ুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাদের আনীত ৫।৬টা মশারী ব্যবহৃত হইয়াছিল। ঐগুলি পর্দ্দার মতন করিয়া দড়িতে বাঁধিয়া দেওয়াতে চটির ভিতর শীতল বায়ুর গতিরোধ যথেষ্ট পরিমাণে সাধিত হইল। এই উপায় অনেক চটিতে অবলম্বন করিয়াছিলাম। রাত্রে সুখ-নিদ্রায় ব্যাঘাত পাইয়া, প্রায় ১২টার সময় বাসনগুলির সশব্দ পতনে সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল, সকালের সেই বিতাড়িত সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কাজ। সকলে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলাম এবং তাড়াতাড়ি হ্যারিকেনের ক্ষীণ আলোক উজ্জ্বল করিয়া দেওয়াতে, একটি কৃষ্ণবর্ণ আকৃতিকে অন্ধকারে মিশিয়া যাইতে দেখিলাম। উহা আর কিছুই নহে, একটা বড় কাল কুকুর মাত্র। এখানকার সব কুকুরই দীর্ঘকায় ও লোমশ। মশারীর পর্দ্দাগুলি পুনরায় ঠিক করিয়া, উহাদের নিম্নভাগগুলি লাঠির ভারে চাপিয়া রাখিলাম, যেন সামান্য বায়ুতে পর্দ্দাগুলি না উড়িয়া যায়। ঝরণার অবিরাম ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ শুনিতে শুনিতে পুনরায় কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি তাহা বলিতে পারি না।

৯ই মে ঃ—যখন দাণ্ডিতে উঠি, তখন মানসিং আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "হুজুর আজ বিরাজ্‌মান হ্যায়"। বুঝিলাম, আমার বেশ পরিবর্ত্তনই এই উক্তির কারণ। এতদিন সোয়েটারের উপর গৈরিক বর্ণের কামিজ এবং সেই বর্ণের ধুতি পরিতেছিলাম। আজ রঙ্গিন ধুতি ও কামিজের পরিবর্ত্তে কাল বনাতের কোট এবং দেশী কালাপেড়ে ধুতি পরিয়া দাণ্ডীতে চড়িয়াছিলাম। তাই মানসিং ঐ রসিকতা করিল।

কেদারের দিকে যতই অগ্রসর হইতেছি, গাত্রে ততই শীতবস্ত্র বাড়িতেছে। শুধু আমি কেন আমাদের বাহকগণও শীতের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কেদারে ভীষণ শীত হইবে বলিয়া দাণ্ডীওয়ালারা থানকয়েক কম্বল ধর্ম্মশালার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে কর্জ্জ লইল। আমি খাতায় নাম সহি করিয়া দেওয়াতে, তাঁহারা কম্বলগুলি ছাড়িয়া দিলেন।

দেড় মাইল দূরস্থ একটি সেতুর রাস্তা দুই মুখে গিয়াছে; একটি কেদারনাথ অভিমুখে, অপরটি চড়াইএর উপর ত্রিযুগীনারায়ণের দিকে। এই দুই মাইল চড়াই আরোহণ করিয়া ৺শাকম্বরীদেবীর মন্দির পাইলাম। আরও দেড় মাইল সিঁড়ির পথে ছায়ায় ছায়ায় উঠিয়া ত্রিযুগীনারায়ণে উপনীত হইলাম। এখানে কালীকম্বলীবাবার দ্বিতল ধর্ম্মশালায় দিবা ১০টার সময় আশ্রয় লওয়া হইল।

একটি দোকানে পুরী, তরকারী, পাঁপরভাজা ও ফুলুরী প্রস্তুত করিবার আদেশ দিয়া সকলে মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। কিছু নিম্নে নামিয়া একটি প্রাঙ্গণে ছোট ছোট মন্দির মধ্যে কতিপয় দেব দেবীর মূর্ত্তি দেখি। পরে বড় মন্দির। ইহার দ্বার ও প্রাচীর পরীক্ষা করিলে দেবালয়টি অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। সম্মুখে ঘরের ভিতরে মোটা মোটা কাষ্ঠের গুঁড়ি জ্বলিতেছে ও স্তূপাকার ভস্ম রহিয়াছে। এইরূপ প্রবাদ আছে যে হর-পার্ব্বতীর বিবাহকালে এই-খানে নারায়ণ সমক্ষে যে হোম হইয়াছিল তাহার অগ্নি তিন যুগ ধরিয়া প্রজ্জলিত রাখা হইয়াছে। এই অগ্নিদেব বংশানুক্রমে সত্যযুগের হোমানলের উত্তরাধিকারীস্বরূপ হইয়া অধুনা জাজ্বল্যমান আছেন।



ঝুলান সেতু (৭৩ পৃষ্ঠা)।

এবম্বিধ পবিত্র ভস্ম সকলের ললাটে পুরোহিত ঠাকুর লেপন করিয়া দিলেন এবং প্রথানুসারে আমরাও কয়েক খণ্ড কাষ্ঠ ক্রয় করিয়া উক্ত হোমকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলাম। বামদিকে এক সুদীর্ঘ অন্ধকার ঘরে নারায়ণ ও লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি আছে। আমরা দূরত্ব বশতঃ নগ্নচক্ষে মূর্ত্তিদ্বয় স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম না; কিন্তু দূরবীণ সাহায্যে ক্ষীণালোকেও উহা স্পষ্টতর দেখিলাম। মন্দিরের বাহিরে চারিটি স্নানের কুণ্ড আছে; তন্মধ্যে অনেক নিরীহ সর্প বাস করে দেখিলাম। সাপ থাকা সত্ত্বেও অনেকে কুণ্ডে স্নান করিলেন। ইতোমধ্যে দোকানে আহার্য্য যথাসময়ে প্রস্তুত হওয়াতে আমাদের আর কালবিলম্ব হইল না।

দুই ঘণ্টার মধ্যে এখানকার সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া, বেলা বারটায় রওনা হইলাম। যদি মালপত্র এখানে আনিতাম ও রন্ধনাদি করিতাম, তাহা হইলে এত অল্প সময়ে প্রস্তুত হইতে পারিতাম না। মালপত্র ত্রিযুগীর দিকে না আনিয়া একেবারে রামপুর হইতে গৌরীকুণ্ডের দিকে পাঠান হইয়াছে।

উৎরাই পথে শীঘ্র শীঘ্র নামিয়া পড়িলাম এবং শোণ নদীর উপর যে ঝুলান সেতু আছে তাহা পার হইয়া আবার চড়াই উঠিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে কাঁশরের আওয়াজ শুনিয়া বুঝিলাম কোথাও ঠাকুর পূজা হইতেছে; কিন্তু বেলা ২টার সময় আরতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলাম না। উহার নিকটে যাইয়া পর্ব্বত-গহ্বরে এক দেবমূর্ত্তির সম্মুখে একজন পূজারীকে দেখিলাম। তিনি ভক্তগণের মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে কাঁশর বাজাইয়া থাকেন।

ইহার পর "মুণ্ড কাটা গণেশ" নামে মন্দিরের কিছু পূর্ব্বে আমরা এক বিপজ্জনক স্থানে আসিয়া পড়ি। সে স্থানের কথা স্মরণ হইলে এখনও হৃৎকম্প হয়; আমাদের পথের দক্ষিণ ভাগে অতি নিম্নে মন্দাকিনী শুভ্র সূত্রবৎ বোধ হইতেছে, আর বাম ভাগে উচ্চ পর্ব্বত প্রায় খাড়া ভাবে দণ্ডায়মান। এই পথের কিয়দংশ ধ্বসিয়া গিয়াছে এবং P. W. D. (সরকারী পূর্ত্ত বিভাগ) সংস্কারকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। মেরামতের সময় যাতায়াতেয় জন্য অস্থায়ীভাবে ১ হস্ত প্রস্থ ও প্রায় ৬ হস্ত দীর্ঘ একটি সরু পথ পার্শ্বে রাখিয়াছে। আমরা যে পথ দিয়া পূর্ব্বে আসিতেছিলাম তাহার সম্মুখ ভাগ বন্ধ এবং রাস্তার দক্ষিণ ভাগে ৪ ফুট নিম্নে নদীর দিকে এই সূক্ষ্ম পথটুকু। উপর হইতে নীচে নামিবার সময় আশঙ্কা হয় যেন দূরে ঠিক্‌রাইয়া একেবারে ৩০০ ফুট নীচে নদীগর্ভে পড়িয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইব। দুইজন সুদক্ষ দাণ্ডীওয়ালা, মানসিং ও তারাসিংকে নিম্নের সরু পথে দুই পার্শ্বে দাঁড়াইতে বলিলাম এবং আমি তাহাদের মধ্যে থাকিয়া হাতের ভর দিয়া ধীরে ধীরে পা নামাইলাম। পা দুইটা জমি প্রায় স্পর্শ করিবে এমন সময় লাফাইলাম এবং উহারাও ধরিয়া ফেলিল। এই প্রকারে পথটী আস্তে আস্তে পার হইয়া, চওড়া রাস্তায় পড়িয়া যেন শরীরে প্রাণ আসিল। আমি প্রথমে আসিয়াছি; নিরাপদ স্থানে আসিয়াই ঐ দুইজনকে বলিলাম, "তোমরা ঐখানে ঐরূপ ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে এবং আমাদের কাহাকেও নিজ ইচ্ছায় নামিতে দিবে না; সকলকেই আমার উপদেশ মত ধীরে ধীরে ও তোমাদের সাহায্যে

নামিতে বলিবে।" নগেন বাবুর জন্য আমার বিশেষ ভাবনা হইল। ইনি উমরাস্থ চটিতে তেল মাখিয়া আসিয়া, নদীর তীর ঢালু দেখিয়া নদীতে আর স্নান করেন নাই। এস্থান তদপেক্ষা সহস্রগুণ বিপদ-সঙ্কুল। যাহা হউক ৺কেদারনাথের কৃপায় একে একে সকলেই দুর্গম পথটি পার হইয়া হাঁফ ছাড়িলাম। মানসিং ও তারাসিংকে দুই টাকা বক্‌শিস্ করিয়া উহাদের সাহসের প্রশংসা করিলাম। চলিতে চলিতে নদীটি দেখাইয়া মানসিংকে কৌতুক সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এই নদীতে নামিতে পার?" সে অম্লান বদনে উত্তর দিল "হুজুর এক্ রূপেয়া বক্‌শিস্ মিল্‌নেসে হাম্ তীর্‌কো মাফিক্ নীচু যায়কে এক লোটা পানি উঠায় লে আনে শেক্‌তা"; তারাসিংও ঐ কথার প্রতিধ্বনি করিল। তাহাদের সাহসের পরীক্ষা করিতে কিন্তু আমাদের সাহসে কুলাইল না।

এই রোমাঞ্চকর ব্যাপার ভাবিতে ভাবিতে সকলেই চলিতে লাগিলাম। একটু পরে "মুণ্ড কাটা গণেশ" চটিতে আসিলাম। এখানে পুরাকালে সিদ্ধিদাতা গণেশ তাঁহার জননীর স্নানকালে প্রহরী স্বরূপ ছিলেন এবং স্বীয় পিতা মহাদেবকেও পথ ছাড়িয়া দেন নাই। সেইজন্য রুদ্রদেব কোপান্বিত হইয়া পুত্রের মুণ্ড ছেদন করেন। পরে দেবীর বরে হস্তীমুণ্ড সেইস্থানে সংযোজিত হয়। তদবধি গ্রামটির নাম মুণ্ডকাটা গণেশ হইয়াছে, এইরূপ প্রবাদ।

পথের দুই ধারে অগণ্য বরাস্ গাছের লোহিত বর্ণের বড় বড় সুন্দর ফুলের মধ্যে উহার সবুজ পাতাগুলি লজ্জায় আত্মগোপন করিয়াছে। লোকে বলিল এই ফুল পেষণ করিয়া চিনির সহিত খাইলে আমাশয়

রোগের উপশম হয়। সকলেই সেইজন্য পথিপার্শ্বস্থ শোভনীয় ফুলগুলি আহরণ করিতে লাগিলেন। দুই একটা খাইয়া দেখিলাম উহা অল্প অম্ল। সন্ধ্যাকালে গৌরীকুণ্ড চটিতে পৌঁছিলাম; কাণ্ডীওয়ালারা বহুপূর্ব্বে আসিয়া ঘর ঠিক করিয়া রাখিয়াছে।

১০ই মে ঃ—প্রাতঃকালে তপ্তকুণ্ডের জল ঘটি করিয়া লইয়া বাহিরে স্নান করিতে লাগিলাম। কুণ্ডের জল অতিশয় উষ্ণ হইলেও, কেহ কেহ নির্ব্বিঘ্নে ঐ জলমধ্যেই স্নান করিলেন। এ কুণ্ডটীর নাম তপ্তকুণ্ড; ইহা ব্যতীত আর একটী শীতল জলের কুণ্ড আছে তাহার নাম গৌরীকুণ্ড। তপ্তকুণ্ডের জল নির্ম্মল, বর্ণবিহীন; গৌরীকুণ্ডের জল হরিদ্রা বর্ণ। উভয় কুণ্ডতেই নলের মুখ দিয়া অনবরত জল আসিতেছে ও উদ্বৃত্ত জলরাশি নালা বহিয়া নদীতে পড়িতেছে। তপ্তজলের নালার পার্শ্বে অনেকে ময়লা কাপড় কাচিয়া থাকে। স্নানান্তে জলযোগ করিয়া বেলা ৮টায় কেদারনাথ অভিমুখে সকলে যাত্রা করি। কেবল বোঝকাণ্ডীওয়ালারা মালপত্র লইয়া তথায় দুইদিন বিশ্রাম করিল।

কিছুদূর যাইয়া এক 'গুড়ুম্' শব্দ শুনিয়া চমকাইয়া গেলাম। দুই এক মিনিট পরে আবার গুড়ুম্, আবার গুড়ুম্। এইরূপ ঘন ঘন তোপধ্বনিতে ও গিরিসঙ্কটমধ্যে উহার প্রবল প্রতিধ্বনিতে মেদিনী যেন কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রমশঃ ঐ শব্দের উৎপত্তি স্থানে আসিয়া দেখি যে P. W. D. সঙ্কীর্ণ পথ প্রশস্ত করিবার নিমিত্ত ডিনেমাইট্ দ্বারা বিরাট প্রস্তরখণ্ড সকল বিদীর্ণ করিতেছে। আমরা ঐ পথ অতিক্রম করিবার সময় কিয়ৎক্ষণ তাহারা কার্য্য



পর্ব্বত গাত্র বহিয়া ফেনপুঞ্জময় শুভ্র প্রস্রবণগুলি পড়িতেছে
(৭৭ পৃষ্ঠা)।

স্থগিত রাখিল। সমস্ত দিন আকাশ আমাদিগকে বৃষ্টির ভয় দেখাইল, এমন কি ২।১ ফোঁটা বর্ষণও করিল। ২ মাইল পরে "চীর বাসা ভৈরবের" মন্দির পাইলাম। এখানে একটি গাছে ছিন্ন বস্ত্র বাঁধিয়া দিতে হয় নতুবা ভৈরব, কেদার তীর্থের সমস্ত পুণ্যফল হরণ করেন। ৺দিগম্বরকে চীরবস্ত্র দিয়া সন্তুষ্ট করিলাম।

এইবারে রামবাড়া চটি পাইলাম। পথে আসিতে আসিতে যাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতেছে, মানসিং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে কেদারের বরফ সাফ হইয়াছে কি না? "কেদার বরফে ঢাকা" এই অপ্রিয় উত্তর প্রত্যেকেই প্রদান করিল। বৃষ্টি না হইলে বরফ গলে না; আষাঢ়, শ্রাবণ বা ভাদ্রে একেবারে বরফ সাফ হইয়া যায়। রামবাড়ায় রন্ধনাদি হইবে না ইহা পূর্ব্বেই ঠিক ছিল; সেজন্য বাসনপত্র বা মশলাদি সঙ্গে লই নাই। সময় বাঁচাইবার জন্য পুরী তরকারী ক্রয় করিয়া আহারাদি করিলাম। আহারান্তে "জয় কেদারনাথজী কি জয়" বলিয়া সকলে বেলা ১১টার সময় বাহির হইলাম। কেহ কেহ কেদারনাথ না দেখিয়া ভোজন করিবেন না বলিয়া অভুক্ত অবস্থাতেই চলিলেন।

মন্দাকিনী ডানদিকে রাখিয়া সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া ক্রমশঃ চড়াই উঠিতে হইল। নদীর অপর পার্শ্বে খাড়া পাহাড়ের প্রাচীর অভ্রভেদ করিয়া দণ্ডায়মান। এই পর্ব্বতশ্রেণীর শিখরদেশ হইতে, স্থানে স্থানে পর্ব্বত গাত্র বহিয়া প্রস্রবণগুলি নিম্নে পড়িতেছে। সেই ফেনপুঞ্জময় শুভ্র

স্রোতের শোভা দূর হইতে পথিকগণের নয়নরঞ্জন করিয়া, দারুণ পথক্লান্তির চিন্তাকে চিত্তপটে স্থানলাভ করিতে দেয় না। এই সচঞ্চল রজত শোভার পার্শ্বে পার্শ্বে, স্থির স্ফটিক তুহিন রাশি পর্ব্বত শৃঙ্গোপরি শুভ্র জটাগুচ্ছের ন্যায় বিরাজ করিয়া, গম্ভীর-মূর্ত্তি পাষাণ প্রাচীরের গাম্ভীর্য্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে। এতাদৃশ চিত্তা-কর্ষক দৃশ্যাবলীতে সংলগ্ন-দৃষ্টি হইয়া একটি ক্ষুদ্র তুষার-ভূমিতে উপনীত হইলাম। তাহার উপর লাঠির ভর দিয়া একে একে সাবধানে পার হইলাম; শূন্য দাণ্ডী পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। ক্রমশঃ চড়াইএর পথ সিঁড়ির আকার ধারণ করিল। প্রায় দেড় মাইল এরূপভাবে উপরে উঠা বড়ই কষ্টকর; তজ্জন্য স্থানে স্থানে অনেকবার বিশ্রাম করিতে হইল। যতই উপরে উঠিলাম, আমার নিশ্বাস গ্রহণের কষ্ট ততই হইল এবং শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল বোধ করিলাম; এমন কি দাণ্ডীতে অর্দ্ধমৃতপ্রায় রহিলাম। অবশেষে এক মাইলব্যাপী একটি সমতল তুষারাবৃত ভূমি এবং বহুদূরে মন্দিরশিখর নয়নগোচর হইল। এখানে বাহকেরা দাণ্ডী বা কাণ্ডী হইতে সকলকে নামাইয়া দেয়, কারণ ইহা দেও-দেখ্‌নী অর্থাৎ এই স্থান হইতে দেও (দেবমন্দির) দেখা যায়। এখান হইতে মন্দির পর্য্যন্ত পদব্রজে যাওয়াই সর্ব্বদা নিয়ম থাকিলেও, আমার অবস্থা দেখিয়া মানসিং প্রভৃতি বাহকেরা নিজেদের ক্লেশ তুচ্ছ করিয়া ধর্ম্মশালা পর্য্যন্ত আমাকে লইয়া গেল।

শুধু আমি কেন, আমাদের সহযাত্রীদের অনেকেই তুষারাতিক্রম-জনিত কষ্টের ন্যূনাধিক অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন। চলিত কথা



কপট তুষারক্ষেত্রে কর্দ্দমক্লিষ্ট পথ (৭৯ পৃষ্ঠা)।

আছে "যেমন দেবা, তেমনি দেবী"। কিন্তু কষ্ট-সহিষ্ণু বিজয় বাবুর অনন্যোপায়া "দেবী" এই তুষার-প্রান্তরের মধ্যপথে কাণ্ডীর আশ্রয় লইয়া, উক্ত সনাতন নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। কাণ্ডী-ওয়ালাকে সাত আনা মূল্য দিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করেন। যাঁহারা শিরোপরি তুষারপাতের কশাঘাত নীরবে সহ্য করিয়া, পদব্রজে বিস্তীর্ণ ও বিশ্বাসহন্ত্রী তুষারক্ষেত্র লঙ্ঘন করিয়া আসিলেন, তাঁহাদের সাহস, সামর্থ্য ও সহিষ্ণুতার শতবার প্রশংসা করিলাম। কাপড়ের জুতা ও মোজা সিক্ত হওয়াতে, প্রচণ্ড শীত তাঁহাদের শরীরে প্রবেশ করতঃ আপাদমস্তক, বিশেষতঃ পদযুগল অবশ করিয়া দিয়াছিল। নিরানন্দ ও পথক্লান্তির মাত্রা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত, এলাচ্-দানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড গাত্রোপরি নিয়ত পড়িতেছিল ও অল্প অল্প বৃষ্টিও হইয়াছিল।

ভীষণ দুস্তর মরুভূমির প্রখরসূর্য্যকিরণোত্তপ্ত বালুরাশির মধ্যে মায়া-মরীচিকার বিষয় অনেকেই অবগত আছেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত স্বল্পায়তন এই কপট তুষারক্ষেত্র কত শত সরল-হৃদয় ধর্ম্ম-পিপাসু মানবের তপ্ত রুধির পান করিবার জন্য দুগ্ধফেননিভ তুহিন-পাশ বিস্তৃত রাখিয়াছে, তাহা কয় জন জানেন? মহাজন-পদদলিত কর্দ্দমক্লিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া যিনি এই মায়াজালে আকৃষ্ট হইবেন, তিনিই নিমেষে তুষারগর্ভে প্রোথিত হইবেন; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল চিহ্ন ধরাধামের গভীর অন্তস্তলে বিলুপ্ত হইবে।

যাহা হউক বেলা চারটার সময় আমাকে এক গৃহমধ্যে কম্বলের উপর শয়ন করাইল। পাণ্ডার লোকজন একটি চতুষ্কোণ লৌহপাত্র

করিয়া জ্বলন্ত কাষ্ঠ পায়ের কাছে রাখিল এবং শীঘ্র এক গেলাস গরম চা আনিল। উহা পান করিয়া ও সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইয়াও, আমি কিছুই সুস্থ বোধ করিলাম না এবং অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় সমস্ত রাত্রি কাটাইলাম। নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে আর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া হাঁফাইয়া উঠি। নিদ্রার আশায় আবার যাই শুই, অমনি সেইরূপ হাঁফ ও তন্দ্রাভঙ্গ। সম্মুখেই একটি ছোট জানালা ছিল, তাহা খুলিয়া দিয়া মুখ বাড়াইলে কিঞ্চিৎ আরাম লাভ করি। ১১,৭৫০ ফুট উচ্চে বায়ু তরল; অর্থাৎ বঙ্গভূমির বায়ুর ঘনতা অপেক্ষা ইহার ঘনতা অৰ্দ্ধেক হইবে। সুতরাং এক মিনিটে জীবন-রক্ষাকারী অক্সিজেন (oxygen) বায়ু যে পরিমাণ লইতে অভ্যস্ত, তাহার অৰ্দ্ধ পরিমাণ পাওয়াতে, শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। অধিকন্তু শীতাধিক্য নিমিত্ত এক ঘরে অনেকে শয়ন করাতে ও এক কোণে জ্বলন্ত অঙ্গার থাকাতে প্রাণ হননকারী কার্ব্বনিক এসিড্ গ্যাস্ ঘরের বায়ুকে বিশেষরূপে দূষিত করিতেছিল। শীতের জন্য কেদার-ভ্রমণে তত ভয় নাই; তরল বায়ুই দুর্ব্বল-হৃদয় লোকের প্রতিবন্ধক। যাঁহাদের হাঁফ রোগ আছে, তাঁহারা বৈদ্যের পরামর্শ ব্যতীত এরূপ উচ্চ স্থানে আসিবেন না; বদরিকা কেদার অপেক্ষা ১৫০০ ফিট্ নিম্নে এবং অপেক্ষাকৃত কম ভয়াবহ স্থান। যদি একান্তই পুণ্য-সঞ্চয়ানুরোধে ৺ কেদারনাথ দর্শনের তীব্র বাসনা থাকে, তাহা হইলে রামবাড়া হইতে প্রাতে রওনা হইয়া বৈকালেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সেইদিন প্রাতে ও মধ্যাহ্নে মকরধ্বজ, মৃগনাভি ও মধু ব্যবহার করা প্রশস্ত। পুণ্যক্ষেত্রে কেহ কেহ মদ্য অস্পৃশ্য বলিবেন।

কেদারনাথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যবর্ণনার পরিবর্ত্তে রোগশয্যার বিবরণ পাঠ করিয়া পাঠক পাঠিকাগণ বোধ হয় বিরক্ত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু কি করিব, আমি সামান্য সময় ব্যতীত প্রায় সর্ব্বক্ষণই শয্যাশায়ী; আর যেটুকু দেখা ভাগ্যে ঘটিয়াছে, তাহার যথাযথ বর্ণনা করাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। গভীর রাত্রে হাঁফাইয়া উঠিয়া যখনই গবাক্ষ-পথে মুখ লইয়া গিয়াছি, তখনই চারিদিকের হীরক-প্রভ শুভ্র-সুষমা মুগ্ধনেত্রে অবলোকন করিয়া নিজের পীড়ার কথা ভুলিয়াছি। সেই রাত্র অমাবস্যা, কিন্তু ভাগ্যক্রমে আকাশ পরিষ্কার। উপরে নীল নভোমণ্ডলে অসংখ্য উজ্জ্বল তারকারাজি শোভা পাইতেছে। তাহাদের সহস্র সহস্র ক্ষীণালোকরশ্মি তুষারাবৃত পর্ব্বত-গাত্রে ও তৎ-বেষ্টিত ভূমিখণ্ডে প্রতিফলিত হইয়া অমাবস্যার রাত্রিকেও বেশ আলোকিত করিয়াছে। চারিদিকেই অভ্রভেদী চিরতুষারাবৃত শুভ্রোজ্জ্বল গিরিশৃঙ্গ; আর আলোকময় শুভ্র ধরণীতলের মধ্যভাগে আমার সতৃষ্ণ নয়ন-যুগল। মনে হইল যেন অন্তঃসারশূন্য এক বিরাট হীরক-ডিম্বের উপকেন্দ্রে (Focus) আমি বর্ত্তমান।

ক্যাম্পবেল্ ফরেষ্টার লিখিত তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতগুলির বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না ঃ—

What a magnificent view met our eyes! As I looked from the bungalow, I felt riveted to the spot mesmerised by the beauty of the scenery. If one can look upon such sights of Nature's

grandeour unmoved or without having all the poetry in your nature, stirred up, then such an individual is devoid of soul. There in the distance stood the snow-crowned range in all its superb naked majesty, each peak vying with another in its attempt, as it were, to pierce the azure sky, and by no means the least beautiful of the sights is to see the thin gauze-like snow being blown from the peaks.

শ্বাসরোধ, নিদ্রাভঙ্গ ও তুষারস্তূপের নিশীথ-কান্তি দর্শন পর্য্যায়ক্রমে দীর্ঘ রাত্রিকালে বারংবার সম্পাদিত হইলে, নিশাবসানে শুনিলাম রাত্রে রন্ধনাদি করিবার প্রয়োজন হয় নাই। পাণ্ডা ঠাকুর পুরী, খিচুড়ী, ডাল, তরকারী, মালপোয়া, বড়া, পাঁপর-ভাজা, লাড্ডু, জীলাপি ইত্যাদি এত প্রচুর পরিমাণে পাঠাইয়া-ছিলেন যে একটি ঘর ভরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অনেকেই শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টে ও আমার পীড়ার অবস্থা দেখিয়া সামান্য আহারাদি করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। কেদারে ত্রিরাত্রি বাসের কল্পনা ত্যাগ করিতে হইল।

১১ই মে ঃ—ভোর হইতে না হইতে আমাদের দলের একজন স্ত্রীলোককে শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। প্রায় ১০ মিনিট পরে তিনি বিকট চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন "তোমরা কোথায় আছ গো, একবার এস গো।" আমরা সশঙ্কিতে

তাড়াতাড়ি উঠিয়া ভাবিলাম, আবার বুঝি কল্যকার মত বিপদ হইয়াছে; তিনি বরফ চাপা পড়িয়াছেন। গতকল্য মাধবানন্দ ধর্ম্মশালা হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে, একস্থানের ফাঁপা বরফে পদার্পণ করিতেই উহা ধসিয়া গেল। চকিতে সে সকৌশলে ও সবলে দাণ্ডীটা অপরদিকে নিক্ষেপ করিয়া, উহার কাষ্ঠখণ্ড হইতে ঝুলিতে লাগিল। বাহুবলে সত্বর উপরে উঠিয়া, প্রভুভক্ত ও প্রত্যুৎপন্নমতি মাধবানন্দ, কম্পিত-কলেবরা শিমুলের দিদিমাকে দাণ্ডী হইতে বাহির করিয়া, হাত ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল। সৌভাগ্যবশতঃ আজ সে বিপদ হয় নাই। উপরোক্ত স্ত্রীলোকটি অন্ধকারে বরফাবৃত দরজা খুঁজিয়া না পাইয়া শীতে ও ভয়ে চীৎকার করিয়াছিলেন। আলোক সাহায্যে তাঁহাকে গৃহাভ্যন্তরে আনয়ন করা হইল।

সকালে পাইখানার সন্ধান করাতে, মানসিংহ আমার হাত ধরিয়া বরফের উপরই এক জায়গায় বসাইয়া দিল এবং তথায় বরফেরই হাত মাটি হইল। এরূপ অশুচি-হস্তে কেদারনাথকে আলিঙ্গন করা সম্পূর্ণ অবৈধ। সুতরাং সকলেরই কেদারে আসিবার পূর্ব্বে কিছু মৃত্তিকা সঙ্গে লওয়া উচিত; নতুবা মাটি অভাবে সব মাটি হইয়া যাইবে।

অধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া, অস্নাত অবস্থায় কেদারের মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। মন্দিরটি প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং বিশেষ উচ্চ নহে। সন্ন্যাসী-পরিচালিত এই মন্দির দ্বারেও কালীঘাটের ন্যায় জন প্রতি ছয় পয়সা দিয়া প্রবেশ করিলাম। প্রথম প্রকোষ্ঠের মধ্যভাগে একটি বৃষ, পার্শ্বে কুন্তীদেবী, পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী ইত্যাদির মূর্ত্তি এবং

ইহার পরবর্ত্তী ঘরে পার্ব্বতী ও লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন। সর্ব্বশেষে, দিবারাত্র প্রদীপের দ্বারা আলোকিত গবাক্ষশূন্য মন্দিরে কেদারনাথের অনন্যসাধারণ লিঙ্গ মূর্ত্তির দর্শন হইল। চতুষ্কোণ শৈলবেদীর উপর গম্বুজাকৃতি একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তরের লিঙ্গ মূর্ত্তি বর্ত্তমান। এরূপ প্রবাদ আছে যে মহাদেব মহিষের আকার ধারণ-পূর্ব্বক পাণ্ডবদিগকে প্রতারিত করিতে ও পরে ভূগর্ভে পলাইতে চেষ্টা করেন। তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগ পাণ্ডবেরা দ্রুত স্পর্শ করিতেই ইনি পাষাণ রূপ ধারণ করেন। তদবধি এই লিঙ্গমূর্ত্তি ৺কেদারনাথ নামে প্রসিদ্ধ। অপরাংশ নেপাল রাজ্যে পশুপতি নাথ নামে এবং লাঙ্গুল, তুঙ্গনাথ নামে অভিহিত।

বিগত পৌষ সংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগর হইতে আনীত এক বোতল গঙ্গাজল, পুষ্প, চন্দন ও বিল্বপত্র দিয়া ইহাঁকে আমরা পূজা, আলিঙ্গন ও প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিলাম। আমার সাথীগণ বাসার সম্মুখে অমল ধবল তুষার কণার ভূমিতে আমোদে বেড়াইতেছেন দেখিয়া, তথায় দাণ্ডীতে রৌদ্রে বসিতে, আমার ইচ্ছা হইল। দাণ্ডীর গণ্ডীমধ্যে অলসভাবে শুইয়া না থাকিয়া পরস্পরের মধ্যে বরফের গোলা ছোঁড়াছুঁড়ি কিয়ৎক্ষণ চালাইলাম এবং উহা শতধা বিদীর্ণ হইয়া, উহার তুষার স্ফুলিঙ্গ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল।

মন্দিরের চতুর্দ্দিকে চির-তুষারমণ্ডিত আকাশচুম্বী পর্ব্বতমালা। উহার উত্তরদিকে এক পথ ধরিয়া সন্ন্যাসীরা পূর্ব্বে যাতায়াত করিতেন, ইহার নাম মহাপথ। মহাপথের রাস্তায় যে একটি উচ্চ

পর্ব্বত আছে তাহার খাদের দিকের গাত্র সম্পূর্ণ খাড়া। মোক্ষের আশায় পুরাকালে সন্ন্যাসীরা এই পর্ব্বত-গাত্রে নিজ নিজ নাম ক্ষোদিত করিয়া ইহার শিখরদেশ হইতে লোমহর্ষণকারী ঝম্পপ্রদান করিতেন। সেইজন্য এই পর্ব্বতের নাম ভৈরব-ঝম্প।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

(১) কেদার হইতে নালায় প্রত্যাবর্ত্তন।

(২) উখীমঠ

(৩) গণেশ

(৪) দুর্গা

(৫) বোদা

(৬) পোখিবাসা

(৭) গোকুল

(৮) চৌবাত্তা

(৯) তুঙ্গনাথ

বেলা ৯টার সময় কেদার হইতে প্রত্যাগমন-পথে একটি ঢালু বরফের জমি সম্মুখে পড়িল। সেইজন্য দাণ্ডী হইতে নামিয়া দুই জনের স্কন্ধে ভর দিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। এত সাবধান সত্ত্বেও, আমার পদ স্খলিত হওয়াতে তারাসিং, মানসিং ও আমি সমভাবে ও একত্রে কয়েক হস্ত মসৃণ বরফের উপর গড়াইয়া যাইলাম। ভাগ্যক্রমে একটু বাঁক পাইয়া, হস্ত পদাদির চাপ দিয়া গতিরোধ করিলাম।

নীচে রামবাড়া চটিতে আসিলে, শ্বাস প্রশ্বাস আবার স্বাভাবিক হইল। কিন্তু পূর্ব্বদিনের ক্লান্তি, উপবাস ও রাত্রিজাগরণে শরীর অবসন্ন হইয়াছিল। কিছু গরম দুগ্ধ পান করণান্তর চটিতে যেমন শয়ন করিলাম অমনি ঘোরনিদ্রায় অভিভূত হইলাম। ঘণ্টা খানেক গাঢ় নিদ্রার পর গৌরীকুণ্ড অভিমুখে একাকী চলিলাম। পরে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেককেই বৃষ্টিতে ভিজিতে হইয়াছিল। সঙ্গে কেহই water-proof (জলরোধক বস্ত্র বিশেষ)

পায়েন নাই; কেবল বিজয় বাবুদের কাছে কয়েকখণ্ড oil-cloth (অয়েল্ ক্লথ্) ছিল। আর "তেলা মাথায় তেল দেয়" এ প্রবাদ নিতান্ত মিথ্যা নহে; কেননা বিজয় বাবু একটি বৃহৎ তরু কোটরেরও সন্ধান পাইয়া, উহার অভ্যন্তরে অয়েল-ক্লথাবগুণ্ঠনবতী স্ত্রী সহ আশ্রয় লইয়াছিলেন।

গৌরীকুণ্ডে পৌঁছিয়া বৈকাল হইতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিলাম। সন্ধ্যা হইলে মানসিং ও গঙ্গাসিং অন্যদিনের ন্যায় আজও চৌবানির (জলপানির) জন্য আসিল। ফুরাণের টাকার (২৭ পৃষ্ঠা) সহিত চৌবানির কোন সম্পর্ক নাই। দাণ্ডীওয়ালাদের প্রত্যেককে এক আনা এবং কাণ্ডীওয়ালাদের প্রত্যেককে দুই পয়সা হিসাবে প্রত্যহ জলপানি দিবার নিয়ম আছে। এতদ্ব্যতীত কেদারের ইনাম্ (বকশিস্) ১৲ ও খিচুড়ির জন্য এক টাকা হিসাবে মানসিংহ চাহিল। আমরা উহাদের প্রাপ্য চুকাইয়া দিবার পর, গঙ্গাসিং খিচুড়ির মশলা বাবদে আরও কিছু প্রার্থনা করিল। ইহা অন্যায় বলিয়া নামঞ্জুর করাতে, বুড়া মানসিং কবির ভাষায় বলিল, "হাম্ লোক্তো চিড়িয়া হ্যায়, আব্ ত সমুদ্দুর্ হ্যায়্। থোরা দেনে সে আব্ নেহি শুখেগা, লেকিন্ হাম্‌কো প্রাণ ভর্ যায়েগা।" এই যুক্তি অতি সারগর্ভ বিবেচনায়, উহাদের মশলার জন্যও কিছু দেওয়া হইল। সন্ধ্যার পরে চৌবানি দিবার সময় আমাদের বৈঠকে মাধবানন্দ, মানসিং প্রভৃতিরও স্থান ছিল। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ৺ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত ভিন্নমত হইলেও, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব যে উহাদের

সহিত সরল আলাপ করিয়া, অন্ততঃ আমরা সন্তোষলাভ করিয়াছিলাম।

১২ই মে ঃ—গৌরীকুণ্ডের গরম জলের লোভে আজ সকালে এখান হইতে নড়িলাম না। সকলে গরমজলে অনেকক্ষণ ধরিয়া স্নান করিলেন এবং ময়লা গামছাগুলি পরিষ্কার করিলেন। তপ্ত কুণ্ড হইতে বাসা কিছু দূরে থাকাতে পানীয় জল লইয়া যাওয়া কিছু কষ্টকর ছিল। তত্রাচ ঐ স্বাস্থ্যকর নির্ম্মল জল শীতল হইলে, পান করিতাম। বদরিকার পাণ্ডা কর্ত্তৃক নিযুক্ত একজন ছড়িদার, আমাদের আপত্তি স্বত্ত্বেও, এতদিন পর্য্যন্ত স্বব্যয়ে আমাদের অনুগমন করিতেছিল। অদ্য সে হতাশভাবে বিদায় প্রার্থনা করাতে আমরা তাহাকে দশ টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করিলাম।

বৈকালে চটি হইতে বাহির হইয়া ভাবিলাম, বোধ হয় এতদিনে সেই বিপজ্জনক স্থান (৭৪ পৃষ্ঠা) মেরামত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পৌঁছিয়া দেখি "যথা পূর্ব্বং তথা পরং"। সুবিধার মধ্যে সরু পথটি ক্রমশঃ চওড়া রাস্তার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। আমরা যখন রামপুর পান্থনিবাসে উপনীত হইলাম, তখনও সূর্য্যদেব পশ্চিম-গগন হইতে রশ্মিজাল বিস্তার করিতেছেন। এবার রামপুরে কালীকম্বলীর একটি প্রকাণ্ড দ্বিতল গৃহে আশ্রয় লইলাম এবং তথায় আরও দুই দল যাত্রীর যথেষ্ট স্থান সঙ্কুলান হইল। এক প্রান্তে আমরা, অপর প্রান্তে আর একদল গৃহস্থ বাঙ্গালী এবং মধ্যভাগে ৩।৪ জন সন্ন্যাসীবেশে বাঙ্গালী স্থানাধিকার করিলেন। ঘরের মধ্যে দড়ি

বাঁধিয়া, উহাতে কাপড় ঝুলাইয়া আমাদের অংশের স্বতন্ত্রতা (আব্রু) রক্ষা হইল।

গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া পর্দ্দার অন্তরাল হইতে দেখিলাম, অপর দিকে একটি সৌখীন বাবু জনকয়েক স্ত্রীলোক সহ, নানাবিধ আশবাব্ পত্র, হারমোনিয়ম্, ক্যামেরা প্রভৃতি আনিয়াছেন। ক্যামেরাটি দ্বারা আমার মনের সাধ মিটিতে পারে, এই আশায় তাঁহার সহিত উপযাচক হইয়া সাক্ষাৎ করিলাম এবং স্ত্রীলোকেরা তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর সহিত আলাপ করিলেন। সকলের অনুরোধে একটি সুমিষ্ট গান গাহিবার পর, আমরা প্রস্তাব করায়, আমাদের দলের একটি ফটো তুলিয়া দিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন। প্রথম চিত্র দেখিলে, তাঁহার চিত্রকলায় কুশলতা উপলব্ধি হইবে। হিমালয়ের দৃশ্যাবলীর ফটো লইবার জন্য ইনি হিমালয় ভ্রমণের কঠোর-ক্লেশ সানন্দে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। ইনি কলিকাতার পার্ক ষ্ট্রীটস্থ সুপ্রসিদ্ধ De Luca কোম্পানীর ফটো ষ্টুডিয়োর স্বত্বাধিকারী, শ্রীযুক্ত বাবু বলদেবচন্দ্র মিত্র বি, এ।

১৩ই মে ঃ—সকালে আমাদের যাইবার উদ্যোগ দেখিয়া, তিনি তাঁহার ক্যামেরা, পথের একটি বাঁকের মুখে রাখিলেন এবং দাণ্ডি, কাণ্ডি সহিত সমস্ত লোককে তাঁহার ইঙ্গিত মত যথাস্থানে স্থিরভাবে থাকিতে বলিলেন। ঐ অপ্রশস্ত স্থানে কতকগুলি কুলী সম্মুখে দাঁড়াইবার স্থান পাইল না। চকিতের মধ্যে এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া ২ খানি প্লেটে, বেলা ৬টার আলোকে, ৫০ জনের উপরোক্ত সুন্দর গ্রুপ ফটো তুলিলেন। তাঁহার সৌজন্যে আমরা

মুগ্ধ এবং তাঁহার ফটোর জন্য সকলে কৃতজ্ঞ। আমাদের অভিলাষপূর্ণ করিবার জন্য বলদেব বাবু বিনা পারিশ্রমিকে এত বড় কাজটা করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু বাহকবৃন্দ বকশিস্ (বিকল্পে, দাঁড়াইবার মজুরী) চাহিয়া বসিল। তাহাদের চেহারা তুলিয়া লওয়ার জন্য আমরা ঋণী;—এইরূপ তাহাদের আশ্চর্য্য ধারণা। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন কিছু আদায় করিতে পারিল না, তখন তাহারা ক্ষোভ প্রকাশ করিল।

মিত্রজার নিকট বিদায় লইয়া আমরা রামপুর ছাড়িলাম। প্রায় এক মাইল পরে রাস্তা সঙ্কীর্ণ হওয়াতে উহার পার্শ্বে, নদীর দিকে, অনুচ্চ প্রস্তর-প্রাচীর। এই উৎরাইএর পথে অপর দিক হইতে এক পাল মেষ ও ছাগল পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া আসিতেছিল। পশ্চাৎ হইতে মেষপালক "কাগ্‌দে, কাগ্‌দে" বলিয়া চীৎকার করাতে ছাগলগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আমাদের পথ ছাড়িয়া চলিতে লাগিল। এই দুর্গম পার্ব্বত্যপথে শকটাদি ত দূরের কথা, অশ্ব কিংবা বলদ, ভারবাহী পশুরূপে ব্যবহৃত হয় না। অসহ্য শীত, স্থানে স্থানে পিচ্ছিল পথ, চড়াই প্রভৃতি নানাবিধ প্রতিবন্ধক থাকাতে, গরু কিংবা ঘোড়া গুপ্তকাশীর পর হইতে কেদারের পথে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অশ্বতর কখন কখন দেখা গিয়াছে। মেষ ও ছাগল পর্ব্বতপৃষ্ঠে অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে; অতি সঙ্কীর্ণ স্থানের উপর দিয়াও নির্ভয়ে উহারা গমনাগমন করে; আর প্রচণ্ড শীত হইতে শরীর রক্ষা করিবার জন্য জগদীশ্বর উহাদের গাত্রে ‥পুল সুদীর্ঘ লোমরাজি দান করিয়াছেন। এই সকল কারণে



একপাল মেষ ও ছাগল পণ্যদ্রব্য বহন করিয়া আসিতেছে
(৯০ পৃষ্ঠা)।

মেষ ও ছাগল দ্বারা পার্ব্বত্য চটিগুলিতে বাণিজ্য দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানি করা হয়। প্রত্যেক বলিষ্ঠ মেষের পৃষ্ঠে দুইটা ছোট থলি করিয়া প্রায় দশ সের সামগ্রী এবং ছাগলের পৃষ্ঠে বার সের মাল বোঝাই দেওয়া হয়। প্রতিদিন পাঁচ ছয় ক্রোশ এইরূপ বোঝাই লইয়া এই ক্ষুদ্র পশুর পাল গিরিপথ অতিক্রম করিয়া থাকে। এক এক দলে মেষ ও ছাগল উভয় জীবই থাকে এবং উহাদের সংখ্যা প্রায় ৫০।৬০ হইবে। বহুদূর চলিয়া যখন ইহারা ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন মেষপালক শীস্ দিয়া ইঙ্গিত করিলে ইহারা স্থির হইয়া দাঁড়ায়। পথিপার্শ্বে যেখানে সামান্য উপত্যকা পাওয়া যায়, সেই স্থানে পশুদিগের পৃষ্ঠ হইতে ভারগুলি নামাইয়া লওয়া হয়। তখন মেষগুলি ইচ্ছামত চতুর্দ্দিকে বিচরণ করে; দুরারোহ গিরিগাত্রে স্বচ্ছন্দে উঠিয়া যায় কিম্বা অতল নিম্নে খরস্রোতা নদীর তটে অবরোহণ করিয়া নির্ম্মল শীতল জল দ্বারা পিপাসা দূর করে। দৈবাৎ কোনও মেষ বিপথে যাইলে, তাহার গলস্থিত ঘণ্টার শব্দ পর্ব্বতগাত্রে বহুগুণ প্রতিধ্বনিত হইয়া চালকের মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং প্রভুর উচ্চ স্বর ও শীস্ধ্বনি শুনিবামাত্র সেই বিপন্ন জীব দলে আসিয়া যোগদান করে। আলমোরা, গাড়োয়াল, টিহরী ইত্যাদি সমস্ত পর্ব্বত-সঙ্কুল জেলাতেই ছাগ মেষাদি দ্বারা বণিকগণ পণ্যদ্রব্য লইয়া যান। এমন কি তুষার-মণ্ডিত স্থান অতিক্রম করিয়া, গিরিসঙ্কট মধ্য দিয়া গিয়া, নিরীহ সহিষ্ণু জীবগুলি তিব্বত পর্য্যন্ত বাণিজ্য বিস্তারের প্রধান অবলম্বন হইয়া থাকে। কিন্তু পরাধীন ক্ষুদ্র জীবগুলির অকাতর সেবার বিনিময়ে পুরস্কার দিবার স্থান আমরা যূপকাষ্ঠই স্থির করিয়াছি।

বাদলপুর ছাড়িয়া অবশেষে ফাটা চটিতে সকলে সমবেত হইলাম। এখানে দোকানপাট কিছু বেশী আছে, চটিও অনেক আছে। আহার্য্য দ্রব্য ব্যতীত কাষ্ঠ নির্ম্মিত অনেক বস্তু, তাম্র ও লৌহ কঙ্কনাদি স্থানে স্থানে বিক্রয় হইতেছে। আমরা কাঠের বেলুম গোটাকয়েক কিনিলাম; আর উপরোক্ত কঙ্কণ স্ত্রীলোকদের সকলেই সোৎসাহে সংগ্রহ করিলেন। ধার্ম্মিক মুসলমান মক্কা হইতে ফিরিলে যেমন 'হাজী' উপাধি পাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সুবর্ণ পদক পুরস্কার পাইলে, ছাত্রবৃন্দ যেরূপ স্ফীতবক্ষ হইয়া থাকেন, সেইরূপ কেদার-বদরীর কঠিন তীর্থে সফলকামা হিন্দু-রমণীগণ তাম্রকঙ্কণ এক হস্তে যাবজ্জীবন ধারণ করিয়া পরম কৃতার্থবোধ করেন। তীর্থের কথা পাপমুখে ত' বলিতে নাই; এ ক্ষেত্রে কঙ্কণ দিয়া বাহুকে চিহ্নিত না করিলে, আর উপায় কি?

আমাদের আহারাদি হইয়া গিয়াছে এমন সময় একজন সাধুবেশ-ধারী বালক কেদার-মাহাত্ম্য পাঠ করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল। সকলেই শুনিবার আগ্রহ দেখাইলে তাহার পাঠ আরম্ভ হইল। অৰ্দ্ধ ঘণ্টা পরে পাঠ সমাপন হইলে, যথাশক্তি প্রণামী দিয়া, তাহার নিকট বিদায় লইলাম।

এত বড় চটিতে একজন মুচিকে জুতা সেলাই করিতে দেখিয়া, আমার জুতাও সারাইয়া লইলাম। তাহার মজুরী দিয়া আমি চটি ছাড়িয়া যাইলে, সে প্রবঞ্চনা করিয়া আমাদের দলের লোকের নিকট হইতে পুনরায় পয়সা লইয়াছিল।

গাড়োয়ালীরা চুরি করে না, কিন্তু প্রবঞ্চনা করিতে ইহারা দ্বিধা বোধ করে না।

পুনরায় দুর্গা বা মৈখণ্ডা চটি এবং বিঁউ চটি একে একে পার হইলাম। তাহার পরে একস্থানে নদীর অপর পার্শ্বে একটি সমুন্নত খাড়া পাহাড় দেখিলাম। উপরিভাগ হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত সামান্য ঢালু,ইহাতে থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু নিম্নদেশ হইতে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলেও, ইহাকে বিশাল উন্নত প্রাচীর বলিয়া ভ্রম হয়। আমরা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম যে ইহার ঊর্দ্ধদেশে একজন কৃষক ঘাসের বোঝা মাথায় লইয়া পর্ব্বত গাত্রে চলিতেছে এবং তাহার অগ্রে অগ্রে একটি বালিকাও উপরে উঠিতেছে। তাহাদের যে প্রকার যাতায়াত, তাহা হইতে সরীসৃপের বা ঊর্ণনাভের গতিবিধির কোন প্রভেদ দেখিলাম না।

ভেতা বা নারায়ণ চটির নিকটবর্ত্তী স্থানে কতকগুলি ওলকপি এবং এখানে ২টা বাঁধাকপি সংগ্রহ হইল। শিমুলের চেষ্টায় পার্ব্বত্যপ্রদেশে, রুচি-পরিবর্ত্তনকারী তরকারী আহরণ দেখিয়া সতীর্থেরা সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন।

এই গ্রামে কতকগুলি পাকা বাড়ী ও অনেক ভগ্নাবস্থ ছোট ছোট মন্দির দেখিয়া বোধ হইল, ইহা এককালে সমৃদ্ধিশালী স্থান ছিল। প্রবাদ এইরূপ যে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এখানে ৩৬০টি ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; তন্মধ্যস্থ কতিপয় প্রস্তরলিপি এবং কীর্ত্তিস্তম্ভ এক্ষণে বিদ্যমান।

আমাদের ঘরের নীচে চটিওয়ালার দোকানে রাশীকৃত খুচরা

টাকা দেখিয়া, নোট ভাঙ্গাইবার জন্য লোককে পাঠাইলাম; কিন্তু দোকানী জিনিষ না কিনিলে, নোটের বিনিময়ে টাকা দিতে স্বীকৃত হইল না। সুতরাং আমরা কেরোসিন তৈল ও অন্যান্য দ্রব্য কিনিয়া বাকী টাকা লইলাম। সেদিনের অভিজ্ঞতা ফলে, ভবিষ্যতে যখনই কিছু ক্রয় করা হইত আমরা মূল্য অনুযায়ী পাঁচ টাকা বা দশ টাকার নোট ভাঙ্গাইয়া লইতাম।

ঘরটি যেমন দীর্ঘ, তেমনি প্রস্থ ও উচ্চ; আর ইহাতে বড় বড় জানালা দরজার ফোঁকর থাকাতে, ইহা কোন অর্থশালী ব্যক্তির পরিত্যক্ত বৈঠকখানা ঘর বলিয়া ভ্রম হইল। ষ্টোভ জ্বালিয়া ঘরের মধ্যেই মেয়েরা লুচি, কপির তরকারী, কিস্‌মিসের চাট্‌নি প্রস্তুত করিয়া, ঘরের মর্য্যাদা রাখিলেন। রাত্র হইলে মশারী দ্বারা ফোঁকরগুলি বন্ধ করিয়া আরামে সকলে শয়ন করিলাম।

১৪ই মে ঃ—আমরা কেদারের পথ ভ্রমণ সমাধা পূর্ব্বক মধ্যাহ্নে উখী মঠে থাকিব এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া, নারায়ণের মন্দির দর্শনান্তর প্রাতে নারায়ণ-চটি পরিত্যাগ করিলাম। একদল পশ্চিম দেশীয় গ্রাম্য ব্যক্তি মহা উৎসাহে ও আনন্দে কেদারাভিমুখে যাইবার সময়ে আমাদের নিকট আসিতেই, "জয় কেদারনাথ জী কি জয়" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমার দাণ্ডীওয়ালারা প্রত্যুত্তরে "জয় বদরী বিশাল লালা কি জয়" বলিয়া গর্জ্জন করিল, কারণ আমরা কেদার হইতে ফিরিয়া বদরিকার দিকে যাইতেছিলাম। উপরোক্ত জয় ধ্বনিগুলি ঘোষণা করিবার কিছু নিয়ম আছে। যাঁহাদের কেদারবদরীর কোনটাই দর্শন হয় নাই, তাঁহারা কোন

যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, উভয় জয়ধ্বনি করিবেন। গুপ্তকাশী হইতে কেদারনাথ পর্য্যন্ত যাইবার পথে "জয় কেদারনাথ জী কি জয়" বলিবার নিয়ম। কেদার দর্শন হইয়া গেলে কেবল দ্বিতীয় উক্তিটাই ব্যবহার্য্য।

নালা চটিতে আসিয়া বিজয়বাবু সপত্নীক গুপ্তকাশীর দিকে চলিলেন এবং অপর সকলে ঊখীমঠের দিকে যাইলাম। পানের ভাণ্ডার পূর্ণ রাখিবার জন্য গুপ্তকাশীর এক দোকানে কথাবার্ত্তা ছিল যে আমাদের জন্য পান আনাইয়া রাখিবে (৬৪ পৃষ্ঠা); উহা আমরা কেদার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিনিব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পান না পাওয়াতে ঐ বিষয়ে ব্যয় সঙ্ক্ষেপ করা হইল। প্রত্যহ ৮০।১০০ স্থানে ৩০।৪০টা পান সাজা হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পানের অন্বেষণও চলিল।

নালা চটির পর হইতে অনেক উৎরাই নামিয়া এক লৌহ সেতু পার হইলাম। তাহার পর ক্রমাগত চড়াই, কিন্তু রাস্তা বেশ প্রশস্ত। এখানে বিজয়কে দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইলাম যে নালা হইতে গুপ্তকাশী যাত্রা করিয়াও কি প্রকারে আমাদের ধরিয়া ফেলিল। বিজয় গুপ্তকাশী হইতে পাকদণ্ডীর এক জঙ্গলময় রাস্তা দিয়া সেতুর নিকটে অল্প সময়ে আসিয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক সময় নিকটস্থ স্থানে স্বাভাবিক পথ দিয়া যাইতে হইলে, অনেক ঘুরিয়া ফিরিয়া তথায় উপস্থিত হইতে হয়। কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ কোন কোন স্থলে সঙ্কীর্ণ দুর্গম দ্বিতীয় পথ বিদ্যমান থাকে, যদ্দ্বারা অতি শীঘ্র নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হওয়া

যায়। ঐরূপ পথের নাম পাক-দণ্ডী (short-cut), ফাঁড়ি পথ বা সহজ পথ।

সকলেই এপারে আসিলাম কিন্তু বিজয়ের স্ত্রীকে পাওয়া গেল না এবং তাঁহার সম্বন্ধে কেহ কোন সংবাদও দিতে না পারিলে আমরা বিশেষ চিন্তিত হইলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই উৎফুল্ল হইলেন, ইহা বলা বাহুল্য। ত্রেতা যুগ হইলে, এরূপ অবস্থায় অগ্নিপরীক্ষা না করাইয়া কেহ ছাড়িত না;—কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে চড়াইএর দুইটা মোড় পার হইলাম। দাণ্ডি বা কাণ্ডিতে চড়িয়া, দীর্ঘ উচ্চে উঠা বাহকদের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণের পরিচায়ক; সাধ্যমত আমি উহাদিগকে অযথা ক্লেশ দিতাম না। অনেক চড়াই উঠিয়া ক্লান্ত হওয়াতে, পুনরায় মানব-যানে আরোহণ করিতে বাধ্য হইলাম এবং সত্বর উখীমঠ নামধেয় একটি ক্ষুদ্র নগরে প্রবেশ করিলাম।

বাণ রাজার ঊষা বা ঊখা নাম্নী কন্যা এখানে তপস্যা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন; তাঁহার নামানুযায়ী স্থানটি ঊখীমঠ বলিয়া খ্যাত। দীপালীর দিন হইতে ছয় মাস কেদারনাথের মন্দির তুষার-গর্ভে থাকিলে মহাদেবের পূজা এখানে সম্পাদিত হয়। সেইজন্য রাওল সাহেবের (প্রধান পূজারীর) গদি উখীমঠ ও গুপ্তকাশীতে আছে। শঙ্করাচার্য্য যখন মঠগুলি স্থাপন করেন, তিনি তাঁহার জন্মভূমির নিকটস্থ স্থান হইতে পূজারী আনয়ন করেন। অদ্যাবধি ত্রিবাঙ্কুর এবং মহীশূরাধিপতির নির্ব্বাচনে রাওল সাহেব নিযুক্ত হইয়া

থাকেন। মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অনেকগুলি গ্রামের উপসত্ত্ব, টিহরীরাজ ইহাঁদের অধিকারে দিয়াছেন এবং রাওল সাহেবের আয় ব্যয়ের হিসাবও ইনি দেখিয়া থাকেন। শঙ্করাচার্য্য-নিযুক্ত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর স্থলাভিষিক্ত রাওল সাহেবকে হিসাব-নিকাশের পঙ্কিল-কর্ম্মে নিবিষ্টচিত্ত দেখিয়া, কেহ যদি বিস্ময় প্রকাশ করেন, তাঁহাকে বঙ্কিমবাবুর "সুবর্ণ গোলক" প্রবন্ধটি একবার পড়িবার জন্য অনুরোধ করিব। উহা পাঠ করিলে তিনি সম্ভবতঃ অবিশ্বাস করিবেন না যে গোলকটি কৈলাস হইতে অবতরণ কালে, প্রথমে উখীমঠস্থ তৎকালীন রাওল সাহেবের করতলগত হয় এবং পরে লছমন্‌ঝোলার সন্নিকটে ঝুন্‌ঝুন্‌ওয়ালার (২৯ পৃষ্ঠা) অধিকারে আসে। তদবধি রাওল সাহেব গদীতে বসিয়া টাকা কড়ির হিসাবে মন দিলেন এবং উক্ত মাড়োয়ারী বণিক গদী ছাড়িয়া চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মশালা ও মন্দির নির্ম্মাণে মাতিয়া উঠিলেন।

মঠে প্রবেশকালে, কারুকার্য্যখচিত দারুনির্ম্মিত মনোহর বৃহৎ তোরণটি দেখিলে দাক্ষিণাত্য শিল্পের কথা মনে পড়ে। প্রাঙ্গণ মধ্যে কিন্তু, দক্ষিণের মন্দিরের ন্যায় উচ্চ মন্দিরও নাই কিংবা দুর্গা, গণেশ, কৃষ্ণ, রাধিকা, রাম, সীতার ন্যায় প্রচলিত দেব-দেবীর মূর্ত্তি নাই। তথায় মধ্যস্থলে ওঁকার নাথের মন্দির এবং এক কোণে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে, অনিরুদ্ধ, ঊষা, প্রদ্যুম্ন, চিত্রলেখা প্রভৃতি অভিধান হইতে সঙ্কলিত নূতন নূতন নামের মূর্ত্তি পূজিত হইতে দেখিলাম। হনুমানজীকে অন্যত্র পাঠাইয়া, পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর জন্য মন্দিরে কিছু স্থান সঙ্কুলান করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে, পার্শ্বের ঘরে

রাওল সাহেবের গদী ও বহির্ভাগে উহাঁদের সমাধি স্থান দেখিয়া ফিরিলাম।

স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ঘটনার উপযোগিতা উপলব্ধি হয়। শঙ্করাচার্য্য স্থাপিত উখীমঠে, আজ অক্ষয়-তৃতীয়ার দিনে, নৈকষ্য-কুলীন ব্রাহ্মণ বিজয়বাবুর কুমারী কন্যাকে সচন্দন পুষ্পমাল্য দিয়া শূদ্রাণীরা সকলেই পূজা করিলেন। তাহার পক্ষে, প্রণামী সংগ্রহের গুরুভার আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিলাম।

বেলা প্রায় বারটার সময় একজন শ্বেতাঙ্গ অশ্বারোহী আমাদের বাসার সম্মুখস্থ গলি দিয়া যাইতেছিলেন। ইঁহাকে দেখিবার জন্য সকলে উপর হইতে ঝুঁকিতে লাগিলেন। সাহেব যে কখনও কেহ দেখেন নাই তাহা নহে; তবে এরূপ দুর্গম ও নির্জ্জন স্থানে সাহেবের আবির্ভাব কেন, তৎসম্বন্ধে সকলের মনে ঔৎসুক্য জন্মিল। যাত্রীর সমাগম হইলে সমস্ত চটিতে মেথরেরা, চটিওয়ালারা এবং চৌকিদারেরা নিয়মমত কার্য্য করে কিনা, সে বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট পরিদর্শন করিয়া থাকেন। এই সাহেব একজন উচ্চ রাজ-কর্ম্মচারী এবং অস্থায়ীভাবে হিমালয়স্থ পান্থনিবাস-পরিদর্শক। হিমালয় ভ্রমণে আমরা দুইজন সাহেবের সাক্ষাৎ পাই। একজন একটি প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র বধ করিয়া যাত্রীদের পথ নিরাপদ করিয়াছিলেন (৫৪ পৃষ্ঠা) এবং আর একজন যাত্রীদের চটি স্বাস্থ্যসম্পন্ন কিনা ও চটির খাদ্য দ্রব্য মহার্ঘ কিনা তত্ত্ব লইতেছেন এবং তাহার প্রতিকার করিতেছেন। যদি লোক-সেবাই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে এই শ্বেতাঙ্গ পুরুষদ্বয় যথার্থই ধার্ম্মিক।

বৈকালে উখীমঠ হইতে বাহির হইয়া দূরবীণ সাহায্যে চতুর্দ্দিক

দেখিলাম এবং দৃশ্যটী অতি মনোরম লাগিল। সম্মুখে,—দূরে, গুপ্তকাশীর ক্ষুদ্র নগর; উখীমঠের পথটি একবার নীচে দিকে, একবার উপরে; কখনও পাহাড়ের অন্তরালে, কখনও আবার পাহাড়ের পার্শ্ব হইতে বাহির হইয়াছে। এইরূপ পথে এক মুখী লোক চলাচল একটি অভিনব দৃশ্য। কিয়দ্দূর যাইয়া, উপরোক্ত সাহেবের ব্যবহারের জন্য কতকগুলি শিবির দৃষ্টিগোচর হইল। আমরা ঘুরিয়া, ফিরিয়া, উঠিয়া ও নামিয়া প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার পথ অতিক্রম করিলে, দেখিলাম যে পুনরায় উখীমঠের নিকটে একটি উচ্চস্থানে আাসয়াছি। পথটির গতি ঠিকভাবে বর্ণনা করা দুষ্কর; তবে উদ্ভট উপমার সাহায্য লইলে এই বলা যায় যে একটি ছুঁচাবাজিতে অগ্নি সংযোগ করিলে উহার গতিবিধি যেরূপ হয়, উখীমঠ হইতে এক মাইল পথে আমাদের ভ্রমণও তদ্রূপ হইয়াছিল।

আর এক মাইলের পর হইতে Soap-stone (এক প্রকার পিচ্ছিল প্রস্তর-বিশেষ, যাহা কলিকাতার ময়দার প্রধান উপাদান) এর পাহাড় আরম্ভ। পথিমধ্যে এক যায়গায় মেরামত হইতেছে; তথায় অতি সাবধানে যাইলাম। পরেই এক দীর্ঘ উৎরাই; একে পিচ্ছিল তদুপরি উৎরাই, সেই জন্য দুই একজন আছাড় খাইল। দুর্গা চটিতে পৌঁছিয়া দেখি, বিজয় একটি দ্বিতল চটি পূর্ব্বাহ্নে অধিকার করিয়া আমাদের সকলকে ডাকিতেছে। যতীন বেহারা অল্প পরিশ্রমে উৎরাই পথ আসিয়া, বাসায় নিশ্চিন্তমনে বসিয়া পান দোক্তার মৌজ করিবে, এমন সময় দেখিল তাহার পানের ডিবা কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

চটিওয়ালা আমাদের অনেক লোক দেখিয়া আটার দাম চড়াইয়া ছিল; কাণ্ডীওয়ালাদের নিকট এই বিষয়ে আপত্তি শুনিয়া দোকান দারকে ঘর ছাড়িয়া দিবার ভয় প্রদর্শন করিলাম। তাহাতে সে আমাদের থাকিতে অনুরোধ করিল এবং আটার ন্যায্য দাম লইল।

১৫ই মেঃ—বৈজ্ঞানিক যুগে superstition (কুসংস্কার) এর দাস হওয়া নিন্দার কথা। নতুবা আমরা সকলেই স্বীকার করিব যে, সে দিন নিদ্রাভঙ্গে কোন কু-লক্ষণযুক্ত ব্যক্তির মুখ নিশ্চয়ই দর্শন করিয়াছিলাম; ফলে সমস্ত দিন ও রাত্র নানাবিধ বিপদ ও অশান্তিতে কাটিয়াছিল। প্রথমতঃ, যাত্রা করিবার সময় হইতে মধ্যে মধ্যে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি। একে এঁটেল মাটির পথ, তাহার উপর বারিপাত; সুতরাং পিচ্ছিল পথে, ভিজিতে ভিজিতে, পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতে হইল। দুই একজন পদস্খলিত হইয়া সামান্য আঘাতও পাইলেন। দ্বিতীয়তঃ, শিমূল বিদেশ বি-ভূমিতে আহারাদি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন করিতে চাহে না; পেঁড়া, পাঁপরভাজা ইত্যাদি যথাক্রমে সে চালাইয়াছিল। কিন্তু আজ হজ্মীগুলি, আগ্নেয় ভস্মাদিতে কিছুতেই কিছু হইল না। তাহার স্বকৃত উদরপীড়ার জন্য সে বিশেষভাবে তিরস্কৃত হইল এবং তাহার আহারের প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা হইল। তৃতীয়তঃ, কিয়দ্দূর গমন করিলে, ভীষণ মড্ মড়্ শব্দে একটি বিশাল মহীরুহ সম্মুখে ভূপতিত হইয়া, সকলের শরীর কণ্টকিত করিল। ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম যে বর্ষা ও পিচ্ছিল পথের নিমিত্ত অতদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই।

এইরূপে বোদা চটির পরে পোখিবাসা চটিতে একেবারে উঠিলাম।

চটিতে অনেক শূন্য ঘর আছে বটে, কিন্তু কোনটারই মেঝে শুষ্ক ও পরিষ্কার নহে; তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত একটি ভাল স্থান নির্ব্বাচিত হইল। এরূপ শীতল ও আর্দ্রস্থান শীঘ্র পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছায়, খিচুড়ীর বন্দোবস্ত হইল; তুঙ্গনাথ যাইবার জন্যও রন্ধনের কিছু তাড়াতাড়ি ছিল। চটিওয়ালাকে বাদলার দিনে ফুলুড়ি ভাজিতে দেখিয়া, জলযোগের জন্য মোহনভোগ প্রস্তুত করিতে আমরা একান্ত অনিচ্ছুক। সে ভাজিয়া, একসের ওজন করিয়া দিয়া, পুনরায় ভাজিয়া শেষ করিতে না করিতে, আমরা ফুলুড়িগুলি নিঃশেষ করিলাম। তিন সের এইরূপে যোগাইবার পর, তাহার ডালবাটায় অনাটন পড়িল। পরিবেশন-কার্য্যে লোককে অপ্রস্তুতে ফেলা অনুচিত বলিয়া, আমরা স্থগিত দিলাম।

নির্জ্জন, নিস্তব্ধ, নিস্পন্দ অরণ্যের বৃক্ষচ্ছায়াতল দিয়া দ্বিপ্রহরে ভ্রমণ করিতে করিতে গোকুল ও পুন্নন চটি পাইলাম। জঙ্গলময় পথে অন্য জনপ্রাণীর সহিত সাক্ষাৎ বিরল। বনস্থ সুদীর্ঘ তরুরাজি, নানাবিধ পল্লব এবং নানাবর্ণের পুষ্প সম্বন্ধে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করিতে করিতে এবং তুঙ্গনাথ কতদূরে, উহার রাস্তা কিরূপ চড়াই ও তথায় বরফ কিরূপ স্তূপীকৃত হইয়া আছে, এই সমস্ত বিষয় লইয়া বিবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে সকলে চলিলাম। নীরব নিবিড় অরণ্যের মধ্যে কোলাহল বেশ মধুর লাগিল।

ক্রমশঃ চৌবাত্তার ধর্ম্মশালাগুলি দৃষ্টিপথে পড়িল। তুঙ্গনাথ শৃঙ্গে আরোহণ করিতে হইলে, চৌবাত্তা চটিতে বিশ্রামপূর্ব্বক যাত্রা করিতে হয়। আমরাও তাহাই করিতাম, কিন্তু পূর্ব্ব কথিত

অসুবিধার তাড়নায় তিন মাইল আসিয়াই পোথিবাসায় আশ্রয় লইয়াছিলাম। ইন্দোর ও গোয়ালিয়র রাজের, অহল্যাবাইএর এবং সাধারণ ধর্ম্মশালা ব্যতীত চৌবাত্তায় অনেক থাকিবার ঘর আছে। এই স্থানে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া, একদিকে নিম্নস্থ বনস্থলীর দৃশ্য এবং অপরদিকে উত্তুঙ্গ ভূধরশ্রেণীর মহীয়সী মূর্ত্তি অবলোকন করিলে কে না মোহিত হইবে? কার না দগ্ধ-হৃদয় শীতল হইবে?

বেলা ৩টা হইয়াছে; আর কাল বিলম্ব না করিয়া মানসিংহের সহিত তুঙ্গনাথে উঠিবার পরামর্শ হইল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম "পাহাড়ের উপর উঠিতে ও ফিরিতে কয়টা বাজিবে?"

মানসিং। পৌঁছানেসে আঁধার হো যাগা, ঔর্ ফির্নেকো ভারী রাত্ হোগা।

আমি। তুঙ্গনাথের চড়াই কি কেদারের চেয়ে বেশী?

মানসিং। তুঙ্গনাথজী সব্ সে উঁচা হ্যায়্। হুজুর, জর্মান্ কি লড়াই, তুঙ্গনাথ্ কী চড়াই।

আমি। তাহ'লে আমাদের দ্বারা তুঙ্গনাথ উঠা হইবে না। বিজয় বাবু যায়, যাউক।

মানসিং। ঠাকুর্কো বাৎ ছোড়্ দে জিয়ে।

বিজয়ের দ্রুত চলনের সুখ্যাতি মানসিং প্রায়ই করিত। কেদারের অভিজ্ঞতা ও বৃদ্ধ মানসিংহের পরামর্শ অনুসারে, কেহ যখন তুঙ্গনাথ যাইতে সম্মত হইল না, তখন বিজয় একাকী যাত্রা করিল; অবশিষ্ট সকলেই ভীমগোড়ার পথ ধরিল। বহুদূর পর্য্যন্ত চড়াই উঠিয়া, সু-উচ্চ পর্ব্বত শিখর হইতে দেখিলাম—চারিদিকের ব্যোম-

চক্র অবধি গিরিশৃঙ্গের অনন্ত তরঙ্গমালা। অর্ণবযানের মাস্তুল হইতে দেখিলে, যেরূপ উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষোভিত সমুদ্রের দিক্‌দিগন্ত-ব্যাপিনী বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি দর্শককে হত-বুদ্ধি করিয়া দেয়, সেইরূপ এই শৈল-সমুদ্রের শব্দহীন নিশ্চল পাষাণ তরঙ্গরাশি আমাদের যেন চেতনা লোপ করিয়া দিল। আমরা স্থিরনেত্রে মূঢ়ের ন্যায় কতক্ষণ সেই দিকে চাহিয়াছিলাম, জানি না। সংজ্ঞাপ্রাপ্তি হইলে, দূরবীণ তুলিয়া রাখিয়া উৎরাই নামিতে লাগিলাম। অবশেষে ভীমগোড়ায় এক শীতল অপ্রিয় পান্থশালায় বাসা লইলাম।

তুঙ্গনাথ হইতে সদ্য-প্রত্যাগতা ৬নৈকা বঙ্গনারী আমাদের বাসায় আশ্রয় লইয়া সংবাদ দিলেন যে আমাদের এক বাবু সন্ধ্যার সময় তুঙ্গনাথের উপরে উঠিয়াছেন এবং আশঙ্কা করিলেন যে তিনি অন্ধকারে কি প্রকারে ফিরিবেন। আটটা বাজিয়া গেল, তবু বিজয় ভায়া ফিরিতেছে না; ইহাতে সকলে চিন্তিত হইলেন। আমাদের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, মানসিং ও আর একজন লোক দুইটা লণ্ঠন ও লাঠি লইয়া সন্ধানে বাহির হইল। প্রায় নয়টার সময়, বিজয় শীতার্ত্ত, তৃষ্ণার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত অবস্থায় চটিতে প্রবেশ করিল। তখনই অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসাইয়া উহাঁকে গরম চা পান করিতে দেওয়া হইল। কিছু প্রকৃতিস্থ হইলে, তুঙ্গনাথ ভ্রমণের রোমাঞ্চকর বৃত্তান্ত তিনি বর্ণনা করিলেন। তিনি বলিলেনঃ—"চৌবাত্তায় তোমাদের নিকট হইতে পৃথক হইয়া, দুই মাইল পথ বেশ প্রশস্ত ও সামান্য চড়াই পাই। ডানদিকে পর্ব্বত ও বামদিকের ভূমি পুষ্করিণীর পাড়ের ন্যায়, অল্প অল্প নামিয়াছে। এই ঢালু জমিতে উলু খড়ের

মত এক প্রকার গাছ প্রচুর দেখিলাম। দুই মাইল উপরে একটি মনোরম সমতল স্থান; তথায় সকলেই বিশ্রাম করিয়া থাকেন। তাহার পরে এক মাইল পথ কিছু সরু এবং তাহাও বরফাচ্ছাদিত। কিন্তু সামান্য-পার্শ্বস্থ উলুখড়ের উপর দিয়া চলিলে পদস্খলিত হইবার ভয় নাই। কেবল মন্দিরের দ্বারের সম্মুখভাগ হইতে বরফ পরিষ্কার করা হইয়াছে; অপর ঘরগুলি এবং মন্দিরের অপরাংশ এখনও তুষারাবৃত। মন্দির হইতে কিছু নিম্নে বামদিকে ধর্ম্মশালা; দক্ষিণ দিকে নামিবার পথ।

সন্ধ্যা আগত-প্রায় দেখিয়া প্রত্যাগমনের আয়োজন করিতে হইল। কিন্তু তখনও পানীয় জলের অভাবে ক্লান্তি ও পিপাসা দূর করিতে পারা যায় নাই। অধিকন্তু দারুণ শীতে হস্তপদাদি অবশ-প্রায়; শরীর গরম করিবার জন্য সিগারেট * ধরাইতে গিয়া দিশালাইয়ের কাঠি পর্য্যন্ত যথাশক্তি ধরিতে পারি নাই। অঙ্গুলি সমুচয় তীক্ষ্ণ শীতে সম্পূর্ণ জড়ত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক প্রথম এক মাইল বেগে নামিলাম; পশ্চাতে আমার বিদেশী সঙ্গী, তিন জন সন্ন্যাসীবেশে বাঙ্গালী। এইবার সামান্য জঙ্গলে অন্ধকারে প্রবেশ করিলাম। কিছু পরে রাস্তা দুই মুখে গিয়াছে এবং আকাশ হইতে ক্ষীণালোক আসিতেছে মাত্র। এখন কোন্ অজ্ঞাত দিকে যাওয়া হইবে, ইহা এক কঠিন সমস্যা। দায়ে পড়িয়া ভগবানকে স্মরণ করিলাম এবং দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে এ সংসারে ভগবান আমাদের না চালাইলে এক পা অগ্রসর হইবার

* ১৯২৬ সালে বিলাতী সিগারেট বর্জ্জন হয় নাই।

শক্তি নাই। সুতরাং সঙ্গীদিগকে আমার চক্ষু বাঁধিয়া দিতে বলিলাম ও বদ্ধ-চক্ষু অবস্থায় কয়েক চক্র ঘুরিয়া যে পথের সম্মুখে স্থির হইলাম, সেইটিই বিধাতাপ্রদর্শিত মার্গ বলিয়া মনে হইল। এই অপ্রশস্ত সোপানের ন্যায় পথ দিয়া কিছুদূর যাইয়া একটি বৃক্ষহীন গোচারণ-ভূমিতে পড়িলাম। এখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে; এক হস্ত দূরের জিনিষও দৃষ্টির অগোচর। এই মাঠ হইতে বাহির হইয়া, অতিকষ্টে একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া নামিলাম। বামদিকে অভ্রভেদী পর্ব্বত এবং দক্ষিণদিকে অতলস্পর্শী খাদ। সঙ্গে আলোক নাই বা এদেশীয় পথপ্রদর্শক নাই। উপায়বিহীন হইয়া সিঁড়ির উপরে বসিলাম এবং সাথীগণকে দূরে দূরে থাকিয়া বসিতে বলিলাম। ইহাতে নিজে পড়িয়া যাওয়া কিংবা অপরকে ধাক্কা দেওয়ার সম্ভাবনা অনেকটা দূরীভূত হইল।

অন্ধের যষ্টিই সম্বল; এই গাঢ় অন্ধকারে, দীর্ঘ যষ্টিখানি সম্মুখে ও দুই পার্শ্বে ঘুরাইয়া আমি অনুভব করিলাম যে বামদিকে পর্ব্বত, সম্মুখে সিঁড়ি ও ডানদিকে খাদ। এইরূপে অনুভব করিতেছি, নামিতেছি ও চীৎকার করিয়া সঙ্গীগণকে জানাইতেছি। এইভাবে কিয়ৎক্ষণ অবতরণ করিয়া আর এক বিপদ। সম্মুখে ভূমি স্পর্শিত হইতেছে বটে, কিন্তু দক্ষিণে ও বামে কিছুই নাই। তবে কি এই পথ শেষ হইল?—ইহার পর গভীর খাদ?—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেশালাই বাহির করিলাম। করতল মর্দ্দন করিয়া কিছু গরম করিলাম এবং অতি কষ্টে দেশালাই জ্বালিবা মাত্রই, প্রবল বায়ুতে উহা নির্ব্বাপিত হইল। পর্ব্বতোপরিস্থ ঝটিকায় তিন চারি বার

উহা জ্বালিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইলাম। আবার চারিদিকে লাঠি ঠুকিয়া দুই এক ধাপ অতি সাবধানে নামিলাম। তাহার পর বোধ করিলাম যে সিঁড়ি বামদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে এবং যষ্টিদ্বারা আমার অনুমানের সত্যতা প্রমাণিত হইল। পশ্চাতের লোকদিগকে তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিলাম যে বামদিকে সিঁড়ি ঘুরিয়া গিয়াছে। রাত্র প্রায় সাড়ে আটটা পর্য্যন্ত এইভাবে নামিয়া, দূরে আলোক রশ্মির সন্ধান পাইয়া Paradise Lostএর Satanএর ন্যায় "Hail holy Light" বলিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলাম। আলোক ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইল এবং মানসিংহের স্বরও কর্ণগোচর হইল। তখন আলোক সাহায্যে একে একে পর্ব্বত নিম্নে আসিয়া, গিরিতলে একটি মৃত সর্প দেখিয়া সকলেই চম্‌কাইয়া গেলাম; শুনিলাম মানসিংহ উহাকে সদ্য নিহত করিয়া উপরে উঠিয়াছে। সর্পাঘাতে মৃত্যু হইতেও মধুসূদন আজ আমাদের রক্ষা করিলেন।"

বিজয় ভায়াকে মনে করাইয়া দিলাম যে বাস্তবিকই সেদিন প্রাতে নিদ্রাবসানে কাহার মুখ কুক্ষণে দেখিয়াছিলাম। এখন রাত্রিটা ভালয় ভালয় কাটিলে হয়।



ভীষণ জঙ্গল, বিচিত্র সুদীর্ঘ তরুরাশিতে পরিপূর্ণ (১০৭ পৃষ্ঠা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

(১) ভীমগোড়া	(৭) সিয়া
(২) মণ্ডল	(৮) পিপুলকোটি
(৩) সেট্‌না	(৯) গরুড়গঙ্গা
(৪) গোপেশ্বর	(১০) পাতালগঙ্গা
(৫) লালসাঙ্গা	(১১) ঝরকুলা
(৬) মঠ	(১২) জোশীমঠ

ভীম গোড়া চটিতে এত শীত যে রাত্রিতে সুনিদ্রা হয় নাই। ঘরের মধ্যে ধুনি জ্বালিয়া, অগ্নির চারিদিকে বসিয়া, সকলে হাত পা সেঁকিয়াছিলাম। পরে অধিক রাত্র হইলে, কন্‌কনে কম্বল শয্যায় শুইয়া কম্বল মুড়ি দিয়াছিলাম। পায়ে মোজা, গায়ে সোয়েটার ও বনাতের কোট, হাতে দস্তানা, গলায় কমফর্টার ও মাথায় হনুমান টুপি দিয়াও বুকের মধ্যে গুড়্‌গুড়্‌ করিয়াছিল। কিন্তু নিদ্রাদেবীর নীরব স্পর্শে কখন নিদ্রা যাইলাম, জানি না।

১৬ই মে ঃ—অদ্য ক্রমশঃ উৎরাই নামিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে ভীষণ জঙ্গল, বিচিত্র সুদীর্ঘ তরুরাশিতে পরিপূর্ণ; তাহারা প্রেতলোকের অধিবাসীর ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া তলদেশের ছায়া, অন্ধকার ও আর্দ্রতার উপর আধিপত্য করিতেছে। ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির নিবাস, জঙ্গল দর্শন পূর্ব্বে ভাগ্যে ঘটে নাই; ইহা দেখিয়া মনে বিস্ময় ও আতঙ্কের উদ্রেক হইল এবং হৃদয়ও এক অপূর্ব্ব

প্রীতিতে পরিপ্লুত হইল। এখানে জঙ্গল বা পাঙ্গরবাসা চটি আছে। আরও সাড়ে তিন মাইল যাইয়া ভীষণ উৎরাই এর পর নদীতটে মণ্ডল চটিতে আশ্রয় লইলাম। রুদ্রনাথের মন্দির যাইতে হইলে, এইস্থান হইতে যাত্রা করিতে হয়।

ইহা অপরিষ্কার হইলেও নিতান্ত ছোট চটি নহে; চটিতে অনেক দোকান আছে; মেঠাই এবং দধিও পাওয়া গেল। এতদিন অন্য কোন চটিতে দধি দেখি নাই। নদী সন্নিকটে পাইয়া, অনেকে তথায় অবগাহন স্নান করিলেন এবং ময়লা কাপড় সাবান দিয়া পরিষ্কার করিলেন। কেদার বদরীর পথ সর্ব্বত্র নদীর পার্শ্ববর্ত্তী হইলেও, ঝরণার নল-নিঃসৃত জলে স্নান করিতে হয়, কারণ অধিকাংশস্থলে স্রোতস্বিনী গভীর নিম্নে প্রবাহিতা। পার্ব্বতীয়েরা সলিলকে 'নারায়ণ' জ্ঞান করে এবং ঝরণা হইতে জল আনিয়া অন্যত্র প্রক্ষালণাদি শৌচকার্য্য সম্পন্ন করে। কিন্তু নির্ব্বোধ বা দুষ্ট লোকে প্রায়ই মলত্যাগান্তে এই জল অপবিত্র করিয়া দেয়। তজ্জন্য হিতৈষী ধনবান্ ব্যক্তিগণ বহুদূরস্থ দুর্গম উৎপত্তিস্থানে নল (water pipe) বসাইয়া ঝরণার জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করণান্তর সাধারণের বিশেষ কল্যাণসাধন করিয়া-ছেন।

বৈকালে বাহির হইবার পূর্ব্ব হইতেই, আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন এবং দুই এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়িতেছিল। এতাদৃশ অপরিষ্কার একতলা চটিতে রাত্রিবাস হইতে পারে না, আর বৃষ্টিতে ভিজাও বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। মানসিং কিন্তু বলিল "বারিষ্ নেই হোগা"

অর্থাৎ মেঘের গর্জ্জন হইলেও অদ্য বৃষ্টি হইবে না। বিজয় ভায়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল "নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে"; কেননা তাহার এই ধারণা যে মানসিং আবহাওয়া সম্বন্ধে সমস্তই আন্দাজে বলে। যাহা হউক মণ্ডল চটি হইতে বিদায় লইবার পূর্ব্বে উভয়ে বাজি রাখিল।

কিছু দূর যাইয়া একটি ভাঙ্গা পুল পাইলাম; কিন্তু আমরা বড় বড় পাথরের উপর দিয়া ওপারে যাইলাম। অনেক শস্য-ক্ষেত্রময় সমতল ভূমি অতিক্রম করিতে করিতে দেখিলাম মেঘের পরিমাণ কমিয়া আসিতেছে। দেড় মাইল অন্তর আরাম, পালটি ও সেট্না চটি পাইলাম। সেট্নাতে আকাশ একেবারে পরিষ্কার এবং নীলাকাশ হইতে ষষ্ঠীর চন্দ্র, মানসিং এর বাজিতে জয়লাভ ঘোষণা করিল। চটির পশ্চিম দিক খোলা থাকাতে, ঘরগুলি চাঁদের আলোয় ভরিয়া গেল।

১৭ই মে ঃ—প্রায় দেড় মাইল শস্যপূর্ণ উপত্যকা-ভূমির উপর দিয়া হর্ষ-কোলাহল করিতে করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু পরে হরিষে বিষাদ হইল। গোপেশ্বরে একটি বড় দোকান হইতে চিকি সুপারি ক্রয়ান্তে ফিরিয়া, আমাদের দলে তুমুল কলহ চলিতে দেখিলাম। দুই একজন অন্ধকারে লাঠি খুঁজিয়া না পাইয়া, পূর্ব্ব চটি হইতে রিক্তহস্তে বাহির হইয়াছিলেন এবং নির্ব্বিবাদী "কালকাকীর" লাঠিগাছটি নিজের লাঠি বলিয়া, একজন বল-পূর্ব্বক আদায় করিয়াছিলেন। এই ব্যাপার লইয়া প্রচণ্ড বাদানুবাদ অনেকক্ষণ চলিতেছিল; অর্দ্ধঘণ্টা পরে কালু তিনটি লাঠি, হস্তে

লইয়া আসিতেছে দেখিয়া, ইহার মীমাংসা হইয়া গেল। সমস্ত মাল গুছাইবার সময় কালু তিনটি লাঠি মশারীর ভিতর হইতে পাইয়াছিল। পূর্ব্বে অনেকবার উল্লেখ করিয়াছি যে রাত্রে আমরা মশারীর পর্দ্দা ঝুলাইয়া চটির উন্মুক্ত ভাগটি ঘেরিতাম এবং মশারীর তলদেশ উড়িবে না বলিয়া লাঠির দ্বারা চাপিয়া রাখিতাম (৭১ পৃষ্ঠা)। কালুর হস্তস্থিত সেই লাঠিগুলি দর্শনমাত্র দোষী ব্যক্তি লজ্জায় মৃতপ্রায় হইলেন। ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ গোলযোগ না হয়, তজ্জন্য ছুরি দ্বারা কাটিয়া বা ছিন্নবস্ত্র বাঁধিয়া লাঠিগুলি চিহ্নিত করা হইল। গামছা বিভ্রাটের আশঙ্কা করিয়া কলিকাতা হইতে বিভিন্ন বর্ণের গামছা আনা হইয়াছিল। সাদাধুতি বস্ত্র, গামছা ও হরিনামের মালা, এই তিনটি দ্রব্য চিহ্নিত না রাখিলে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঐ গুলি ব্যবহারের সময়, স্ত্রীলোক যাত্রীগণের মধ্যে রাগ-রাগিনীযুক্ত মৃদুমধুর কলরব উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গোপেশ্বরের দেবালয় বৃহৎ এবং পুরাতন। ইহার প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকস্থ ঘরগুলি দেখিয়া মনে হয় ইহা এককালে গৌরবময় এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল। কোন প্রাচীন ঐতিহাসিক রহস্যজড়িত একটি বৃহদাকার লৌহ ত্রিশূল প্রাঙ্গণে বর্ত্তমান। প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে রাওল সাহেবের গদি। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে বনমধ্যস্থ একটি শিলাখণ্ডোপরি প্রত্যহ একটি নির্দ্দিষ্ট গাভীর দুগ্ধ ক্ষরণ হইত। গ্রামবাসীরা এই অদ্ভুত ঘটনার বিষয় অবগত হইয়া, ভীষণ অরণ্যকে জনপদে পরিণত করণান্তর, তথায় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া উক্ত শিলার নাম গোপেশ্বর মহাদেব রাখিয়াছিলেন।

দুই মাইল উৎরাই চলিয়া দূরে নদীতটে একটি বৃহৎ চটি দেখিলাম। ইহার পুরাতন নাম চামোলী, আধুনিক নাম লালসাঙ্গা। লাল বর্ণের সাঙ্গা অর্থাৎ সেতু নির্ম্মিত হওয়ার পর হইতে পাহাড়ীরা দ্বিতীয় নামটী ব্যবহার করিলেও, গবর্ণমেণ্ট চামোলী নাম প্রচলিত রাখিয়াছেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ইহা হেড্ কোয়ার্টার; এখানে পোষ্টাফিস, তারঘর, হাঁসপাতাল ও আদালত আছে। দোকানে ঝুরিভাজা, ডালভাজ, বালুশাই ও অন্যান্য মিষ্টান্নাদি কিনিলাম। কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালা ও দুই তিন খানা বড় দোকান চামোলীতে আছে। সব্‌ডিভিসন্ হিসাবে ইহা বিশেষ বড় সহর নহে; শ্রীনগর, দেবপ্রয়াগ বা উখীমঠ ইহা অপেক্ষা অনেক বড়।

বদরীর দিকে যে রাস্তা দিয়া অগ্রসর হইতেছি তাহার অপর পারে লালসাঙ্গা এবং ধর্ম্মশালাটিও নদীতট হইতে কিছু দূরে। সঙ্কল্পানুযায়ী চামোলীতে বিশ্রামের জন্য,এই পথটুকু বৃথা যাতায়াত করিতে অনেকেই সম্মত হইলেন না; সুতরাং travelling libraryর (ভ্রমণশীল পুস্তকাগার) ন্যায় ঝুরিভাজা ও ডালভাজার মোড়ক পথে যাইতে যাইতে বণ্টন করিলাম। নির্জ্জন হইলেও প্রকাশ্য পথে বাঙ্গালী রমণীরা আহার করিতে পারেন না; সুতরাং গোপনে সামান্য আহার করিয়া তাঁহাদের ক্ষুধার উপশম না হইয়া বরঞ্চ উহা বৃদ্ধি পাইল। তদুপরি জলাভাব বশতঃ পিপাসাও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ক্ষুধা, পিপাসা ও পর্য্যটনক্লান্তির সহিত অভিসন্ধি করিয়া, প্রখর সূর্য্যকিরণ তাঁহাদিগকে উৎপীড়িত করায় চামোলী হইতে মঠ চটি, এই দুই মাইল পথ অতি দীর্ঘ বলিয়া

বোধ হইল। আমি সত্বর মঠ চটিতে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া, তরকারী ও পানের সন্ধানে নিকটস্থ একটি বাগানে প্রবেশ করিলাম। বাগানের মালিক ১০০ পান চারি আনা হিসাবে এবং ৪।৫ শত পান লইলে তিন আনা হিসাবে দর দিল। সমস্ত জমির পান কিনিবার প্রস্তাব করায়, সে বিস্মিত হইয়া দুই আনায় এক শত হিসাবে বিক্রয় করিতে সম্মত হইল। অবশ্য তুলিবার মজুরী আমার লাগিল। আমি ও দুই একজনে বড় বড় পান তুলিতেছি, এমন সময় একজন আসিয়া বলিল "বাসায় হুলস্থূল কাণ্ড! বিজয় ঠাকুর, এত তাড়াতাড়ি চলার জন্য আপনার উপর ভয়ানক রাগিয়া গিয়াছেন।" আমি জানি যে দীর্ঘপথ অতিক্রম এই ক্রোধের কারণ নহে, কেননা সেটুনা হইতে মঠ চটি মোটে ৫॥ মাইল; লালসাঙ্গাতে তাঁহাদের বিশ্রাম না করাই অন্যায় হইয়াছে। কিছু দ্বিরুক্তি না করিয়া, ঘণ্টাখানেক এক মনে পান তুলিতে ও গণিতে লাগিলাম। পরে এগার শত পান সহ চটিতে আসিয়া, কাহারও ক্রোধের লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। জলযোগ ও বিশ্রামের পর সকলেই সুস্থ হইয়াছেন। শিমুল চারিদিকে ঘুরিয়া বেগুন, ছোট ছোট মূলা এবং টোমেটো সংগ্রহ করিল এবং সরিষার তৈল, আলু, কুমড়া ও শীম সম্মুখস্থ দোকানে পাইলাম। নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি রন্ধনে বেলা হইল এবং বৃষ্টির জন্য দুই বেলাই এখানে বিশ্রাম করিলাম।

১৮-ই মে ঃ—নিয়মিত সময়ে সকলেই যাত্রা করিলাম। সিন্‌কা চটির এক মাইল পরে, দুগ্ধ-সলিলা বিরহীগঙ্গাতটে সতীর

বিরহে মহাদেব তপস্যা করেন। শঙ্করের তপশ্চারণের জন্য এইস্থান যত না প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, ততোধিক কীর্ত্তি, এই নদীর ভীষণ বন্যা ১৮৯৪ সালে, এখানে রাখিয়া গিয়াছে। অবিশ্রান্ত বারিবর্ষণান্তে, দশ সহস্র ফুট দীর্ঘ একটি পর্ব্বতাংশ স্থানচ্যুত হইয়া, মহেশ্বরের প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক বিরহী-গঙ্গা গর্ভে আত্মবিসর্জ্জন দেয়। উক্ত পাতালস্পর্শী নদীর স্রোত রোধ করিবার জন্যই যেন ৯০০ ফুট উচ্চ এই বিরাট পর্ব্বতস্তূপ বদ্ধ-পরিকর। নদী গর্ভস্থ সেই বিশাল শিলারাশির পাদদেশ ১১০০০ ফুট এবং শিরোভাগ প্রায় ২০০০ ফুট বিস্তৃত। এতাদৃশ অভূতপূর্ব্ব বাঁধ সৃজনের সঙ্গে সঙ্গে, নদীর জল উক্ত স্থান হইতে নদীর উৎপত্তি স্থানাভিমুখে বৃদ্ধি পাইয়া, ক্রমশঃ হ্রদে পরিণত হইতে লাগিল। ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই ঘটনার পরেই, দৈনিক জল-বৃদ্ধির পরিমাণ লক্ষ্য করিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট, ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রিপোর্টে প্রকাশ যে, হ্রদ পরিপূর্ণ হইয়া যখন উহার জলরাশি উক্ত মৃত্তিকাবহুল বাঁধ অতিক্রম করিবে, তখন মৃত্তিকা-বন্ধন ধৌত হইয়া অসংলগ্ন শৈল-স্তূপটি ৯০০ ফিট গভীর জলের কল্পনাতীত চাপে বহুক্রোশ পর্য্যন্ত অপসারিত হইবে। এবং প্রায় ১ বৎসরের সঞ্চিত জলরাশি উন্মুক্ত দ্বার প্রাপ্ত হইয়া ভীষণ বন্যার আকার ধারণ করিবে ও সুদূরব্যাপী উভয় তীর ধ্বংস করিতে করিতে প্রচণ্ড বেগে বন্যার জলরাশি ধাবিত হইবে। গভর্ণমেণ্টের আদেশে উভয় তীরের বহুদূর পর্য্যন্ত গ্রামগুলি জনশূন্য করা হইয়াছিল এবং চামোলী হইতে হরিদ্বার পর্য্যন্ত প্রধান

প্রধান নগরে, বন্যার বেগ পরিদর্শনার্থ ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ সালের ২২শে আগষ্ট তারিখে ঘোষিত হইল যে দুই দিনের মধ্যেই ভীষণ বন্যা হইবে। ২৫শে আগষ্ট তারিখে প্রাতঃকালে বাঁধের উপর দিয়া নদী প্রবাহিত হইয়া, ১৮ ঘণ্টার মধ্যেই গভীর নিশীথে, ভীম গর্জ্জনে পর্ব্বত-বন্ধন নিক্ষিপ্ত হইল এবং ভীষণ বন্যা বহুদূর পর্য্যন্ত স্থান প্লাবিত ও ধ্বংস করিল। পরদিন প্রাতে শ্রীনগরের সন্ধান পাওয়া গেল না; চামোলীর বাজারের অস্তিত্ব নাই ও বিভিন্ন স্থানের সেতুগুলি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। এমন কি হরিদ্বার পর্য্যন্ত, মাসাবধি জনশূন্য বহুস্থান এখন গ্রামশূন্য হইল। অপর দিকে হ্রদের জল ৩৯০ ফিট নামিয়া গিয়াছে এবং ১০,০০০,০০০,০০০ ঘন ফিট জল বাহির হইয়া গিয়াছে। গোহনা নামক গ্রামের নিকট এই হ্রদের উৎপত্তি হয় বলিয়া হ্রদটির নাম "গোহনা হ্রদ" এবং ঐতিহাসিক বন্যাটি "গোহনার বন্যা" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সিন্‌কা পার হইয়া সিয়া চটিতে গরম দুগ্ধ ও টাট্‌কা জোয়ারের মোয়া দিয়া জলযোগের ব্যবস্থা হইল; কারণ উৎকৃষ্ট ঘৃতপক্ক হালুয়াতে সকলের অরুচি জন্মিয়াছে, কিন্তু চা'য়ে নহে। বিজয় ভায়া সপরিবারে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদের জলখাবার দাণ্ডীতে লইয়া পরবর্ত্তী চটি ধোপিঘাটে পৌঁছিলে, উঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার স্ত্রীর পায়ে ক্ষত সত্ত্বেও দাণ্ডীতে উঠিবেন না; অনেক পীড়াপীড়ির পর মত দিলেন।

দুই মাইল পরে বেলা এগারটায় পিপলকোটির এক দ্বিতল কামরায় উঠিলাম। জল কিছু দূরে থাকাতে মূল্য দিয়া কয়েক কলসী জল আনিতে হইল। পিপলকোটি বেশ গুল্‌জার চটি; একটি অপ্রশস্ত পথের দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ দোকানে পুস্তক, দেবতাদের ছবি, খেলনা, মৃত জন্তুর বিবিধ চর্ম্ম, চামর, কস্তূরী, নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। চর্ম্ম, চামর ও কস্তুরীর মূল্য অতি সুলভ। বসাক্‌স্‌ পুয়োর ফার্ম্মাসীতে উৎকৃষ্ট কস্তুরী ক্রয়ের জন্য একজন কস্তুরীওয়ালার নাম ধাম লিখিয়া লইলাম।

সকালে ৭ মাইলের উপর আসিয়াছি; সেই জন্য বৈকালে চারি মাইল পরে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশালা পাওয়াতে গরুড়-গঙ্গাতেই রাত্রিবাস স্থির করিলাম। কোঠা-ঘর ও সম্মুখে প্রশস্ত বারাণ্ডা; কিন্তু রন্ধনশালা রাস্তার অপর পার্শ্বে ও দূরে। বৈকালে ভাত রাঁধিবার প্রয়োজন না থাকাতে, ঘরের মধ্যেই ষ্টোভ্‌ জ্বালিয়া, লুচি তরকারী প্রস্তুত হইল।

বারাণ্ডার দিকে মশারী ঝুলাইয়া ঘরে পরিণত করিয়া, পুরুষেরা তথায় শয়ন করিলেন এবং স্ত্রীলোকেরা ঘরের মধ্যে রহিলেন। বেশ আরামেই সকলে নিদ্রা যাইতেছিলেন, কিন্তু আমাকে বারে বারে উঠিতে হইয়াছিল। মশা কিংবা ছারপোকার দৌরাত্ম্যে নহে; তদপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাদায়ক, পিশু নামে খ্যাত, হিমপ্রধান দেশের এক প্রকার কীটের জন্য। সাদা সোয়েটারের মধ্যে শ্বেতাঙ্গ পিশু এমন নিশ্চল ভাবে থাকে যে তাহার অন্বেষণ পাওয়া যায় না; কিন্তু তাহার সূচ্যগ্র কৃষ্ণবর্ণ মুখ থাকাতে, সামান্য আয়াসে

উহা লক্ষীভূত হয়। চটিওয়ালাদের চেটাই কিংবা কাণ্ডী হইতে যাত্রীদের বস্ত্রাদিতে উহারা আশ্রয় লয় এবং তীব্র দংশন দ্বারা তাঁহাদিগকে সমধিক বিব্রত না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। বিজয় ভায়ার কন্যার পৃষ্ঠদেশ এত দংশন করিয়াছিল যে উহা ক্ষতে পরিণত হইয়াছিল।

১৯শে মে ঃ—ঊষার আলোক প্রকাশ হইতে না হইতে কাষ্ঠ সেতু পার হইয়া আমরা গরুড়-গঙ্গায় স্নান করিলাম এবং প্রত্যেকে প্রথম ডুবেই এক একটি উপলখণ্ড নদীগর্ভ হইতে উত্তোলন করিলাম। প্রবাদ এইরূপ যে উক্ত প্রকারে সংগৃহীত গরুড়-শিলার মাহাত্ম্যে কোন সর্প দংশন করিবে না বা নিকটে পর্য্যন্ত আসিবে না। প্রবাদটির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিতে না জন্মিতে গরুড়-নদীতটে যষ্টির আঘাতে একটি সর্পকে নিহত করিতে দেখিয়া, বুঝিলাম যে গরুড়শিলা অপেক্ষা যষ্টির প্রভাবই অধিক এবং স্থির করিলাম যে সদ্য-সঙ্কলিত উপলখণ্ড রাশি নদীগর্ভে নিক্ষেপ করাই সমীচীন। সে যাহা হউক, স্নানান্তে পাকা ঘাটের উপরিভাগে গরুড় মন্দিরে পূজা দিয়া যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বদিন কাণ্ডীওয়ালারা গরুড়জীর প্রসাদ পাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায়, পূজার জন্য তাহাদের হস্তে ২৲ দিয়াছিলাম।

কিয়দ্দূর চড়াই উঠিয়া দীর্ঘতরুরাজিমধ্যস্থ পথ দিয়া চলিলাম। গাছগুলি প্রকাণ্ড, দীর্ঘকায় এবং ইহাদের কাণ্ডগুলি অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত দেখিয়া ইহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। মানসিংহ বলিল, "ঈ চের্ কো পেঁড়্ হ্যায়।" পেঁড় অর্থে গাছ এবং চের্ অর্থে

চেরী (=cherry)। দাণ্ডী নামাইয়া চেরী বৃক্ষের কিয়দংশ কাটিয়া আনিয়া উহা জ্বালিয়া দিল। বাতির মত অতি সহজে উহা জ্বলিল এবং উহার শিখা হইতে বহু ধূম নির্গত দেখিয়া বুঝিলাম যে এই কাষ্ঠে তৈলভাগ প্রচুর।

দুই মাইল পরে টাংনী চটি; এখান হইতে দুই মাইল উৎরাইএর পর পাতাল গঙ্গা। এতদিন যেরূপ কঠিন উপাদানে গিরিশ্রেণী গঠিত দেখিতেছিলাম, এখানকার পর্ব্বতগুলি সেরূপ নহে। ইহা-দিগকে প্রস্তর-মিশ্রিত মৃত্তিকার পাহাড় বলিলেও চলে। বদরিকা পর্য্যন্ত এইরূপ পর্ব্বতমালাকে, এদেশের লোকেরা কেদারের ন্যায় অত্যুচ্চ পর্ব্বতাপেক্ষা অধিক ভয় করে; কারণ ঝড়ে ও বৃষ্টিতে ইহার প্রস্তর গড়াইয়া পড়ে এবং ইহা প্রায়ই ধসিয়া যায়। সুতরাং আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে এই স্থান হইতে বদরিকা পর্য্যন্ত পথটুকু বিপজ্জনক থাকে। অতি ভয়ে ভয়ে পথটি পার হইয়া, নদীতটে পাতাল গঙ্গা চটিতে আশ্রয় লইলাম।

চটির ঘরখানি বড়, কিন্তু অপরিষ্কার। এখানে শীল, নোড়া পাওয়াতে পোস্তদানা বাটিবার সুযোগ হইল; গুঁড়া মশলা কলিকাতা হইতে লইয়া যাওয়ার নিমিত্ত শীল, নোড়ার অভাব বোধ করি নাই। অন্যান্য তরকারীর অভাব পূরণার্থ খানিকটা আমসত্ত্ব ভিজাইয়া দেওয়া হইল; শিমূল এবং কালুর সু-দৃষ্টিতে পড়িয়া দশসের আমসত্ত্বের বিপুল কলেবর দিন দিন হ্রাস হইতেছিল। পানের সম্পূর্ণ অযোগ্য এক ঘড়া কর্দ্দমাক্ত জল, একজন কুলী নদী হইতে আনিয়া দিল। পর্ব্বতগুলির পূর্ব্বোক্ত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে

নদীতে অনবরত মৃত্তিকা ধৌত হইয়া আসিতেছে। পরে সন্ধান পাইলাম যে নিকটে একটি স্বচ্ছ সলিলের ধারা প্রবাহিত হইতেছে।

অল্প অল্প বৃষ্টির নিমিত্ত সকালে মোটে ৪ মাইল আসিয়াছি। তজ্জন্য আহারাদি বারটার মধ্যে সম্পন্ন হওয়াতে, তিনটার পূর্ব্বে চটি ত্যাগ করিলাম। চারি মাইল চড়াই পথে গুলাবকোটি ও হিলাং চটি অতিক্রম করিলাম। হিলাং হইতে কিছু নিম্নে কর্ম্মনাশা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল ও তন্নিকটে নিবিড় বনে ৺কল্পেশ্বর মহাদেবের মন্দির। এই লিঙ্গমূর্ত্তি পঞ্চ কেদারের মধ্যে একটি। পঞ্চকেদারের ন্যায় পঞ্চবদ্রী আছেন; তন্মধ্যে তুই বদ্রী এই স্থানের নিকটে। প্রায় তিন মাইল দূরস্থ খনোটি চটি হইতে নির্গত একটি রাস্তায় ধ্যান-বদ্রী আছেন। আরও তুই মাইল পরে ঝারকুলা চটি হইতে এক মাইল দূরে রাস্তার নীচে অনীমঠে বৃদ্ধবদ্রী বিরাজ করিতেছেন। জোশীমঠের অর্দ্ধ মাইল পূর্ব্বে একটি সহজ রাস্তা পাহাড়ের নীচে দিয়া বিষ্ণুপ্রয়াগাভিমুখে গিয়াছে। হিলাং বা কুমার চটি হইতে জোশীমঠ পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তা সমতল ভূমিতে; পথটি যেন বাঙ্গলার গ্রাম্য পথ বলিয়া ভ্রম হয়।

জোশীমঠে প্রবেশ করিবার পূর্ব্ব হইতেই বড় বড় দোকান, সুন্দর সুন্দর গোলাপের বাগান, সুরম্য অট্টালিকা, সুসজ্জিত ডাক-বাঙ্গলা ইত্যাদি এই চটির প্রাধান্য জ্ঞাপন করিল। পরে পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ আফিস, হাঁসপাতাল, বড় বড় ধর্ম্মশালা, সারি সারি খাবারের দোকান ও প্রাচীন মন্দিরাদি দর্শন করিয়া এই সহরটিকে উত্তরাখণ্ডের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠস্থান বলিয়া বিবেচিত হইল।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য স্থাপিত জোশীমঠ, তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। বৌদ্ধপ্রভাব হইতে ভারত-ভূমিকে মুক্ত করিয়া, তথায় হিন্দুধর্ম্ম পুনঃ প্রতিষ্ঠার্থ ইনি সমগ্র ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ কালে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্রের অসাধারণ পণ্ডিতগণকে তর্ক যুক্তিতে পরাস্ত করিয়া সেই সকল স্থানে মঠ স্থাপনা করেন। ভারতের পূর্ব্ব সীমায় শ্রীক্ষেত্রে গোবর্দ্ধন মঠ, দক্ষিণ প্রান্তে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে শৃঙ্গেরি মঠ, পশ্চিম-দিকে দ্বারকাধামে সারদামঠ এবং উত্তরা খণ্ডে জোশীমঠ (=জ্যোতিষী মঠ বা জ্যোতির্ম্মঠ ?)। পদ্মপাদ, সুরেশ্বর, হস্তামলক এবং তোটকাচার্য্য নামধেয় চারিজন প্রধান শিষ্যের হস্তে যথাক্রমে উক্ত মঠগুলি পরিচালনার গুরুভার শঙ্করাচার্য্য অর্পণ করিয়া যান। উক্ত অধ্যক্ষগণের শিষ্যেরা স্ব স্ব পরিচয় প্রদানার্থ, ভিন্ন ভিন্ন উপাধি অদ্যাপি ধারণ করিয়া আসিতেছেন; যথাঃ—পদ্মপাদের শিষ্য—বন ও আরণ্য; সুরেশ্বরের শিষ্য—সরস্বতী, ভারতী ও পুরী; হস্তামলকের শিষ্য—তীর্থ ও আশ্রম; তোটকের শিষ্য—গিরি, পর্ব্বত ও সাগর।

ঠিক সন্ধ্যার সময় কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালায় দ্বিতলে দুইটী সজ্জিত ঘর পাইলাম। ধর্ম্মশালার লোকেরা দুই ঘরে সতরঞ্চ বিছাইয়া দিল এবং একটি ঝুলান ল্যাম্প জ্বালিয়া দিল। জিনিষপত্র রাখা হইলে, ধূপ, দীপ, পুষ্পমাল্য, সুপারি, পৈতা, রুলি ও আল্‌তা লইয়া মন্দির গুলি দর্শন করিতে বাহির হইয়া, নৃসিংহদেব ও বদ্রী-নাথের কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখিলাম। নৃসিংহদেবের একটি হস্ত ভগ্নাবস্থায় সংলগ্ন দেখাইয়া পাণ্ডারা বলিলেন যে উহা ভবিষ্যতে

স্খলিত হইলে বদরিকার পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে এবং তখন আদি বদ্রী বা ভবিষ্য-বদ্রীর পূজা চলিতে থাকিবে। কার্ত্তিক মাস হইতে ছয় মাস কাল বদরিকা তুষারগর্ভে থাকিলে জোশীমঠে বদ্রীনাথের পূজা হইয়া থাকে। নৃসিংহদেবের চতুর্দ্দিকে রাম, সীতা, কৃষ্ণ, বলরাম, কুবের, উদ্ধব, গণেশ ও গরুড়জীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহার সম্মুখেই রাস্তার অপর ধারে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া যে প্রাঙ্গণে পড়া যায়, তথায় একটি গৃহে পিত্তলের তুইটী গোমুখ দিয়া জলধারা পড়িতেছে।

জোশীমঠে এক দেবী-মন্দিরে পুরাকালে প্রত্যহ নরবলি হইত। সম্ভবতঃ বৌদ্ধেরা সেই দেবীকে স্থানান্তরিত করিয়া, কুসংস্কার সম্ভূত এই পৈশাচিক কাণ্ড নিবারণ করেন।

দর্শনাদি করিয়া ফিরিতে রাত্র হইল এবং বাসার সম্মুখে গরম পুরী, তরকারী, পাঁপরভাজা, মেঠাই ইত্যাদি পাওয়া গেল; সুতরাং রন্ধন করা হইল না। জোশীমঠে শীত থাকিলেও ঘরের মধ্যে কম্বলমুড়ি দিয়া নিদ্রা যাওয়াতে, শীতের জন্য কোন কষ্ট হয় নাই।

২০শে মে ঃ—টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডারের জন্য জোশীমঠে একাকী দশটা পর্য্যন্ত থাকিব জানিয়া, কিছু বেলা পর্য্যন্ত আমি শয্যাত্যাগ করিলাম না। আহারাদির ব্যবস্থার জন্য মানসিংহকে বলিলাম, "তোমরা প্রত্যহ নিজেদের জন্য যেরূপ আহারের আয়োজন কর, ঠিক সেইরূপ যদি করিতে পার, আমি তোমাদের আতিথ্য স্বীকার করিতেছি, নতুবা নহে।" মানসিং "যো হুকুম" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "খানা কোন্ বখত্ লে



ঈ সব্ ছোঁড়ী কশ্বী (১২১ পৃষ্ঠা)।

আয়েগা ?” উত্তরে বলিলাম “সাড়ে নয়টায়”। গাড়োয়াল জেলার লোকেরা পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে না আসিয়াও সময়ের মূল্য জানে। মানসিং নির্দ্দিষ্ট সময়ে নানাবিধ ব্যঞ্জন, পুরী, ভাজা, ডাল, আচার, বড়া, পাঁপরভাজা, বালুসাই, মেঠাই ইত্যাদি এক বৃহৎ থালায় আনিয়া সম্মুখে রাখিল। আয়োজন সম্বন্ধে কথার বিপরীত কার্য্য দেখিয়া আমি তাহাকে মৃদু তিরস্কার করিলাম। সে সবিনয়ে উত্তর করিল, “এক্ রোজ কা ওয়াস্তে গরীব্ কো খানা কেয়া খিলায়েগা।” এই অন্যায় কর্ম্মের জন্য জোর করিয়া তাহার হস্তে একটা টাকা গুঁজিয়া দিলাম।

সত্বর টেলিগ্রাফ করিয়া দাণ্ডীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কয়েক পদ গিয়াছি, এমন সময় ম্যাক্‌বেথের তিনটী আইনের ন্যায় তিনটি ষোড়শী পার্ব্বত্য রমণী গিরি গাত্র হইতে নামিয়াই সম্মুখে হাসিমুখে দাঁড়াইল। ভিক্ষুকবোধে তাহাদিগকে পয়সা দিতে দেখিয়া মানসিং বলিয়া উঠিল, “হাম্ লোগ্ আগাড়ী চলা যাতা হ্যায়; আব্ হিঁয়া রহিয়ে” এবং কাণের কাছে আস্তে আস্তে বলিল, “ঈ সব্ ছোঁড়ী কশ্‌বী।” আমি বুড়াকে, কৃত্রিম কোপে ধমক্ দিয়া বলিলাম, “বেলা হয়েছে—জল্‌দী কর—দাণ্ডী নামাও, আমি উঠি।”

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

(১) বিষ্ণুপ্রয়াগ (৪) পাণ্ডুকেশ্বর
(২) বলদোড়া (৫) রামবাগাড়
(৩) ঘাট চটি (৬) হনুমান
(৭) বদরিকাশ্রম।

জোশীমঠ হইতে দুইটী পথ দুই দিকে গিয়াছে। দক্ষিণ দিকের পথে নিতিপাস হইয়া তিব্বত যাওয়া যায়। ভবিষ্যবদ্রীর মন্দির এই গিরিপথে বিদ্যমান। আমরা বামদিকে বদরিকার পথ ধরিলাম। তীর্থযাত্রীর যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাওল সাহেব বাম দিকের রাস্তা মেরামতের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতেছেন এবং তিব্বতপ্রান্ত গমনাগমনের জন্য গিরিসঙ্কটবহুল নিতিপাসের পথ সংস্কারের খরচপত্রাদি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নির্ব্বাহ করেন। উৎরাই পথে দুই মাইল পরে বিষ্ণুপ্রয়াগ ও আরও এক মাইল পরে বলদোড়া। তিন মাইল আসিয়াই ১৩০০ ফুটের অধিক নামিয়াছি; জোশীমঠ সমুদ্রবক্ষ হইতে ৬১০৭ ফিট উচ্চে এবং বলদোড়ার উচ্চতা ৪৭৪৩ ফুট। ইহা হইতে স্থানটি কিরূপ উৎরাই তাহা বোধগম্য হইবে। ভীষণ উৎরাইএর পরেই তিন মাইল ভীষণ গিরিসঙ্কট পার হইয়া ঘাট চটি। উভয়তীরস্থ অভ্রভেদী পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে স্বল্প ব্যবধান, তাহার অধিকাংশ স্রোতস্বিনীর অধিকারভুক্ত। যাতায়াতের নিমিত্ত পর্ব্বতগাত্র স্থানে স্থানে ছেদন করিয়া সংকীর্ণ পথ

নির্ম্মিত হইয়াছে। বিরাট ভূধরশ্রেণী যেন পথিকদিগকে নীরবে গ্রাস করিতে আসিতেছে; স্থানটি এরূপ ভয়াবহ যে ভাষায় বলা যায় না। বরাবর ৬ মাইল আসিয়া, যৎপরোনাস্তি ক্লান্ত বাহকগণ ঘাট চটিতে এক ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিল। কাকভূষণ্ডী যাইবার পথ এখান হইতে কিছু দূরে নদীর অপর পারে অবস্থিত; উহা অতিক্রম করিয়া প্রায় দুইটার সময় পাণ্ডুকেশ্বরে উপনীত হইলাম।

এখানে কালীকম্বলীর ধর্ম্মশালায় সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া একদিকে আমরা ও অপরদিকে কাণ্ডীওয়ালারা বাসা লইয়াছিল। পৌছিবা মাত্র শুনিলাম যে, ধর্ম্মশালার চৌকিদার কাণ্ডীওয়ালাদিগকে চটি হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার জন্য দাঙ্গা হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে জর্ম্মাণযুদ্ধ হইতে প্রত্যাগত, মাধবানন্দ নামে আমাদের একজন বাহকের নিকট পাহাড়ী চপেটাঘাতের আস্বাদন পাইবামাত্র, সে ফাঁড়ির দিকে যাত্রা করিয়াছে। আমরা যথাকালে চটি ছাড়িয়া যাইলেও, পুলিশের লোক ছাড়িবার পাত্র নহে; গ্রেপ্তার করিবার জন্য সে সঙ্গে সঙ্গে এগার মাইল দূর বদরিকা পর্য্যন্ত গিয়াছিল। কিন্তু তথাকার ফাঁড়িতে মোকদ্দমা ডিশ্‌মিশ্‌ হইল; কারণ মাধবানন্দ পুলিশের পিতৃদেব সমরবিভাগের ভূতপূর্ব্ব সৈনিক।

ঐতিহাসিক গবেষণার অনেক উপাদান পাণ্ডুকেশ্বরে আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি তাম্রফলক এস্থলে উল্লেখযোগ্য। পাণ্ডারা বলেন উক্ত ফলকগুলি পাণ্ডুরাজাপ্রদত্ত; কারণ তিনি নিকটেই তপস্যা করিতেন এবং তাঁহার নামানুসারে স্থানটী অদ্যাপি

পাণ্ডুকেশ্বর নামে খ্যাত। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে ফলকগুলি ভূমিদানের দলিল ব্যতীত আর কিছুই নহে। পুরাতন দুইটী মন্দিরে ধাতুনির্ম্মিত যোগবদরী ও শ্রীবিষ্ণু অধিষ্ঠান করিতেছেন এবং সম্মুখে বিস্তর শালগ্রামশিলার যথাবিধি পূজা হইতেছে।

চটি হইতে বৈকালে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও বহির্গত হইয়া এবং সকলে দ্রুতবেগে চলিয়া, রামবাগাড় চটিতে দেখিলাম ধর্ম্মশালাটি লোকে পরিপূর্ণ। চটিওয়ালার বিশেষ দয়ায়, অতি কষ্টে একখানি অপরিষ্কার, ক্ষুদ্র ও আর্দ্র ঘর মিলিল। সম্মার্জ্জনীর সাহায্যে অপরিচ্ছন্নতা এবং দোহারা কম্বলের দ্বারা মেঝের আর্দ্রতা দূর হইল বটে, কিন্তু ঘরের ক্ষুদ্রতার অভাব পূরণের জন্য রীতিমত ইঞ্জিয়ারিং বিদ্যার আবশ্যক। ১১ ফুট × ১১ ফুট ঘরে ভৃত্যবাদে ১৭ জন স্ত্রীপুরুষের শয়নের বন্দোবস্ত করিবার জন্য, অনেক গবেষণার পর ঘরের মধ্যভাগে দুই শ্রেণী বালিশে মস্তক স্থাপন করিয়া, দুই সারি লোককে স্ব স্ব দেওয়ালের দিকে পদ প্রসারিত করিতে বলিলাম। ঘরের এক অংশে, উপাধান শ্রেণীর উভয় দিকে স্ত্রীলোকেরা এবং অবশিষ্টাংশে ৪ জন পুরুষ এইরূপ ভাবে শয়ন করিলেন যাহাতে দুইজন পুরুষ স্ব স্ব পত্নীর পার্শ্বে স্থান পাইলেন। মাথায় মাথায় পাছে ঘাত প্রতিঘাত হয়, সেই জন্য দীর্ঘকায়ের শিরের অপরদিকে খর্ব্বকায় ব্যক্তির মস্তক স্থাপিত হইল। এক কথায়, বাক্সের মধ্যে ঔষধের শিশি যেরূপ হিসাবে রাখিয়া, প্যাক করা হয় ইহাও তদ্রূপ হইল। এ ক্ষেত্রে নগেন বাবু ও বিজয় ভায়া buffer state হইয়াছিলেন।

২১শে মেঃ—দুখ-নিশি কাটিয়া অদ্যকার সুপ্রভাতে সকলের মুখ হর্ষে উৎফুল্ল, কারণ আর আট মাইল ব্যবধানে বদরিকাধাম। আনন্দের বেগ ক্ষিপ্রকারিতায় পরিণত হইয়া, সকলের উদ্যম ও উৎসাহের মাত্রা বৰ্দ্ধিত করিল। দ্রুত যাইবার জন্য দাণ্ডি ফেলিয়া পদব্রজেই যাইলাম। ৩ মাইল চড়াইএর পর হনুমান চটিতে মধ্যাহ্ন ভোজনের আয়োজন হইল। ইহার নিকটস্থ স্থান মরুত রাজার যজ্ঞস্থল এবং সন্নিহিত পৰ্ব্বত বৈখানস মুনিগণের তপস্যাভূমি এইরূপ পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন। হনুমানজীর মন্দির দর্শন করিয়া, আহারাদির পর পুনরায় যাত্রা করিলাম। বরফের উপর দিয়া চলিবার অভিজ্ঞতাবলে, মধ্যে মধ্যে অনতিদীর্ঘ তুষার ক্ষেত্রে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই বাক্যের সার্থকতা সাধন করিবার জন্য, পথিকগণের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া এবং লাঠির ভর দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রায় চারি মাইল আসিবার পর, রাস্তার একটি বাঁকের নিকট দেও-দেখনীতে (৭৮ পৃষ্ঠা) সকলকেই দাণ্ডী ও কাণ্ডী হইতে নামাইয়া দিল। এখান হইতে আনুমানিক এক মাইল দূরে মন্দিরশিখর দেখা যাইতেছিল। মন্দির নয়নগোচর হইলেই সকলে "জয় বদরী বিশাল কি জয়" বলিয়া চীৎকার করিলেন। পথিমধ্যে ঋষিগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থলের সন্নিকট একটি পুল পার হইলাম এবং সত্বর আমাদের তীর্থ-গুরু কৃষ্ণ ভট্টজীর কাষ্ঠনির্ম্মিত সুন্দর সুসজ্জিত গৃহে বেলা তিনটায় আশ্রয় লইলাম।

সমুদ্রবক্ষ হইতে ১০,২৮৪ ফিট উচ্চে অবস্থিত বদরিকাশ্রমের

অধিত্যকা দৈর্ঘ্যে প্রায় তিন মাইল এবং প্রস্থে এক মাইল। নর ও নারায়ণ নামে* পরিজ্ঞাত দুই অম্বর-চুম্বী তুঙ্গ-শেখর যথাক্রমে ইহার পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমায় স্বগর্ব্বে দণ্ডায়মান। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে তুষার-পাত, প্রস্তর-পাত বা অন্য কোন অনৈসর্গিক উপায়ে এই দুই তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত সংলগ্ন হইলে, ভবিষ্যতে বদরীনাথের পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। উপত্যকার মধ্যবর্ত্তিনী অলকানন্দা, অদূরে ঋষিগঙ্গায় মিলিত হইয়া ঋষি প্রয়াগ সৃজন করিয়াছে। পবিত্রতম শ্রেষ্ঠ তীর্থের এবম্বিধ পুণ্যময় সঙ্গমস্থলে, আমার ৺পিতৃদেবের দীর্ঘকাল-সংরক্ষিত একটি দন্ত, ভগবানকে স্মরণ করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। আমার নিকট যদপেক্ষা প্রিয় ও অমূল্য বস্তু সম্ভবে না, সেই পিতৃ-অঙ্গ দেবভূমিতে সংস্পৃষ্ট করিয়া মনে প্রভূত তৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করিলাম।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে শীতকালের ছয় মাস জোশীমঠে, ৺বদরীনাথের পূজা হইয়া থাকে। পুণ্যার্থীদের যাত্রা নিরাপদ করিবার জন্য, চৈত্র মাসের শেষে বরফ কাটিয়া ও তুষার-মগ্ন পথ উদ্ধার করিয়া, মন্দিরকে তুষারমুক্ত করা হয়। দেবালয়ের দ্বার প্রথম উন্মোচনের দিন শুভ বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়া।

আমাদের বাসা হইতে মন্দির পর্য্যন্ত, একটি অপ্রশস্ত পথের দুই পার্শ্বস্থ সারি সারি দোকানে পুরী, মেঠাই, দেবদেবীর ছবি, পূজার উপকরণাদি, সামান্য তৈজস পত্রাদি, কম্বল, শিলাজতু ইত্যাদি নানাদ্রব্য পাওয়া যায়। ছাগ পৃষ্ঠে আনীত উক্ত মালপত্র যে মহার্ঘ হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। দুর্ম্মূল্যতার কিঞ্চিৎ আভাষ

দিবার জন্য, কতকগুলি প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যতালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

চাউল	/১	৸৴৹	ঘৃত	...	/১	২॥৹
ডাল	/১	৸৹	চিনি	...	/১	৸৴৹
আটা	/১	॥১৹	কেরোসিন বোতল			।৵১৹
আলু	/১	।৴৹	লবণ	...	/১	॥৹

পাঁচটার সময় মন্দিরে যাইলাম এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আরতি দেখিয়া ফিরিলাম; শীতপ্রধান দেশ বলিয়া এখানে রাত্রিকালে পূজা হয় না। প্রাচীনকাল হইতে তিব্বত-বাসীরা বদরীনারায়ণের পূজা করিয়া আসিতেছিলেন। পাছে উক্ত দেবমূর্ত্তি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের হস্তগত হয়, এই আশঙ্কায় যখন তাঁহার আগমনবার্ত্তা উত্তরাখণ্ডে ঘোষিত হইল, তিব্বতীয় পূজারীগণ বিগ্রহটি অলকানন্দায় বিসর্জ্জন দিয়া পলায়ন করিলেন। শঙ্করাচার্য্য নদী হইতে উহা পুনরুদ্ধার করিয়া বর্ত্তমান স্থানে ইঁহার প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি মন্দিরাদিও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু বরফস্রোতের (Glacier) ভীষণ আঘাতে উহা ভগ্ন হইয়া যাওয়াতে, তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ উপস্থিত দেবালয় প্রস্তুত করেন।

২২শে মে ঃ—মাসাধিক পূর্ব্বে যে কঠোর সঙ্কল্প করিয়া গৃহত্যাগ করি, আজ বদরী বিশালের শ্রীচরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সেই ব্রত শুদ্ধদেহে ও পূতচিত্তে উদ্‌যাপন্ করা হইবে। পট্টবস্ত্র এবং গরম বস্ত্রাদির পুঁটলী লইয়া নগ্নপদে "তপ্তকুণ্ড" নামক এক উষ্ণ প্রস্রবণ অভিমুখে সকলে স্নানার্থ চলিলাম। রাস্তার একদিকে

মন্দির এবং অপরদিকে তপ্তকুণ্ডে নামিবার সোপানশ্রেণী। ১৬ ফুট দীর্ঘ ও ১৪ ফুট প্রস্থ তপ্তকুণ্ডে একটি শীতলধারা পড়িবার কারণ উষ্ণধারার উত্তাপ ১২১° ডিগ্রী (ফারেন্‌হিট্) হইতে অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে। এখানে জনৈক রাজা স্নান করিতেছিলেন বলিয়া, যখন আমি উষ্ণ জলে নামিতেছি, চাপরাশীর মত একজন হাঁকিল, "আব্ থোরা ঠারিয়ে; মহারাজ আভি আস্নান্ করতা হ্যায়্।" জলে নামিতে নামিতে বলিলাম যে "বদরিকাধামে কেহ রাজা নাই, সকলেই প্রজা।" ইহার সন্নিকটে নারদকুণ্ড, সূর্য্যকুণ্ড, গরুড়শিলা প্রভৃতি অনেক স্থান আছে এবং তথায় প্রণামী দিবার প্রথা আছে। দীর্ঘ সিঁড়ি অধিরোহণ করিলে ডান দিকে রাওল সাহেবের গদি।

গদির সম্মুখস্থ যে রাস্তা উত্তর দিকে তিব্বত পর্য্যন্ত গিয়াছে, তথায় প্রথমে "ব্রহ্মকপাল"। এখানে পিণ্ডদান করিলে গয়াতেও পিণ্ডদান নিষিদ্ধ, অন্ততঃ নিষ্প্রয়োজন। পাঁচ মাইল দূরে বসুধারার যে জলপ্রপাত ২০০ ফিট উচ্চ হইতে সশব্দে শিলাখণ্ডে পড়িতেছে তাহা দেখিবার সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে। এখানে বড় বড় বৃক্ষ উত্তাপাভাবে জীবিত থাকিতে পারে না; তজ্জন্য কণ্টক সমাকীর্ণ শুষ্ক ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা হয়। বসুধারা হইতে ১৩ মাইল তুষার ক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইলে সত্যপথ। এখানে ত্রিকোণাকার বৃহৎ একটি হ্রদ আছে। সন্ন্যাসীরা উপযুক্ত পরিমাণে গুড়, ছোলা এবং ঘৃতপক্ক আটা সঙ্গে লইয়া ও পর্ব্বত গুহায় রাত্রিযাপন করিয়া এতাদৃশ দুর্গম পথে যাতায়াত করেন।

স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূজার উপকরণাদি ক্রয়ের নিমিত্ত একটি দোকানে উপস্থিত হইলাম। দোকানদার তাহার একটি থালায় ঘৃত, নারিকেল, ছোলার ডাল, মিছরি, কর্পূর, হরিতকী এবং রেশমী বস্ত্র দিয়া সাজাইয়া দিল এবং বাসা হইতে আনীত তুলসীপত্র, পুষ্প, মাল্য, চন্দন, ধূপ, বস্ত্র, মিষ্টান্ন ও প্রণামী দ্বারা ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিলাম। এই প্রকার দ্রব্যাদির ভেট্‌কে থালিভেট্‌ বলে।

ইহা ব্যতীত "আট্‌কা ভেট" ও "গদীভেট্‌" আছে। প্রসাদ পাইবার ইচ্ছা হইলে রাওল সাহেবের গদীতে প্রসাদের দ্বিগুণ মূল্য জমা দিয়া রসিদ লইতে হয়। পর দিন সেই রসিদ দেখাইলে, প্রসাদ পাওয়া যায় কিংবা প্রাতঃকালে জমা দিলে, উহা বৈকালেও পাওয়া যায়। ইহার নাম "আট্‌কাভেট্‌", বিকল্পে "আট্‌কাভোগ।

রাওল সাহেবের গদীকে সম্মান প্রদর্শনার্থ যে ভেট্‌ তাহার নাম গদীভেট্‌; ইহা রাওল সাহেবের নিজ তহবিলে জমা পড়ে। আধ্যাত্মিক ভারতবাসী স্থূলকে বর্জ্জন করিয়া সূক্ষ্মকে চিরকাল অনুসরণ করিতেছেন। সেই জন্য উপস্থিত রাওল বা মোহান্ত মহারাজের দোষগুণ উপেক্ষা করিয়া, রিপুজয়ী অবতার শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত গদীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে অনেকে প্রয়াসী।

আমাদের সামান্য থালিভেট মন্দিরে জমা হইল এবং প্রসাদও পাইলাম। ভিড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া পূজা দেখিলাম ও মূর্ত্তিগুলিকে নিরীক্ষণ করিলাম। বদরিকাধামের দেবতাগণের যে চিত্র বাজারে প্রচলিত আছে, তাহা যেন দেবগণের সভার এক

প্রতিকৃতি। কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরস্থ বদরী নারায়ণের চিত্রাঙ্কিত সে সৌম্যমূর্ত্তি নাই; মূর্ত্তিটি একটি বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ কষ্টিপাথর। পূজার সময় চন্দনময় নাসিকা, ৩ ফুট উচ্চ এই শিলার উপর স্থাপন করা হয়। চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ত আদৌ নহে; রেখাঙ্কিত বাহুদ্বয় ক্রোড়ে ন্যস্ত করিয়া, বদরীনারায়ণজী পদ্মাসনে যেন সমাধিমগ্ন আছেন, এইরূপ মনে হয়। ডান দিকে কুবের ও নারদ, বামদিকে নর ও নারায়ণ এবং সম্মুখে উদ্ধব ও গরুড়মূর্ত্তি। সুবর্ণকমলখচিত রজত সিংহাসনে সকলেই অধিষ্ঠান করিতেছেন। উপরে কনকছত্র এবং চতুর্দ্দিক মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার ও রৌপ্য পাত্রাদিতে পরিপূর্ণ। বদরীনাথের শিরোপরি, একখণ্ড বৃহৎ উজ্জ্বল হীরকখণ্ডে শোভিত স্বর্ণমুকুট এবং তাঁহার অবয়ব নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত।

বাসায় ফিরিয়া, বসাকৃস্ পুয়োর ফার্ম্মেসী হইতে প্রেরিত ম্যালেরিয়া পিল এক শিশি পার্শেলে পাইলাম; কোন চিঠিপত্র বা টেলিগ্রাফিক মণিঅর্ডার আসে নাই। ডাকঘরে তদন্ত করিতে যাইলে বলিল, "দুই হাজার টাকার মণি অর্ডার একেবারে দিতে পারিব না, আজ আর কাল দুই দিনে দিব।" এই সমস্যার জন্য আমার ইঙ্গিত মত ৫০০ টাকা করিয়া চারিনামে পৃথক চারজন লোক মণি অর্ডার করিয়াছিলেন। চিঠিপত্রের অনুসন্ধান করাতে, পিয়ন এক ব্যাগ্ চিঠি ঢালিয়া দিবার পর, একে একে সমস্ত চিঠি খুঁজিয়াও আমাদের একখানা মিলিল না।

সমস্তদিন তাস খেলিয়া, বৈকালে আরতি দর্শন ও যথারীতি মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। রাত্রে পাণ্ডার লোকেরা যে অপর্য্যাপ্ত

প্রসাদ পাঠাইলেন, তাহা হইতে এক হাঁড়ি অন্ন ও এক হাঁড়ি ডাল মানসিংকে লইয়া যাইতে বলিলাম। অন্ন, ডাল, তরকারী খিচুড়ী, পাঁপরভাজা, বড়া, মালপোয়া, মেঠাই ইত্যাদি আমাদের সহযাত্রী ব্রাহ্মণ কন্যারা সকলকে বিতরণ করিলেন। শ্রীক্ষেত্রধামের ন্যায়, চতুর্ধামের শ্রেষ্ঠ তীর্থ বদরিকার প্রসাদ মহাপ্রসাদ বলিয়া গণ্য। স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে কথিত আছে যে যেখানে লক্ষীদেবী রন্ধন করেন, নারদমুনি নিবেদন করেন এবং নারায়ণ সেই অন্ন ভোজন করেন, সেখানে চণ্ডাল স্পর্শ করিলেও নারায়ণ-প্রসাদ দোষাবহ হয় না।" তথাপি কাহারও কাহারও মতে, মহাপ্রসাদের সাত্বিক গুণ শূদ্রস্পর্শে নিমেষে খণ্ডিত হইয়া, ইহা ব্রাহ্মণ ভোজনের অযোগ্য হয়।

২৩শে মে ঃ—নারায়ণের "নির্ব্বাণ মূর্ত্তি" দর্শন করিবার অভিলাষে, ভোর ৬টার পূর্ব্বে বাসা হইতে বাহির হই। আমরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পৌঁছিয়া, মন্দির মধ্যে নারায়ণের বন্দনা সঙ্গীত মধুর কণ্ঠে গীত হইতে শুনিলাম। স্তোত্রটি এই ঃ—

পবন মন্দ সুগন্ধ শীতল হেম-মন্দির-শোভিতম্।
নিকট গঙ্গা বহত নির্ম্মল শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্॥
শেষসমীরণ করত নিশিদিন ধ্যান ধরত মহেশ্বরম্।
শ্রীবেদ ব্রহ্মা করত স্তুতি শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্॥
ইন্দ্র, চন্দ্র, কুবের, দিনকর, ধূপ দীপ প্রকাশিতম্।
সিদ্ধ মুনি জন করত জয় জয় শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বম্ভরম্॥

শক্তি গৌরী গণেশ শারদ নারদ মুনি উচ্চারণম্।
যোগ ধ্যান অপার লীলা শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বস্তরম্॥
যক্ষ কিন্নর করত কৌতুক জ্ঞান গন্ধর্ব্ব প্রকাশিতম্।
শ্রীলক্ষ্মী কমলা চামর ঢোলে শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বস্তরম্॥
কৈলাসে একদেব নিরঞ্জন শৈল-শিখর মহেশ্বরম্।
রাজা যুধিষ্ঠির করত স্তুতি শ্রীবদ্রীনাথ বিশ্বস্তরম্॥
শ্রীবদ্রীনাথ স্তুতিপাঠে সর্ব্ব পাপ বিনাশনম্।
কোটি তীরথ হওত পুণ্যং প্রাপ্ত ইহ ফলদায়কম্॥

এস্থলে মন্দিরের অভ্যন্তরের কিছু বর্ণনা প্রয়োজন। রাস্তা হইতে প্রায় একতলা উচ্চে, সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া সিংহদ্বার ও ইহার পরে প্রাঙ্গণ। তথায় গরুড়ের প্রস্তর মূর্ত্তি, লক্ষ্মীদেবীর মন্দির ও ভোগের রন্ধনাগার। পূজার নিমিত্ত যে সমস্ত রন্ধনাদি হয়, তাহার চতুর্থাংশ বদ্রীনাথের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। অবশিষ্ট লক্ষ্মীর মন্দিরে থাকে এবং তথায় রাওল সাহেব যাইয়া ঐ দেবীকে সেগুলি নিবেদন করেন। মন্দিরটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমাংশের তিনদিকে বৃহৎ দ্বার; এই স্থানে বসিয়া কোন কোন ভক্ত গায়ক গায়িকা ভাবময় সঙ্গীত দ্বারা দর্শকবৃন্দের চিত্তাকর্ষণ করেন। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠের দুইটি দ্বার; একটি প্রথমাংশের দিকে এবং অপরটি তৃতীয়াংশের দিকে। প্রথমাংশে জনতা হইলে দ্বিতীয় অংশের দ্বারের সম্মুখে একটি স্থূল কাষ্ঠ-অর্গল ব্যবহৃত হয়; তদ্দ্বারা দ্বিতীয় বিভাগে যাত্রীরা অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিঘ্নে এবং স্থিরভাবে পূজাদি দর্শন করিতে পারেন। এখানে ভেট্ সংগ্রহ করিবার সিন্দুক থাকে

এবং বেদপাঠ হয়। তৃতীয় ভাগে বদ্রনাথজী ও দেবসভা। এখানে রাওল সাহেব এবং ইঁহার সহকারী ব্যতীত আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই, এমন কি সূর্য্যালোকেরও নহে।

স্নান, আরতি ও ভোগের দ্বারা বদরী নারায়ণের পূজা সম্পাদিত হয়। ইঁহার বেশভূষা উন্মোচন করিয়া, উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত নগ্ন শিলাখণ্ডের উপর লেপন করা হয় এবং কলসী কলসী অলকানন্দার নির্ম্মল জল ঢালিয়া ইঁহাকে স্নান করান হয়। এই সময়ের মূর্ত্তির নাম "নির্ব্বাণ মূর্ত্তি।" পূজারী ইহার পর দেবতাকে চন্দন মাখাইয়া, পুষ্প ও তুলসী মাল্য দিয়া ভূষিত করেন। রাওল সাহেব নারায়ণকে ঘৃত ও কর্পূর দীপ দ্বারা প্রচলিতভাবে আরতি ও পূজা করিয়া ভোগ দেন। নির্ব্বাণমূর্ত্তি দর্শনের সময় আমরা সকলে দূরবীণ ব্যবহার করিয়াছিলাম; তদ্দ্বারা নারায়ণের রেখাঙ্কিত শিলাখণ্ড মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম।

আলমোরা ও গাড়োয়াল জেলায় দেবোত্তর গ্রাম সমূহের রাজস্ব এবং মন্দিরের ভেট হইতে বদরীনারায়ণজীর বার্ষিক আয় ৮৪০০০৲ টাকা। ন্যূনাধিক ১৫০৲ টাকা প্রত্যহ পূজার জন্য ব্যয় হয় এবং রাওল সাহেবের মাসিক বেতন ২০০ টাকা লাগে। এতদ্ব্যতীত সহকারী রাওল সাহেব, অন্যান্য কর্ম্মচারী ও ভৃত্যগণের বেতন প্রদান এবং মন্দির সংস্কারাদিতে যথেষ্ট ব্যয় হইয়া থাকে।

বেলা এগারটার সময় ৫০০৲ টাকা হিসাবে চারি নামে ৪ খানি মণি অর্ডারের টাকা পাইলাম। গাড়োয়াল জিলা ব্যতীত অন্যত্র এত টাকা সঙ্গে রাখা নিরাপদ নহে। কুলীদের পাওনা

টাকা শোধ দিতে চাহিলাম; কিন্তু তাহারা মেহেলচৌরী ভিন্ন অন্যস্থানে ইহা লইতে স্বীকার পাইল না। অগত্যা উক্ত ২০০০৲ টাকা কয়েকজনের ভিতর বণ্টন করিয়া রাখিলাম।

২৪শে মে ঃ—আজ শেষদিন "তপ্ত কুণ্ডের" উষ্ণ জলে স্নান করিয়া এবং বদরি বিশালের নির্ব্বাণ মূর্ত্তি ও অনাড়ম্বর পূজা দর্শন করিয়া, সফলমনোরথোৎপন্ন বিমল আনন্দ সহ, চারি ধামের শ্রেষ্ঠ ধাম হইতে স্বগৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিব, এইরূপ স্থির করিলাম। বিদায়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে পাণ্ডার প্রতিনিধির নিকট "সুফল" লইলাম এবং তাঁহার হস্তে তীর্থগুরু-বিদায়ের প্রণামী অর্পণ করিলাম। প্রত্যেক যাত্রী সাধারণতঃ, স্বতন্ত্রভাবে গুরুর চরণে রজতখণ্ডরাশি রাখিয়া পদধূলি গ্রহণ করিয়া আশীর্ব্বাদ লইয়া থাকেন। এই নিয়ম দরিদ্র, অনভিজ্ঞ বা অসমর্থ যাত্রীর পক্ষে অনিষ্টকর মনে করিয়া আমি ইহার ব্যতিক্রম করিয়া থাকি। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন কিংবা গর্ব্বান্বিত ব্যক্তি সহযাত্রীদের নিকট নিজের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে, প্রায় অবস্থার অতিরিক্ত অর্থ পাণ্ডাকে দিয়া তৃপ্তিবোধ করেন। শুধু তাহা নহে, অপরের দক্ষিণা অল্পমাত্রা দেখিলে নানারূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেও কুণ্ঠিত বোধ করেন না। অসমর্থ ব্যক্তিদের দোষ যে আদৌ নাই, ইহাও বলা যায় না। তাঁহারা স্ব স্ব অর্থ-শক্তির সুবিচার না করিয়া, মনের দুর্ব্বলতা হেতু ধনীদের সমকক্ষ হইবার প্রয়াসী হন; অন্ততঃ তাঁহাদের অনুকরণ করেন। এই দুই অসঙ্গত ও অনিষ্টকর আচরণের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশে, আমি সকল যাত্রীকে তাঁহার দক্ষিণা

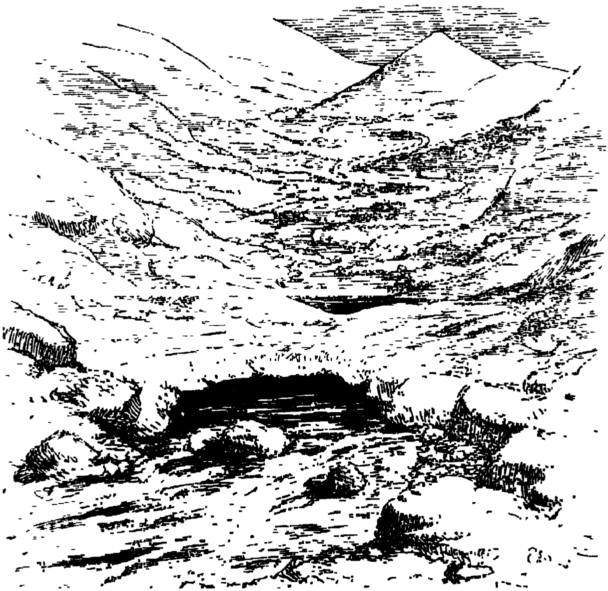
বা প্রণামীর টাকার পরিমাণ প্রকাশ করিতে নিষেধ করি এবং বস্ত্রাচ্ছাদিত একটি পাত্রাভ্যন্তরে নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়ী দক্ষিণা গোপনে রাখিতে বলি। সকলের অর্থ সংগৃহীত হইলে বস্ত্রোন্মোচন-পূর্ব্বক পাত্রস্থ দক্ষিণার টাকা সর্ব্ব সমক্ষে পাণ্ডাকে দেওয়া হয়। এই প্রথা অবলম্বন করিলে, পাণ্ডা ঠাকুর কোন এক জনকে পীড়াপীড়ি করিতে পারেন না। অধিকন্তু যাঁহারা মুরুব্বি হইয়া, অর্থোপার্জ্জনকল্পে অসহায় লোকদিগকে তীর্থে লইয়া যান, তাঁহারাও পাণ্ডার নিকট হইতে অধিক Commission (অসঙ্গত গুপ্ত পারিশ্রমিক) আদায়ের নিমিত্ত, যাত্রীগণের চক্ষুলজ্জার উদ্রেক করিয়া, অধিক দান করাইবার সুযোগ পান না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

(১) বদরিকা হইতে চামোলিতে প্রত্যাবর্ত্তন
(২) নন্দপ্রয়াগ (৬) ক্ষেতী মর্‌চি
(৩) সোনলা (৭ গোহার
(৪) কর্ণপ্রয়াগ (৮) ধূনার ঘাট
(৫) আদবদ্রী (৯) মেহেলচৌরী।

পূজনীয়দিগের পদধূলি গ্রহণান্তর সকলে "জয় বদরী বিশাল লাল কি জয়" বলিয়া, জয়ধ্বনি সহকারে দূর হইতে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া, প্রত্যাবর্ত্তনের পথ ধরিলাম। উৎরাই পথে শীঘ্রই ১১ মাইল বিনা কষ্টে আসিয়া, বৈকালে পাণ্ডুকেশ্বরে উপনীত হইলাম। যে চটিতে পূর্ব্বে বিবাদ হইয়াছিল তাহার সম্মুখের দ্বিতল গৃহে উঠিলাম এবং ভাগ্যক্রমে বৈকালে, আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত বলদেব বাবুর (৮৯ পৃষ্ঠা) সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। পথিমধ্যে তুষার-সেতুর নিম্নে এক নদী প্রবাহিতা দেখিলাম।

কয়েকদিন হইতে রাত্রে শুইবার সময়, শেষের ব্যক্তিগণের কম্বলের অভাব হইতে লাগিল। যথেষ্ট কম্বল থাকা সত্ত্বেও এতদিন পরে কেন এরূপ ঘটিতেছে, তাহার কারণ প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমশঃ দেখা গেল যে কেহ কেহ কম্বলকে ভাঁজ করিয়া ক্ষুদ্র বালিসে পরিণত করিতেছিলেন এবং সকলে নিদ্রা যাইলে, উহা পাতিয়া শয্যার কোমলতা বৃদ্ধি করিতেন। ইহার প্রতীকার মানসে



তুসার-সেতুর নিম্নে এক নদী প্রবাহিতা (১৩৬ পৃষ্ঠা)।

প্রত্যহ শয্যারচনা তত্ত্বাবধারণ করিতে হইত। পরে আর কাহারও কম্বলের অভিযোগ হয় নাই।

২৫শে মেঃ—ঘাট চটি হইতে বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্য্যন্ত, একজন পশ্চিমদেশীয় ভদ্রলোক আত্মগোপনান্তর বিজয় ভায়ার সহিত আলাপ করিয়া, নানারূপ কথোপকথন করিতে করিতে গিয়াছিলেন। তিনি বিদায় লইবার সময় জানা গেল যে C. I. D. (পুলিশের ডিটেক্‌টিভ্‌ বিভাগ) এর কর্ম্মচারী, নিরীহ যাত্রীদের মধ্যেও রাজনীতির তীব্র গন্ধের আঘ্রাণ পাইয়া, দুর্ভেদ্য পর্ব্বত-ব্যূহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পরাঙ্মুখ নহেন।

বিজয় বাবু ঘাট চটির কিছুদূরে নদীতটে আলোয়ান খানি রাখিয়া আহ্নিক সমাপন করিয়া, প্রায় এক ক্রোশ পথ আসিলে, তাঁহার স্মরণ হইল যে আলোয়ানটী আনিতে ভুল হইয়াছে। একজন কুলীকে পাঠাইলে জিনিষটা সম্ভবতঃ পাওয়া যাইত, কারণ এদেশের লোকেরা কোন দ্রব্য পথে পড়িয়া থাকিলেও স্পর্শ করে না। কিন্তু আমাদের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি নিশ্চেষ্ট থাকাতে, এই মনে হইল যে শীত বস্ত্র খানি কেহ তাঁহাকে পূর্ব্বে দান করিয়াছিলেন।

বেলা ১০টায় পঞ্চপ্রয়াগের অন্যতম বিষ্ণুপ্রয়াগে একটি অপরিষ্কার চটিতে উঠিলাম। এই তীর্থে সকলেই স্নান তর্পণাদি করেন, কারণ বিষ্ণুগঙ্গা নামে এক বেগবতী নদীর সহিত অলকানন্দা এখানে মিলিত হইয়া প্রয়াগ সৃষ্টি করিয়াছে। একটি কর্দ্দমময় স্রোত ও অপরটি অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল জলধারা। দেবপ্রয়াগ বা রুদ্রপ্রয়াগের ভীষণ তরঙ্গলীলা যেরূপ আমাদিগকে মুগ্ধ

করিয়াছিল, এই স্থানের অতলস্পর্শী সঙ্গমস্থলের মনোহর দৃশ্য তদপেক্ষা অল্প মোহিত করে নাই। নদীর দুই পার্শ্বস্থ উত্তুঙ্গ গিরিরাজ উক্ত প্রয়াগদ্বয় অপেক্ষা এস্থলের গাম্ভীর্য্য অনেক বৃদ্ধি করিয়াছে। জলধর বাবু যথার্থই বলিয়াছেন যে "কাব্যজগতে বিষ্ণুপ্রয়াগের মহিমা স্বপ্রকাশিত; তা কোন লেখকের লেখনীমুখে ব্যক্ত হোক্, আর নাই হোক্। বিষ্ণুপ্রয়াগকে প্রয়াগ শ্রেণীভুক্ত না করাতে অন্ততঃ এই প্রমাণ হয় যে 'কেদার খণ্ড' লেখক একজন চিন্তাশীল ও ভক্ত হোতে পারেন; কিন্তু তিনি কবি নন এবং কবিত্বের মাধুর্য্য ও গৌরব অপেক্ষা তিনি পৌরাণিক আধিপত্যকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চান। আজকাল প্রকৃতির জীবন্ত সৌন্দর্য্যের প্রীতিপূর্ণ স্নিগ্ধসত্তার পৌরাণিক প্রতিষ্ঠার উপর নিঃসঙ্কোচে রাজত্ব কোর্‌চে, সুতরাং এ যুগে বিষ্ণুপ্রয়াগকে প্রয়াগ-সমষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলে বেশী আপত্তি হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না।" উপরস্থ বিষ্ণুমন্দির হইতে পর্ব্বতগাত্র খোদিত করিয়া, ইন্দোর রাজমহিষী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত অগণিত সোপানশ্রেণীর নিম্ন সীমায় লৌহশৃঙ্খলদ্বয় স্নানার্থীর সাহায্যের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। তথাপি আমার মতে, এই দুরন্ত নদীর জল ঘটি করিয়া তুলিয়া স্নান করা উচিত।

একে ত পার্ব্বত্য স্রোতদ্বয়ের ভৈরব গর্জ্জনে কর্ণ বধির হইবার উপক্রম, তদুপরি রমণীরা রাঁধিতে রাঁধিতে এরূপ উচ্চ কলরব করিতেছেন যে পরস্পরের কথা সহজে শোনা যাইতেছে না। কিন্তু অন্ধের শ্রবণশক্তি এত তীক্ষ্ণ হয় যে তাঁহারা জটিল শব্দরাশির মধ্যে

পরিচিত স্বর চিনিতে সমর্থ হন এবং একবার যাহা শ্রবণ করেন, সেই স্বর কিছুকাল স্মরণ রাখিতে পারেন। আমাদের অন্ধ পাণ্ডাঠাকুর কৃষ্ণ ভট্টের দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইল। ইনি দেবপ্রয়াগে প্রায় একমাস পূর্ব্বে আমাদের অনেকের সহিত অল্পক্ষণ আলাপ করিয়াছিলেন ; আর আজ বার্ষিক আদায়ের জন্য বদরিকা অভিমুখে ঝাঁপানে আসিতে আসিতে, দূর হইতে আমাদের মিশ্রিত কণ্ঠস্বর তাঁহার কর্ণগোচর হইবামাত্র, কুলীদিগকে মদীয় বাসার সম্মুখে ঝাঁপান নামাইতে বলিলেন। আমাদের কুশলবার্ত্তা সঙ্ক্ষেপে জিজ্ঞাসা করিয়াই তীর্থ-গুরু প্রণামী চাহিলেন। আমরা বদরিকায় তাঁহার প্রাপ্য প্রণামী দিয়া আসিয়াছি বলাতে, তিনি টাকার পরিমাণ কত জিজ্ঞাসা করিলেন বলা বাহুল্য এই বিষয় জ্ঞাত হইবামাত্র বিরক্তির সহিত কুলীদিগকে ঝাঁপান উঠাইতে বলিলেন। ইনি আমাদের দল ভারী দেখিয়া, অন্ততঃ তিন চারি শত টাকা পাইবেন, এইরূপ সুখ-স্বপ্নে ছিলেন।

চক্ষুর অভাবে শ্রবণশক্তি বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বধির হইলে দৃষ্টি-শক্তির উন্নতি হয় কি না সন্দেহ। নতুবা শ্রবণসুখে বঞ্চিত আমাদের সেই "কালকাকী" চটিতে আমাদের লক্ষ্য না করিয়া, বেগে প্রায় ১ মাইল অগ্রে চলিয়া গেলেন কেন? বহু চীৎকার করিয়া এবং পরিশেষে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া অর্দ্ধক্রোশ দূর হইতে তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করান হয়।

বৈকালে জোশীমঠের পথে চড়াই উঠিতে উঠিতে, অনেকগুলি ঝরণার ছোট ছোট জলপ্রপাত উক্ত স্থান হইতে পড়িতে দেখিলাম।

এস্থান হইতে বরাবর সমতল পথে চলিতে চলিতে পথিমধ্যে একটি বড় দোকানে সুপক্ক বড় বড় নারেঙ্গা লেবু পাওয়া গেল। এখানে জনৈকা বাঙ্গালী স্ত্রীলোক দলভ্রষ্ট হইয়া, আমাদের সহিত কলিকাতা অবধি আসিবার প্রার্থনা করেন। "অজ্ঞাত কুলশীলকে বাসস্থান দেওয়া অনুচিত" এই হিতোপদেশবাক্য এবং আশ্রয়দান হিন্দুর ধর্ম্ম, এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য সেই রাত্র পর্য্যন্ত তাঁহার ভার লইতে স্বীকৃত হইলাম এবং পরে ফিরিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। কিন্তু পরদিন অতি প্রত্যুষে ঝরকুলা চটি হইতে, কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি চলিয়া যান।

সন্ধ্যা আগতপ্রায়, যখন ঝরকুলার এক নূতন চটিতে উপস্থিত হই। ইহার সব ভাল, কিন্তু কাণ্ডীওয়ালারা অভিযোগ করিল যে এখানে জল ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে। প্রত্যেক চটির পানীয় জল, আহার্য্য দ্রব্য ও পরিচ্ছন্নতা পরিদর্শন করিবার ভার চৌকিদারের উপর; সুতরাং জলাভাবের কারণ নবীন চটিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহার উত্তর হইতে বুঝিলাম যে চৌকিদারের নিজের চটিতে জলধারা অজস্র বহিয়া যাইতেছে, কিন্তু অপর দোকানদারের অসুবিধা করিবার জন্য পর্ব্বতোপরি প্রস্তরখণ্ড দ্বারা সে জলপ্রবাহ রোধ করিয়াছে। এই সমস্যা হইতে উদ্ধারের একটি কৌশল মনে উদয় হইল। কালু বেহারা কুলীদের মধ্যে পূর্ব্বেই রটাইয়াছে যে আমি একজন কলিকাতার জজ্‌সাহেব। আজ জজিয়তী অভিনয় করিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইলাম। চোখে চশ্‌মা আঁটিয়া, একটি চেয়ারে আড়ম্বর করিয়া বসিয়া চৌকিদারকে তলব

করিলাম। পার্শ্বে বিজয় ভায়া নোটবুক, পেন্সিল লইয়া নোট করিতে লাগিল, পশ্চাতে ও অপর পার্শ্বে যথাক্রমে শিমুল এবং নগেনবাবু। নিকটে বর্ষা হাতে করিয়া কালু আরদালী সাজিল। মানসিং ও কতিপয় দাণ্ডীওয়ালা চৌকিদারকে জজ্ সাহেবের অকস্মাৎ আবির্ভাবের এবং জলাভাবের সংবাদ দিবামাত্র, সে সভয়ে আসিয়াই বলিল, "হুজুর, পাহাড়ীয়া গাঁও কো আদ্‌মী বহুৎ বদ্‌মাশ্ হ্যায়্। উ লোক ক্ষেৎ কো বাস্তে পাণি বন্ কর্ দিয়া। হাম্ আদমী ভেজা হ্যায়, তুরণ পাণি আ যায়েগা।" তাহাকে অভয় দিয়া বলিলাম, "পিছে তোম্ বরাবর দেখেগা পাণি ঠিক্‌সে আতা কি নেহি। তোম্‌কো নাম লিখ্‌ওয়ায়্ দেও, হাম্ পরশু লালসাঙ্গা পৌছেগা।" খারাপ রিপোর্ট যেন তাহার নামে না হয়, তজ্জন্য সে অনেক মিনতি করিতেছে এমন সময় মানসিং খবর দিল "বহুৎ পাণি আ গিয়া।" শীতল জল পাইয়া, জজ্ সাহেব সুমিষ্ট নারেঙ্গা লেবুর উপাদেয় সরবৎ প্রস্তুত করিলেন এবং দলের সকলকে উহা বিতরণ করিলেন।

২৬শে মে ঃ—দৈবক্রমে সকালে কুমার চটির নিকট উক্ত চৌকিদারের ঊর্দ্ধতন এক কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হয়। তাহাকে ঝরকুলার জলাভাবের কথা রিপোর্ট করি। পাতালগঙ্গায় মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া, বৈকালে আমার দাণ্ডীতে মাতাঠাকুরাণীকে বসাইয়া দিলাম, কারণ তাঁহার কাণ্ডী এক দিনও সর্ব্বাগ্রে পৌছিতে পারে না বলিয়া, তিনি প্রত্যহ বিরক্তি-প্রকাশ করিতেন। মানসিংএর সহিত দ্রুতচলনের প্রতিযোগিতা করিয়া, আজও বিজয়ভায়া ইহাতে

বাদ সাধিল; বুড়া মানসিং এতদিনে বামুনঠাকুরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। গরুড়গঙ্গায় মা পৌছিয়া দেখিলেন বিজয় বসিয়া আছে।

২৭শে মেঃ—প্রাতঃকালে চার মাইল যাইয়া, পিপুল-কোটিতে চামর, পশুর চর্ম্ম ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করিলাম এবং সিয়া চটিতে মধ্যাহ্নভোজন করণান্তর মঠ চটিতে রাত্রিযাপন মানসে বৈকালে রওনা হইলাম। অন্যমনস্ক করিয়া, কুলীদের গুরুতর পরিশ্রম-ক্লেশ কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার নিমিত্ত, যাইতে যাইতে উহাদের সহিত নানা বিষয়ের গল্প করিতাম। একদিন মানসিংএর মুল্লুকের উর্ব্বরতার প্রতি দোষারোপ করিয়া বলিলাম "জ্যৈষ্ঠ মাসে তোমাদের দেশে আম নাই, কিন্তু বাঙ্গলায় এমন দিনে কত আম—বোম্বাই, লেংড়া—"; আমার কথায় বাধা দিয়া, সে বলিল "হুজুর, হিঁয়া লেংড়া বহুৎ হ্যায়্—এক দম্ জঙ্গল্।" এই নূতন সংবাদটি পাইয়া, আনন্দে সকলকে ইহা বলিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম। একদিন পরে সত্য সত্যই লেংড়ার জঙ্গলের নিকট দাণ্ডি নামাইয়া, চারিজন বাহক সোৎসাহে উহা উৎপাটন করিতে লাগিল। দেখিয়া অবাক্ যে এগুলি পাহাড়ী জঙ্গলা শাক; বিজয়বাবুর কন্যা গোপালী নূতন রকমের ল্যাংড়া দেখিয়া ত হাসিয়া খুন।

দুই মাইল যাইয়া পথিপার্শ্বে এক নিঃসম্বল বৃদ্ধ যাত্রীকে মৃতাবস্থায় দেখি। অতিরিক্ত পথক্লেশ এবং উপযুক্ত খাদ্যাভাবই মৃত্যুর কারণ। বদরিকা-তীর্থযাত্রীদের শরীর কিরূপে সুস্থ রাখা যাইতে পারে তাহা পূর্ব্বে (১৭পৃষ্ঠা) কথিত হইয়াছে; পুনরালোচনা

নিষ্প্রয়োজন। একটি চলিত কথা আছে যে বদরী যাইতে হইলে "তন্, মন, ধন" চাই। তন্ অর্থে তনু বা সবল দেহ; মন অর্থাৎ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা: ধন বলিতে ধনরাশি অর্থাৎ উপযুক্ত অর্থ বুঝায়। উপরোক্ত হতভাগ্য, তন্ ও ধন উভয় হইতে বঞ্চিত ছিল।

২৮-শে মে ঃ—তুই মাইল পরে লৌহসেতু পার হইয়া চামোলী বা লালসাঙ্গা। এখানে পোষ্টাফিস খোঁজ করিয়া খান কয়েক পত্র মিলিল। কুয়েড় চটিতে জলযোগ করিয়া, তুই মাইল পরে মাঠাল এবং ৩া৹ মাইল পরে নন্দপ্রয়াগ পাইলাম।

আজ সামান্য উৎরাই ও অধিকাংশ স্থলে সমতল ভূমি থাকাতে একযোগে পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী চলিয়া নয় মাইল দূরে একেবারে নন্দপ্রয়াগে উপস্থিত। ইহার আর একটি নাম কণ্বাশ্রম; কণ্বমুণি পুরাকালে এখানে তপস্যা করিতেন। এটি বেশ ছোট খাট সহর; যেমন রাস্তার তুইধারে দোকান পসারি, তেমনি বহু ভদ্রলোকের বাগান বাড়ীও আছে। একটি বাগানে অনেক কাঁচা আম দেখিলাম এবং আজ বারুণীও বটে। সেইজন্য একটি গ্রাম্য বালককে কিছু পয়সা দিয়া, আমাদের জন্য আম আনাইলাম এবং সেই আম লইয়া নন্দ-প্রয়াগতীর্থে বারুণী স্নান করিয়া সকলে পুণ্যসঞ্চয় করিলেন। এই প্রয়াগে অলকানন্দা নন্দাকিনীর (মন্দাকিনী নহে) সহিত মিলিত হইয়াছে।

তুই একদিন পূর্ব্বে মানসিংকে বলিয়াছিলাম যে তাহাদের মুল্লুকে মাছ খাইবার উপায় নাই। এই অপবাদ ঘুচাইবার জন্য, সে একসের টাট্‌কা মাছ লুকাইয়া নদী হইতে আনিল এবং অতি গোপনে উহা প্রস্তুত করিতে বলিল। নিরামিষাশী বিজয় ভায়ার

ঘোরতর প্রতিবাদে, অনেকে মৎস্য আস্বাদনের ইচ্ছা সত্ত্বেও নিরস্ত হইলেন। বাসনপত্র ব্যবহার হইতেও বঞ্চিত হইয়া, কালু নীচে চটিওয়ালার দোকান হইতে কড়া, হাতা ও বঁটি আনিয়া অতি সাবধানে রন্ধনকার্য্য সমাধা করিল। শিমুল, কালু ও আমি, এই তিন জনেই ভোগপ্রসাদ পাইলাম। মাছগুলি নিতান্ত স্বাদ-বিহীন ; আহারান্তে ভাবিলাম, "জাতও গেল, পেটও ভরিল না।"

কিছু বিশ্রামের পর আমাদের বারাণ্ডার সম্মুখে রাস্তায় এক পাহাড়ী নাচওয়ালী আসিল। অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল নাচ বাজনা চলাতে গ্রাম্য পথে বেশ ভিড় জমিয়া গেল। যাই টাকা দিয়া উহাদের বিদায় দিলাম, আবার একদল শীঘ্রই জুটিল ও আমাদের সমক্ষে পার্ব্বত্য নৃত্যকলা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে বাইনাচ দেখিয়া, অনর্থক সময় ও অর্থ আর নষ্ট করা উচিত নহে, এই ভাবিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলাম। ইহার তিন মাইল পরে সোনলায় রাত্রিবাস হইল।

২৯শে মে ঃ—দিন দিন আমাদের গতি যেন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লঙ্গাসু, জৈকাণ্ডী ও বিরজা অতিক্রম করিয়া দশ মাইল দূরে একেবারে কর্ণপ্রয়াগ আসিলাম। সহরে উঠিবার পথ একটু চড়াই। ডাকবাংলা, পোষ্টাফিস, টেলিগ্রাফ আফিস, থানা হাঁসপাতাল ইত্যাদি সহরের সর্ব্ব অঙ্গই এখানে বিদ্যমান। কালীকম্বলীর প্রকাণ্ড ধর্ম্মশালায় জিনিষপত্র রাখিয়া শীঘ্র স্নানের জন্য বাহির হইলাম। উত্তরাখণ্ডের শীত আর নাই ; গরম বাতাস, ঈষদুষ্ণ পানীয় জল এবং ভূমির উত্তাপ অসহনীয়।

কর্ণ বা পিণ্ডার নদী এবং অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে কুন্তীনন্দন কর্ণ তপস্যা করিয়াছিলেন ; তদবধি এ প্রয়াগের নাম কর্ণপ্রয়াগ হইয়াছে। বীরহৃদয় দাতাকর্ণের প্রাচীন মন্দির এবং তন্মধ্যস্থ বহু প্রস্তর মূর্ত্তি ও একটি বৃহৎ ঘণ্টা দেখিবার জন্য দীর্ঘ সোপানাবলী আরোহণ করিলাম। স্নান করিবার সময়ে নদীতটে বিবিধ বর্ণের সুন্দর মসৃণ উপলখণ্ড দেখিয়া, সকলেই অল্পবিস্তর উহা সংগ্রহ করিলেন।

কর্ণপ্রয়াগ হইতে রুদ্রপ্রয়াগ ১৯ মাইল দূরে। অনেকে কর্ণপ্রয়াগ হইতে রামনগরের পথে যান ; কিন্তু সে পথে দেবদর্শন সম্ভাবনা অতি অল্প ; বরং স্থানাভাবে ও জলাভাবে বিশেষ কষ্ট হইতে পারে। রুদ্রপ্রয়াগ হইয়া হৃষীকেশ যাইলে, পথের দূরত্ব প্রায় একই থাকে এবং পথে উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশালাও রহিয়াছে। এদেশে কিন্তু প্রচলিত প্রথা বিবেকের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে। আমরাও সুবিধা অসুবিধা বিচার না করিয়া সকলের পদানুসরণ করিলাম। একই স্থানগুলির পুনরাবৃত্তি না করিয়া, রামনগরের দিকে চলিলাম, কারণ নূতন নূতন দৃশ্যাবলীর পরিচয় প্রাপ্তির লোভ সংবরণ করা কিছু কঠিন।

মুর্শিদাবাদের লালগোলাস্থ কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এতদূর ফিরিয়া গঙ্গোত্তরী যাইবার সঙ্কল্প করেন। তাঁহার ভার লাঘব করিবার জন্য, কিছু বস্ত্রাদি কলিকাতা লইয়া যাইতে অনুরুদ্ধ হইয়া, সানন্দে ও সযত্নে তাঁহার দ্রব্যগুলি রাখিয়া দিলাম এবং ১টি শিশি দিয়া ৺গঙ্গোত্তরীর

জল কিঞ্চিৎ আনিবার জন্য প্রার্থনা করিলাম। তিনি দয়া করিয়া ১৯২৬ সালের ১৪ই আগষ্ট ইহা আমাকে পাঠাইয়া দেন। ১৯২৭ সালে যখন তৃতীয়বার সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাই, উক্ত গঙ্গোত্তরীর জল দ্বারা রামেশ্বর মহাদেবকে স্নান করান হয়।

বৈকালে ৪ মাইল মাত্র যাইয়া সিমলী চটিতে পৌছিলাম। টেবিল, চেয়ার সহ যে দ্বিতল চটি সিমলীতে ভাগ্যে জুটিয়াছিল, তাহার পশ্চাতে উদ্যান ও নিম্নতলে গজা প্রভৃতি মিষ্টান্নের দোকান। আসিবার পথে "কালকাকী" একটি উচ্চস্থান হইতে আলুর ন্যায় একপ্রকার মূল পাড়িবার কালে, পড়িয়া যাইয়া পায়ে আঘাত পান। দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানেও আমাদের দলের একজন মূর্চ্ছা রোগাক্রান্ত হইলেন। তাঁহার মুখে ও মস্তকে শীতল জল দিয়া বাতাস করিতে করিতে এবং এমোনিয়া (Liq. Ammon. Fort) নাকের কাছে ধরিতে জ্ঞান আসিল। রাত্রে দোকানের সম্মুখে গাছতলার আসরে কতকগুলি লোকের সুমিষ্ট টপ্পা গান শুনিতে শুনিতে আমরা অধিক রাত্রে নিদ্রা যাইলাম।

৩০শে মে ঃ—সিলোনী, ভাটোলী ও উজ্জ্বল চটি অতিক্রম করিয়া প্রায় ৯ মাইল দূরে আদবদ্রী পৌছিয়া, একটি ক্ষুদ্র স্থানে কতকগুলি ছোট ছোট মন্দির দেখিলাম। উত্তরাখণ্ডের চটি মাত্রেরই চৌকাঠগুলি নীচু থাকায় দীর্ঘকায় ব্যক্তির মস্তকে প্রায় আঘাত লাগে; এ চটি ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম করে নাই।

সামান্য চড়াই উঠিতে উঠিতে তিন মাইল পরে "ক্ষেতীমরচি"তে একটি দোকান ও পার্শ্বে শূন্য চটি দেখিয়া সকলে নামিলাম।

দোকানদারকে প্রস্তুত প্রণালী দেখাইয়া দিলে, সে পুরী ও তরকারী বিক্রয় করিতে স্বীকৃত হইল এবং কুমড়া ও আলুর তরকারী উপদেশ-মত সে প্রস্তুত করিল। আমরা ময়দাতে ময়ান দিয়া থাশিয়া, লুচি বেলিয়া দিতে লাগিলাম, আর সে ভাজিতে লাগিল। ওজন করিয়া ২।১ সের লুচি আমাদিগকে বিক্রয় করিয়া সে বিস্মিত হইল যে তাহার ঘি অধিক খরচ হইতেছে। ছোট লুচি ও ময়ান বেশী বলিয়া অত্যন্ত ঘি টানিতেছে। তাহার অনেক মাল বিক্রয় হইল বটে; বোধ করি লাভ আশানুরূপ হয় নাই।

৩১শে মে ঃ—চারিটা চটি পার হইয়া গৌহার চটিতে উঠিতে সামান্য বেলা হইল। নীচের দোকানে যাহা চাহি, তাহাই দিতে অক্ষম হওয়ায়, চটিওয়ালা তাহার আত্মীয়ের সম্মুখস্থ দোকান হইতে সওদা করিতে বলিল। সমস্ত দ্রব্য তথা হইতে ক্রীত হইবার পর, চতুর দোকানী তুমুল ঝগড়া করিল যে তাহার মাল না কিনিলে চটিতে থাকিতে দিবে না। আমরা সদলে তাহার ঝগড়ার প্রতিবাদ করিয়া, পাঁচ সের ভাল ঘি ও দুই একটি অন্য দ্রব্য কিনিতে চাহিলাম এবং সে যোগাইতে না পারিলে, তাহার নামে রিপোর্ট হইবে, এই ভয় দেখাইলাম। অতঃপর মাল সরবরাহ করিতে অসমর্থ হইয়া, সে নিরস্ত হইল; গাড়োয়ালীরা চোর না হইলেও, দুষ্ট, কলহপ্রিয় এবং মিথ্যাবাদী। বৈকালে যাত্রা করিলে, মেহেল-চৌরী অবধি আজ যাওয়া অসম্ভব এবং মধ্যের চটিগুলিও বাসযোগ্য নহে; সুতরাং রাত্রে এখানেই রহিলাম।

১লা জুন ঃ—গৌহার চটিতে না উঠিয়া, আর ক্রোশ খানেক

অগ্রসর হইলে, কল্য একটি বড় গ্রামে আসিতে পারিতাম। ইহার নাম ধুনার ঘাট ; নন্দপ্রয়াগ বা শ্রীনগরের ন্যায় এখানে অনেক দোকান পাট আছে। যাহা হউক, চড়াই-উৎরাই-শূন্য গ্রাম্য পথে, সকালের শীতল ছায়াতল দিয়া, সকলে আনন্দ করিতে করিতে পাঁচটি চটি উত্তীর্ণ হইলেন। গাড়োয়াল জেলার সীমায় মেহেল-চৌরীতে পৌছাইয়া দিয়া, গাড়োয়ালী শ্রমজীবিরা আজ অপার আনন্দ উপভোগ করিল। দীর্ঘকালব্যাপী কঠিন পরিশ্রমের পর সম্পূর্ণ বিশ্রাম-সুখ এবং কষ্টলব্ধ অর্থ প্রাপ্তির আশায়, তাহারা আহ্লাদে আত্মহারা হইয়া কেহ বা গাছতলায় শুইয়া পড়িল, কেহ খৈনী (দোক্তা) তৈরী করিতে বসিল ; কাহারাও দল বাঁধিয়া গল্প-গুজবে মাতিল ; কতকগুলি লোক গোল হইয়া বসিয়া তামাকু সেবন করিতে লাগিল। যাহাদের বস্ত্র অত্যন্ত মলিন তাহারা নদীর ধারে যাইয়া ময়লা কাপড় কাচিতে লাগিল। অনেকের বহুদিন ক্ষৌরকার্য্য হয় নাই ; তাহারা কামাইতে বসিল। আমরাও সহরের হিসাবে চারি পয়সা দিয়া চুল ছাঁটিলাম।

আজ বিদায়ের দিন। পাঁচ সপ্তাহকাল যাহারা বিপদে সম্পদে, অন্ধের যষ্টির ন্যায়, ভয়াবহ অজ্ঞাত পার্ব্বত্যপথের বিশ্বস্ত সহায় ছিল, তাহাদের নিকট আজ বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। বিচ্ছেদের পূর্ব্বে সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইবার আয়োজন করিলাম। মানসিংহ ও অপর সকলের নিকট যাইয়া বলিলাম, "আজ আর তোমরা আমাদের কুলী নহ ; তোমরা এখন স্বাধীন ব্যক্তি, অপিচ ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় ; তীর্থ ভ্রমণের পর ব্রাহ্মণ ভোজন

করানই বিধি; তজ্জন্য তোমাদের সকলকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেছি। তোমরা স্নান করিয়া আসিয়া আমাদের বাসায় আহারাদি করিবে।"

মেহেলচৌরীতে পাকা দ্বিতল ঘর দুইটি এবং সম্মুখস্থ দুইটি প্রশস্ত বারাণ্ডার ঘর আমাদের অধিকারে ছিল। একটি বারাণ্ডায় সতরঞ্চ, চাদর ইত্যাদি বিছাইয়া নিমন্ত্রিতদের বসিবার আসর হইল; লজ্জায় তাহারা সহজে ইহার উপর বসিল না। কালু সকলকে তামাক দিয়া অভ্যর্থনা করাতে, কেহ কলিকা লইতে চায় না; সকলেই হাঁসিতে থাকে। বিজয়বাবুর বাড়ীর মেয়েরা রন্ধনাদি করিলেন এবং উনি পরিবেশন করিলেন। পানীয় জল, গোলাপজল দিয়া সুগন্ধি করিয়া, এমন কি আহারান্তে পান ও দক্ষিণা দিয়া, তাহাদিগকে অতি যত্নের সহিত ভোজন করান হইয়াছিল।

সত্বর আমাদের আহারাদি সারিয়া লইয়া দাণ্ডী-কাণ্ডীওয়ালাদের হিসাব মিটাইয়া দিয়া, সকলকেই কাপড় বা টাকা দিয়া সন্তুষ্ট করা হয়। কেবল কুড়িজন দাণ্ডীওয়ালাকে টাকার পরিবর্ত্তে পাঁচখানি দাণ্ডী দান করিয়াছিলাম। মেহেলচৌরীতে দাণ্ডীগুলি অতি সামান্য মূল্যে কিনিতে চায়; তাই বেচি নাই।

এখন বিদায়ের মুহূর্ত্ত উপস্থিত। উভয়ে উভয়ের মুখপানে ছল ছল নেত্রে চাহিয়া অল্প কথায় বিদায়ের ইঙ্গিত হইল। এই ঘটনা যে কতদূর মর্ম্মস্পর্শী, তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না। পত্র ব্যবহার দ্বারা আমাদের ভালবাসা ভবিষ্যতে অক্ষুণ্ণ রাখিবার আশায়, বিচ্ছেদের পূর্ব্বে মানসিংহ প্রভৃতি

জনকয়েকের বাড়ীর ঠিকানা লইয়াছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চারি বৎসর হইয়া গেল, একখানি চিঠিও লেখা হয় নাই। Out of sight, out of mind.

বিদায়ের কথা লইয়াই ব্যস্ত; মেহেলচৌরী সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা হয় নাই। এক কথায় ইহা ক্ষুদ্র চটি এবং এই সামান্য চটিতে থাকিবার ব্যবস্থা অপ্রচুর। উত্তাপের ভয়ে গাড়োয়ালের লোকেরা তাহাদের জিলার সীমা মেহেলচৌরী অতিক্রম করিতে চায় না বলিয়া, সকলকেই কাণ্ডী ঝাঁপান বদল করিয়া, এখানে নূতন বন্দোবস্ত করিতে হয়। এই কারণে মেহেলচৌরী নাম সকলেরই স্মরণ থাকে। এখান হইতে রামনগর পর্য্যন্ত দাণ্ডী বা কাণ্ডীর আয়োজন করা সুকঠিন। শান্ত, ক্ষুদ্রকায় অশ্ব সহজেই পাওয়া যায় এবং রামনগর অবধি ভাড়া ৮।৯ টাকা। যাঁহারা অশ্বে কখনও আরোহণ করেন নাই, তাঁহাদেরও কোন চিন্তা নাই। অশ্বের মালিক তাহার মুখ ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায় এবং অশ্বও বেগে যাইতে চাহে না।

অনেকগুলি ঘোড়াওয়ালার সহিত বাদানুবাদ করিয়া, শওয়ার ঘোড়া আটটি এবং বোঝ ঘোড়া ছয়টি ঠিক করা হইল। ইহারা দশ টাকা হিসাবে লইয়া, রামনগর পৌছিয়া দিবে এইরূপ স্থির রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

(১)	শিমলক্ষেত	(৫)	গুজারঘাটি
(২)	গণাই	(৬)	দেওখান
(৩)	মাসী	(৭)	কুমেরিয়া
(৪)	ভিখিয়াসেন	(৮)	রামনগর।

২রা জুন ঃ—যাত্রীর দলে এবং ঘোড়াওয়ালাতে চটির প্রাঙ্গণ ভোরবেলায় পূর্ণ হইয়া গেল। কেহ পদব্রজে, কেহ অশ্বারোহণে যাওয়াতে, অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যে কলরব অনেক কমিল। পশ্চিমা স্ত্রীলোক-দের অশ্বারোহণ দেখিয়া বাঙ্গালী মেয়েদেরও সাহস বাড়িল। আমাদের দলের ছয়জন স্ত্রীলোক অবলীলাক্রমে অশ্বারোহণে ২৬ মাইল পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ঘোড়ায় স্ত্রীলোকদের চড়াইয়া দিতে সাতটা বাজিয়া গেল। সর্ব্বশেষে আমি রেকাবে পা দিয়া ঘোড়ায় উঠিবার কৌশল শিখিলাম এবং চলিবার সময় জানুদ্বয় দ্বারা অশ্বটিকে চাপিয়া ধরিতে উপদিষ্ট হইলাম।

মেহেলচৌরী ছাড়িয়া অনেক চড়াই এবং কিছু উৎরাই পাইলাম। চড়াই উঠিবার সময় যেন অশ্বের পশ্চাদ্দেশে গড়াইয়া পড়িবার আশঙ্কা হইল; তখন জানু দিয়া ঘোটককে চাপিয়া ধরিলাম। কিন্তু ইহাতে উরুদেশে অত্যন্ত বেদনা হয়। ঐ বেদনা লাঘবের জন্য মধ্যে মধ্যে রেকাবের উপর দুই পায়ের ভর দিয়া উঠিতে লাগিলাম। অতি সাবধানে শান্ত ও শিক্ষিত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, আড়াই

মাইল পরে সিমল ক্ষেতে উপস্থিত হইলাম। শুনা যায় ইহা পূর্ব্বে নেপালের রাজধানী ছিল এবং ইহার সন্নিকটে লৌহখনি থাকাতে, এখানে লোহার কারখানাও ছিল। জলযোগের সময় উত্তীর্ণ; অথচ ৫।৬ জন ব্যতীত আর সকলেই অগ্রবর্ত্তী চটিতে চলিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদের অনুপস্থিতিতেই আমরা উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিলাম।

অগ্রগামিনী কতিপয় সতীর্থা নারী মদীয় পক্ষীরাজ ঘোটকের গজেন্দ্রগমনকে উপহাস করিয়া, পশ্চাৎ ফিরিয়া ফিরিয়া উপেক্ষার হাসি হাসিতে লাগিলেন। আমি সাতিশয় লজ্জিত হইয়া, যথাসাধ্য অশ্বতাড়না করিতে করিতে, অতি কষ্টে অশ্বারোহীর মান বজায় রাখিলাম। এইরূপে সমতল ক্ষেত্র দিয়া দ্রুত গমন করিয়া চটির পর চটি পার হইতে লাগিলাম।

রামপুর গ্রামে আসিয়া দেখি সেখানেও সাত জন কম। বেলা অধিক হইয়াছে, সূর্য্যের উত্তাপও তদনুরূপ; উঁহাদের ধরিবার জন্য আর অগ্রসর হইলাম না। এখানে পাকা আম, কাঁচা কলা, যজ্ঞ ডুমুর, অন্যান্য তরকারী ও দুগ্ধ সংগ্রহ হওয়ায়, বিবিধ ব্যঞ্জন পায়সাদি প্রস্তুত হইল। শিমুল ঘোড়া ছুটাইয়া সংবাদ আনিল যে "আধ মাইল দূরে তিনজন অশ্বারোহিণী চটি লইয়াছেন"; অবশিষ্ট চারিজন (পদ-ব্রজাঙ্গনা) আরও দূরে। অতঃপর অবগত হইলাম যে নিশিশেষে জ্যোৎস্নালোকে, "কালকাকীর" নেতৃত্বে তাঁহারা মেহেলচৌরী হইতে ছাড়িয়াছিলেন এবং উপত্যকা ভূমির সমতল পথ পাইয়া গল্পগুজবে, তাঁহারা দূরত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই।

এই চটি হইতে নদী বহুদূরে, নিকটেও কোন ঝরণা নাই। বৈকালে রওনা হইয়া প্রথমে তিনজনের সহিত চৌকুটিতে মিলিত হইলাম এবং দেড় মাইল দূরে, দিগর চটিতে "কালকাকী" প্রমুখ ৪ জনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইহার নিকটে কতকগুলি পুরাতন মন্দির দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম।

এক মাইল পরে রামগঙ্গা তীরে গণাই একটি ক্ষুদ্র সহর। এস্থান হইতে রাণীক্ষেতে ক্যাণ্টন্‌মেণ্টের দিকে যে পথ গিয়াছে, পূর্ব্বকালে যাত্রীরা সেই পথে যাইয়া কাঠগুদামে ট্রেণ ধরিত। গোরার ভয়ে সে পথ এখন পরিত্যক্ত। গণাই চটিতে থানা হাঁসপাতাল, ডাকঘর, ডাকবাংলা এবং অনেক দোকান আছে। ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস থাকিলে কিংবা বেলা দশটার মধ্যে,মেহেলচৌরী হইতে নয় মাইল আসিবার সুবিধা হইলে গণাই বা চৌখটিয়াতে আশ্রয় লওয়া বাঞ্ছনীয়।

রামগঙ্গার পুল পার হইয়া রামনগর ষ্টেশনের পথ অবলম্বন করিলাম। এখন আর সে অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গ বা অতলস্পর্শী খাদ নাই; অধিকাংশই উপত্যকা ভূমি। পরবর্ত্তী গ্রাম ভাট্‌কোট্‌ যাইতে না যাইতে, সন্ধ্যাকালে কালবৈশাখীর প্রবল ঝটিকা আমাদের ব্যতিব্যস্ত করিল। পথিমধ্যে স্থানীয় বিবাহ-শোভাযাত্রা যাইতে-ছিল; ঝড়ের সম্ভাবনায় অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া উহা দেখিতে পারিলাম না। ঝটিকার নিমিত্ত তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া, নিকটস্থ চটির ঘরে প্রবেশ পূর্ব্বক দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিলাম। চটির ঘরের ভিতর হইতে জানালার ফাঁক দিয়া দেখিলাম যে ঝটিকার তাণ্ডবলীলার

মধ্যে দীপালীশোভার ন্যায়, দূরবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি নয়নরঞ্জন আলোক-মালা ; পরক্ষণেই বুঝিলাম পাহাড়ের জঙ্গল পুড়িতেছে।

৩রা জুন ঃ—এক মাইল অন্তর, দুইটা ছোট চটির সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে কাঁচা আম পথে কুড়াইতে লাগিলাম। তৃতীয় চটিতে গণেশের সুন্দর মন্দির প্রাঙ্গণে সকলে বিশ্রাম করিয়া স্নানাহ্নিক ও জলযোগ সমাপন করিলাম। ইহার দুই মাইল পরে মাসী চটি। শুনিলাম মাসীতে অনেক মুসলমানের বাস এবং চটিরও ভাড়া লাগে। আমরা কিন্তু দ্বিতলে দুই খানা ঘর ব্যবহার করিয়া বৈকালে চলিয়া যাই, কেহ ভাড়া চাহে নাই। রামগঙ্গায় স্নান করিতে দোষ নাই, কিন্তু ইহার জল পান করিতে গ্রামবাসীরা নিষেধ করিল। ধীবরেরা এখানে মাছ ধরিবার জন্য নদীতে প্রকাশ্যভাবে জাল ফেলিতেছে। গাড়োয়াল জেলায় মৎস্য সংহার করা অতীব নিন্দনীয় কার্য্য ; বঙ্গভূমির ন্যায় নৈনীতাল বা আলমোরা জেলায় ব্রাহ্মণেরাও মাছ ধরিলে কোন সামাজিক অপরাধ হয় না।

অপরাহ্ণে যাত্রা করিবার সময় সকলকে মিছিলের (Procession) মত সাজাইয়া লইলাম। প্রথমে দুই জন করিয়া লাঠি হস্তে, তাহার পর সারি সারি ছয়টি অশ্ব মালপৃষ্ঠে, ইহার পশ্চাতে ৮ জন শ্রেণীবদ্ধভাবে অশ্বারোহণে ও সর্ব্বশেষে বর্ষাহস্তে কালু যাইতে লাগিল। "কালকাকী"র পায়ে যন্ত্রণার নিমিত্ত আমার অশ্বটি তাঁহাকে চড়িতে দিয়া পদব্রজে চলিলাম।

মাসী হইতে প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণে নদীর অপর পারে বুড়া কেদারের ভগ্নপ্রায় মন্দির রহিয়াছে ; দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহা দেখা হইল

না, কারণ নদীর জল অল্প নহে এবং খেয়া নৌকারও অভাব। একজন বলিলেন তথায় মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি শায়িতভাবে বিদ্যমান। সন্ধ্যার সময়, সোন্না চটির কেবলমাত্র যে দ্বিতল ঘরটি আছে তাহাই অধিকার করিলাম। এই গৃহ দীর্ঘ হইলেও, প্রস্থ পাঁচ ফুট এবং ইহার কাষ্ঠময় মেজে সচ্ছিদ্র। নিম্নতলস্থ যাত্রীদের উননের ধূম মেজের ছিদ্র দিয়া উত্থিত হওয়াতে, ইহা খেলার আগ্নেয়পাত (Toy Volcano) এর মত মনে হইল। এই চটিতে স্থানাভাববশতঃ, অগত্যা বাসার সম্মুখস্থ ময়দানের গাছতলা, অনেক হিন্দুস্থানী যাত্রী এবং ঘোটকগুলির আশ্রয়স্থান হইল। তাহাতেও নিস্তার নাই ; এই নিরাশ্রিতদের দুঃখের মাত্রা পূর্ণ করণার্থ, মাথার উপর দিয়া এক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গেল। যে যেখানে পারিল মাথ গুঁজিতে চেষ্টা করিল ; কিন্তু স্থান কোথায় ? উপরেও দুই একজন হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোককে আশ্রয় দিতে বাধ্য হইলাম।

৪ঠা জুন ঃ—"কালকাকী" অশ্বারোহণের সুখ একদিনেই বুঝিয়া আমায় অশ্বটি ফিরাইয়া দিলেন। আমি অশ্বারোহণে পর্ব্বতপার্শ্বস্থ প্রশস্ত পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে যাইতেছি, এমন সময়ে অশ্বটি হঠাৎ থামিয়া গেল কেন বুঝিতে পারিলাম না। পর মুহূর্ত্তেই একটি প্রস্তর গড়াইয়া ভূমিতে পড়িল। ইহারা instinct (পশুধর্ম্ম) দ্বারা প্রস্তর-পতন বহুপূর্ব্বে জানিতে পারে। দুই দিন যাবৎ দেখিতেছি রাস্তার প্রান্তভাগ দিয়া ঘোড়া চলিতেছে এবং পাহাড়ের দিকে কোনমতেই তাহাকে আনিতে পারিতেছি না। প্রস্তরপতনাশঙ্কাই ইহার কারণ, আজ বুঝিলাম।

উদ্যান ভ্রমণের ন্যায় কয়েকটা চটি পার হইলে, গোশকট চালকেরা আমাদের সহিত দেখা করিতে লাগিল। আমরা রামনগর পর্য্যন্ত ঘোড়ার বন্দোবস্ত করিয়াছি বলিয়া এখন নিরুপায়। রামনগর পর্য্যন্ত গমনবিমুখ অশ্বচালকগণ এবং কার্য্যান্বেষী শকট-চালকদের মধ্যে পরস্পর বন্দোবস্ত হওয়াতে, আমাদের গোযানে যাইবার সুযোগ ঘটিল। প্রতি গোযান ভিখিয়াসেন চটি হইতে রামনগর পর্য্যন্ত ছয় টাকা হিসাবে ভাড়া ধার্য্য হইল। বারখানি গাড়ীর মধ্যে তিন খানিতে মাল বোঝাই হইবে এবং অবশিষ্ট প্রতি গাড়ীতে দুইজন করিয়া আরোহী আরামে থাকিবে, এইরূপ স্থির হইল।

অবশেষে রামগঙ্গা ও চন্দ্রভাগার (গগাস নদী) সঙ্গমস্থলে ভিখিয়াসেন নামে একটি প্রকাণ্ড বাণিজ্যবহুল গ্রামে পৌছিলাম। সারি সারি খড়ের ঘর, দুই একখানি করগেটের চালাও নজরে পড়িল। পূর্ব্বে ভিখিয়াসেন হইতে তিন মাইল দূরে শ্রীকোটে যাইলে গরুর গাড়ী মিলিত। এখন ভিখিয়াসেন একটি বৃহৎ গোযানের আড্ডা হইয়াছে এবং এই স্থান হইতে একটি নূতন রাস্তা (cart road) সৈন্য চলাচলের জন্য বাহির হইয়াছে।

বাসার ঘরখানি বেশ বড়, তাহার একদিকে রন্ধনাদি ও অপরদিকে বিশ্রামের ব্যবস্থা করিলাম। সস্তায় খাঁটি দুধ এক টব্ কিনিয়া দিয়া নদীতে স্নানে যাইলাম। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় ব্যঞ্জন, পরমান্নাদি রাঁধিতে কিছু বেলা হইল। গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আমোদ আজ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কাহাকেও হাঁটিতে বা ঘোড়ায়



দাঁড়ির ঝোলা (১৫৭ পৃষ্ঠা)।

চড়িতে হইবে না; সকলেই শকটে সুখ-শয়নে থাকিবেন। অশ্বপালদিগের হিসাব মিটাইয়া রসিদ লইবার পর চৌধুরীদ্বারা গোযানের চিঠা (Contract) লিখাইয়া লইলাম।

অপরাহ্ণে পদব্রজে চন্দ্রভাগা নদীতীরে যাইয়া একটি সঙ্কীর্ণ নাতিদৃঢ় ঝুলান পুল পাইলাম। এই সেতুটি যে কি বিপদসঙ্কুল তাহা বর্ণনা হইতে বুঝিবেন। ৪ ফুট ব্যবধানে দুইটি স্থূল তারের রজ্জু সমান্তরাল ভাবে নদীর এক পার হইতে অপর পারে গিয়াছে। তাহা হইতে এক সূতা (⅛ ইঞ্চ) মোটা বহুসংখ্যক তার, ৬ ইঞ্চ ব্যবধানে লম্বভাবে ঝুলিতেছে। ৫ ফুট লম্বা ও ৬ ইঞ্চ চওড়া প্রত্যেক কাষ্ঠখণ্ডের এক এক প্রান্ত দুইটি তারের সহিত বদ্ধ। ইহাকে দৃঢ়তর করিবার উদ্দেশে আর দুই গাছি তার কোণাকুণি-ভাবে এক এক দিকে সংযুক্ত। এই কাষ্ঠগুলি তারের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকিয়া সেতুর পথ হইয়াছে। দুই এক পা অগ্রসর হইলেই সেতুটি দোল্‌নার ন্যায় রীতিমত দুলিতে থাকে; তজ্জন্য এক জন করিয়া অতি ধীরে ধীরে সেতুর উপর দিয়া যাইলাম। জনকয়েক এত ভয় পাইলেন যে নিম্নে নামিয়া, অল্পসলিলা নদীর পাথরের উপর দিয়া চলিয়া পার হইলেন। স্রোত বাড়িলে এই দোলন্‌-সেতু ভিন্ন যাত্রীদের অন্য গতি থাকে না। দেশীয় ঝোলা এই প্রণালীতেই প্রস্তুত হয়; কেবল এই প্রভেদ যে তারের পরিবর্ত্তে তৃণগুচ্ছের রজ্জু এবং সেতু-পথের পরিষ্কার তক্তার স্থানে বৃক্ষশাখা ব্যবহৃত হয় (৪৬ পৃষ্ঠা)।

ভিখিয়াসেন হইতে রামনগর পর্য্যন্ত অনেকগুলি ফাঁড়িপথ বা পাকদণ্ডীর রাস্তা (short-cut) আছে। যাঁহাদের ধারণা,

কঠিন তীর্থভ্রমণে শকটারোহণ করিয়া আরামের কোমলতা স্পর্শ করিবেন না, তাঁহাদের জন্য সেগুলি উল্লেখ করিব। গাড়ী চলাচল দূরের কথা; এমন কি লোক চলাচলের পক্ষেও এই পথগুলি সাধারণতঃ দুর্গম। ভিখিয়া হইতে মোহন পর্য্যন্ত একটি দীর্ঘ ফাঁড়ি-পথ; গদী চটি হইতে টোটাম্ এবং টোটাম্ হইতে কুমেরিয়া পর্য্যন্ত দুইটি জঙ্গলময় পাকদণ্ডী রাস্তা আছে।

চন্দ্রভাগা নদী পার হইয়া গরুর গাড়ীতে উঠিলাম এবং গাড়োয়ানেরা বাসা হইতে মালগুলি আনিয়া গাড়ীতে বোঝাই লইল এবং গাড়ী ছাড়িতে প্রায় পাঁচটা বাজিল। বিজয়ভায়া চটি ঠিক করিবার জন্য অগ্রে চলিয়া গিয়াছেন; তখন বুঝি নাই যে তীর্থফলহ্রাস ভয়ে, তিনি গাড়ী চড়িবেন না বলিয়া দিনে দিনে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। ভীষণ জঙ্গলপার্শ্বস্থ পথ দিয়া, অন্ধকার রাত্রে যখন গাড়ীগুলি ধীরে ধীরে যাইতেছিল, তখন কোন প্রকারে আত্মসংযম করিয়াছিলাম; কিন্তু গরুগুলির পথপ্রান্ত দিয়া গমনের নিমিত্ত, যেমন গাড়ীর চাকা খানি আলোক সাহায্যে রাস্তার সীমান্তে লক্ষ্য করিলাম, অমনি চীৎকার করিয়া গাড়ীওয়ালাকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম। এইরূপ উদ্বিগ্নচিত্তে নূতন রাস্তার ২।১টি নগণ্য চটি কখন পার হইয়াছি বলিতে পারি না। রাত্র এগারটার পর বড়সিম নামক স্থানে বিজয়ের স্বর পাইয়া হৃদয়ে সাহস পাইলাম। বিজয় বাবু লুচি তরকারী প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়াছিল; গাড়ীতে বসিয়াই আহারাদি হইল। সেরাত্র স্থির গাড়ীর নরম বিছানায় সকলে নিদ্রা যাইলাম।

৫ই জুনঃ—ভোরের বেলা ঘুমের ঘোরে গাড়ী ছাড়িতে হুকুম দিয়াছি কি না বলিতে পারি না; গাড়ী কিন্তু বিজয়ের অজ্ঞাতে, ভোর ৪টা হইতে সারি বাঁধিয়া চলিয়াছে। গুজারঘাটি ও ছোট দুইটি চটির পর ভাট্‌রানজাখান্‌ বা দেওখান নামক স্থানে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমিত্ত গাড়ী থামিল। বিজয় ভায়া গত রাত্রে নিদ্রিতাবস্থায় গাড়ীতে কিছুদূর আসাতে, আমার প্রতি দেওখানে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিল; কারণ, সঞ্চিত পুণ্য পাছে ক্ষয় হয়, তজ্জন্য অন্ধকার রাত্রেই গাড়ী হইতে লাফাইয়া, পদব্রজে সে জঙ্গল পথ অতিক্রম করিয়াছিল। উহার অযথা উক্তির জন্য কোন মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া নীরব রহিলাম। উনি ভাবিলেন "মৌনং সম্মতি লক্ষণং" ও আমি ভাবিলাম "বোবার শত্রু নাই।"

দেওখান চটিতে একটি দোকানের পার্শ্বে আচ্ছাদিত প্রশস্ত বারাণ্ডা এবং নিম্নতলে রাঁধিবার স্থান। এখানে বামদিকস্থ রাণী-ক্ষেতের পথে বহুদিন পরে মোটর গাড়ীর দর্শন পাইলাম। চটির সম্মুখে, রাস্তার অপর দিকে ঝরণার জল নল বহিয়া পড়িতেছে ও অনেক বৃহৎ চৌবাচ্চা পূর্ণ করিতেছে। গো, মহিষ, ঘোটকাদি অনবরত এই জলশূন্য পথে যাতায়াত করে বলিয়া, কোন দয়ালু ব্যক্তি উক্ত জলাধারগুলি পশুদের ব্যবহারের নিমিত্ত নির্ম্মিত করাইয়াছেন। রাত্রে জঙ্গল রাস্তা দিয়া যাইয়া গদী চটিতে কোনমতে একখানি কোঠা ঘর পাইয়া তথায় রামবাগাড়ের ন্যায় (১২৪ পৃষ্ঠা) রাত্রিবাস হইল। চটিতে বাসের এই শেষ রাত্র।

৬ই জুন ঃ—সকালে ৭টায় ছাড়িয়া ১০টায় টোটামে গিয়া দেখি, বিজয় পাকদণ্ডীর পথ ধরিয়া এখানে বহু পূর্ব্বে আসিয়াছে। দেওখান হইতে চক্‌খুলা পর্য্যন্ত সমুদয় জঙ্গল, গবর্ণমেণ্ট রক্ষা করিতেছেন; তজ্জন্য এই পথে অগ্নি জ্বালা ও বৃক্ষাদি কাটা আইন বিরুদ্ধ। লোকের অধিক যাতায়াত হইলে, পাছে জঙ্গলের ক্ষতি হয়, সেইজন্য সম্ভবতঃ ঝরণার জল বন্ধ করা আছে। ইংরাজী ভাষায় লিখিত উক্ত নিষেধবাক্য, বৃক্ষকাণ্ড সংলগ্ন নোটিশ বোর্ডে, রাস্তার মধ্যে মধ্যে দেওয়া আছে। ঝরণার জল মিলিলে, পাছে লোকজন সেস্থানে বিশ্রাম করে এবং রন্ধনাদি করে, সেই সকলকারণে গুজারঘাটি হইতে জল বন্ধ আরম্ভ হইয়াছে।

টোটামে হলের ন্যায় একটি বড় খড়ের ঘরে রন্ধনাদি হইল। দুই জন ব্যতীত সকলেই সুস্থ শরীরে; একজনের সামান্য জ্বর এবং আমার আমাশয়। শীতল স্থানে এতদিন বাস করিয়া হঠাৎ গরম জায়গায় আসিয়া, আমার উদরের পীড়া হইয়াছিল। শকট চালকদের এবং পশুগুলির আহার ও বিশ্রামের পর পুনরায় গাড়ীতে শয়ন করিলাম। সন্ধ্যার সময়, কুশী নদীতীরস্থ কুমেরিয়ায় আসিয়া বিজয়কে দেখিতে পাইলাম না। এখানকার বড় চটিতে থাকিব, কি বিজয় ভায়ার জন্য অগ্রসর হইব, ঠিক করিতে পারিলাম না। গাড়োয়ানেরা গরুকে খাওয়াইয়া রাত্র নয়টার পর পুনরায় যাত্রা করিল।

৭ই জুন ঃ—জঙ্গলের পথ দিয়া গাড়ী যাইবে বলিয়া, যতগুলি

হ্যারিকেন্ এবং গাড়ীওয়ালার লণ্ঠন আছে, সবগুলি ভাল করিয়া জ্বালিয়া গাড়ীর সম্মুখে ও উচ্চে বাঁধা রহিল। বাঘ কিংবা অন্য হিংস্র জন্তুর ভয়ে, গাড়ীর মধ্যে সকলেই অল্পবিস্তর চীৎকার, গল্প ও গোলমাল করিতে করিতে সারারাত্র জাগিয়া কাটাইলাম। ঘণ্টা দুই পরে, রাত্র বারটার পর (অর্থাৎ ৭ই জুন তারিখে) গাড়ীগুলি ঢালু জমিতে গড়াইতে গড়াইতে প্রস্তরবহুল নদীগর্ভে গিয়া পড়িল। একে অন্ধকার রাত্র, তায় নদীর স্রোত প্রস্তরে আঘাত লাগিয়া ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে। শকট হইতে সামান্য আলোকে কিছুই বিশেষ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; নদীর ভীম গর্জ্জন হইতে ইহার বেগ ও গভীরতা কল্পনা হইতেছে মাত্র। চালকগণের অভয়বাণী কিংবা আশ্বাস কোনমতে রমণী-হৃদয়ে সাহসের উদ্রেক করিতে পারিতেছে না। তাঁহারা কেহ কেহ ক্রন্দন ও চীৎকারের আশ্রয় লইলেন। অগত্যা কালুকে পার্ব্বত্য নদীর অগভীর জলে নামিয়া, অগ্রে অগ্রে যাইতে আদেশ করিলাম। রোরুদ্যমানা স্ত্রীলোকগণকে বুঝাইলাম যে নদীর জল গভীর হইলে ইহার তলদেশস্থ প্রস্তরে জলের আঘাত লাগিত না এবং শব্দও হইত না; সকলে কিছু শান্ত হইলেন।

এক বিষয়ে সুস্থির হইতে না হইতে আর এক হাঙ্গামা। কতিপয় দস্যুবৎ বলবান্ ব্যক্তি গাড়ী প্রতি এক টাকা হিসাবে নদীর মাশুল আদায়ের জন্য কালুর সম্মুখে দণ্ডায়মান। উহা দিতে অস্বীকার করায়, উহারা গাড়ী আট্‌কাইল ও বলপূর্ব্বক আদায় করিবে এইরূপ শাসাইল। আমি তৎক্ষণাৎ নদীতে নামিয়া এবং পিছনের গাড়ীর দিকে চাহিয়া, চীৎকার করিয়া বলিলাম "শিমুল,

শীঘ্র বন্দুক বাহির কর।” আমাদের ভারী দল ও কালুর হস্তস্থিত বর্শা দেখিয়া এবং বন্দুকের কথা শুনিয়া তাহারা ভীত হইল এবং একেবারে নরম স্বরে জানাইল যে “যাত্রীদের নিকট হইতে অল্প অল্প যাহা পাওয়া যায়, তাহা হইতে একটী পুল তৈয়ারী হইবে। আপনারা দয়া না করিলে, আমরা গরীব মানুষ কোথায় পাইব।” নিশীথ-রাত্রের এবম্বিধ সাধু উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিয়া তাহাদিগকে বলিলাম “তোমরা পথ দেখাইয়া, নদী হইতে জমিতে গাড়ী লইয়া গেলে, এক টাকা বখশিস্ দিতে পারি।” তাহারা নদীর ঘাটের কাছেই ছিল, সুতরাং অবিলম্বে শকট-পথে উঠিলাম। বারখানি গাড়ীর চাকা মারিয়া, উক্ত দস্যুগণ নদী হইতে উচ্চভূমিতে শকটগুলি তুলিয়া দেয় এবং ১৲ পুরস্কার (ওরফে পারিশ্রমিক) লয়।

বহুদূর একভাবে যাইয়া গরুগুলি আবার শেষরাত্রে নদীগর্ভে অবতরণ করিল। নদীর কল্ কল্, ছল্ ছল্ ও ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ অবিরাম চলিতেছে; গাড়ীও প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে একবার ঢুম্ করিয়া পড়িতেছে, আবার আস্তে আস্তে উঠিতেছে। যখনই পড়ে, সকলেই চম্কাইয়া যায় এবং জিনিষপত্র সাবধান করিয়া লয়। শিমুল কিন্তু এবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন; তাহার সুন্দর যষ্টি কোথায় জলে পড়িয়া গিয়াছে। রাস্তায় পাদুকা ছাড়িয়া রাত্রে সে গাড়ীতে শয়ন করিয়াছিল; ভোর বেলায় গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছে; কিন্তু পাদুকা পথেই পড়িয়া রহিল। লণ্ঠনের রজ্জু ছিন্ন হওয়াতে, উহা পথিমধ্যে কখন পড়িয়া গিয়াছে জানা নাই। তুচ্ছ সামগ্রীর ন্যায়, তাহার দুর্লভ জীবন সম্বন্ধেও শিমুল সমভাবে উদাসীন। অতীব

দুঃখের সহিত এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি যে শিমুল সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া, এখন অমরধামে চলিয়া গিয়াছে; সম্প্রতি মোটর-বাইক্ হইতে পড়িয়া গিয়া তাহার অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। তাহার কর্ম্মতৎপরতা ও স্বাভাবিক প্রফুল্লতা কখন ভুলিব না।

সুদীর্ঘ রাত্রি যখন অবসান হয়, শিমুল বহুদূরে বিজয়বাবুকে নদীর ধারে মুখ প্রক্ষালণ করিতে দেখিয়া, নদীগর্ভস্থ গাড়ী হইতে চীৎকার করিয়া ডাকিল; কিন্তু বিজয় নিজমনে কাজ সারিয়া চলিয়া গেল। আপনারা নৌকা ঘাটে লাগিতে শুনিয়াছেন;—আমাদের গরুর গাড়ী গরজায়ার ঘাটে ভিড়িল। গাড়োয়ানেরা রাস্তা দিয়া আসিলে অনেক ঘোর হইত; সেইজন্য নদীপথ ধরিয়া সংক্ষেপ করিয়াছে। ঘাট হইতে উঠিয়া বিজয়কে কত চীৎকার করিয়া ডাকিলাম; কোন উত্তর পাইলাম না। জনৈক চটিওয়ালা বলিল যে একজন সুন্দর বাঙ্গালী বাবু এইমাত্র রামনগর চলিয়া গিয়াছেন; আমাদের গাড়ীও রামনগরের দিকে চালাইলাম। ১ মাইল পরে টিকুলী পর্য্যন্ত গিয়া গাড়োয়ানেরা আর গাড়ী হাঁকাইতে চাহিল না। যখন গাড়ীতে বসিয়া সকলে ক্লান্ত, তখন পশুগুলি দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া এবং অনিদ্র থাকিয়া কিরূপ অবসন্ন হইয়াছে সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন।

টিকুলীতে বাগানবাড়ীর ন্যায় একটি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশালা আছে। তথায় সকলকে থাকিতে বলিয়া, কেবলমাত্র আমার গাড়ী রামনগর যাইবার জন্য এক টাকা বখশিস্ দিবার প্রস্তাব করিলাম। পশু-জাতির প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুরাচরণ হইলেও, রামনগরে টেলিগ্রাফিক

মনিঅর্ডারের প্রয়োজনে ৩ টার মধ্যে ডাকঘরে যাইতেই হইবে। আমার পেটের অসুখের জন্য মাতাঠাকুরাণী সঙ্গে রহিলেন।

ঢিকুলী হইতে রামনগর পর্য্যন্ত ৬ মাইল পথ ঠিক গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ন্যায়। রাস্তা পাকা ও প্রশস্ত; এবং ইহার দুই ধারে বাগান। বেলা ১১ টায় রামনগরে পৌঁছিয়া অতি কষ্টে বাজারের সন্নিকটে ধর্ম্মশালার একটি বৃহৎ ঘর জুটিল। রৌদ্রে ও উদ্বেগে আমাশয় বাড়িয়াছে এবং দুই দিনের রোগে দুর্ব্বল হইয়াছি। সে যাহা হউক, ডাক ঘরে আস্তে আস্তে যাইয়া টেলিগ্রাফ করিলাম। তিন ঘণ্টার মধ্যে দলের অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ আসিয়া উপস্থিত।

৮-ই জুন ঃ—একটি সন্ন্যাসী বারংবার আমার হস্তে ঘটি দেখিয়া পরামর্শ দিলেন যে দধি পান করিতে হইবে এবং উত্তমরূপে শীতল জলে স্নান করিতে হইবে, তবে আমাশয় সারিবে। ঠাণ্ডাদেশ হইতে গরমদেশে হঠাৎ আসিলেই এই পীড়া হয়। তাঁহার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছিলাম।

নগেন বাবুরা ডাকঘরে খবর লইলেন যে টাকা আসে নাই। আমাদের মত, আরও অনেকগুলি যাত্রীর ৮।১০ দিন কাটিয়া গিয়াও মনিঅর্ডার আসে নাই। তাঁহারা ঠিকানা পত্র পরিষ্কারভাবে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিয়াও, অর্থাভাবে দারুণ ক্লেশভোগ করিতেছেন। রামনগর ভারতবর্ষে কয়েকটা আছে; সেইজন্য রামনগর পোঃ আঃ, নাইনিতাল জেলা, R. K. Railway লিখিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

বৈকালে সকলে সহর বেড়াইতে গেলেন; আমি বাসায় শুইয়া রহিলাম। রামনগর কুশীনদীর তীরে অবস্থিত এবং কুশীনদীর

কতকগুলি খাল সহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। ইহাতে মধ্যে মধ্যে ঘাট ও ছোট ছোট সেতু আছে। রোহিলখণ্ড কুমায়ুন রেলওয়ের এই শেষ ষ্টেশন। অধিকাংশ বদরীযাত্রী হরিদ্বারে প্রবেশ করিয়া রামনগর দিয়া নির্গত হন। তজ্জন্য সহরটি গ্রীষ্ম কালে বিশেষ গুল্‌জার থাকে। বলাবাহুল্য যে এরূপস্থানে থানা, হাঁসপাতাল, স্কুল, বাজার ইত্যাদি আছে। রাজপথ সকল ইঁটের খাদ্‌রী করা এবং রাত্রে আলোকিত থাকে। একটি প্রধান বিষয়ে কিন্তু এখানে বিশেষ অভাব; কোন বাড়ীতে পায়খানা নাই। সকলেই সর্ব্বদা নদীর ধারে ছুটিতেছে, কি দিবা, কি রাত্র; কি বর্ষা, কি রৌদ্র।

৯ই জুনঃ—সকালে অনেকটা সুস্থবোধ করিয়া রামনগর বেড়াইয়া লইলাম। ঘটনাচক্রে একজন ধনী হিন্দুস্থানীর সহিত আলাপ হইলে, ফলফুলসমন্বিত সুসজ্জিত তাঁহার বাগানবাড়ীখানি দেখিলাম। কলমে লিচু ও আম গাছগুলির শাখা বড় বড় লিচু ও আমের ভারে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িতেছে। ৩।৪ বৎসরের শিশুও উহা স্বচ্ছন্দে পাড়িতে পারে। এই ধনীর উদ্যানপ্রসূত ফলগুলি ফটকে, রীতিমত বাজারদরে বিক্রীত হইতেছে। বঙ্গীয় বড়লোকদিগের মত ইঁহার পেটে ক্ষুধা, মুখে লাজ নাই।

বেলা নয়টার মধ্যে ২।৩ বার ডাকঘরে সন্ধান করিয়া টাকা না পাওয়াতে আমার গভীর সন্দেহ হইল। ৭ই তারিখে টেলিগ্রাফ করিয়া, ৯ই তারিখে টেলিগ্রাফিক্ মনিঅর্ডার না পাইয়া, বেশ বুঝিতে পারিলাম যে কোন দায়িত্ববিহীন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের

সুপরিচালিত আদর্শ বিভাগ পোষ্টাফিসের উপর কলঙ্ক আনয়ন করিতেছেন। ধর্ম্মশালাস্থ অন্য যাত্রীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার ধারণা বলবতী হইল। কলিকাতা হইতে যাঁহারা আমাকে টাকা পাঠাইবেন, তাঁহারা সুদক্ষ ও তৎপর। দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরে জানিয়াছিলাম যে তাঁহারা ৭ই তারিখেই টেলিগ্রাফিক মনি অর্ডার করিয়াছিলেন। অতিশয় বিরক্ত হইয়া, পোষ্টমাষ্টারকে এই বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন। আর বাক্যব্যয় না করিয়া, টেলিগ্রাফ আফিসের ডাইরেক্টার জেনারেল্ সাহেবের নিকট, আমার অভিযোগ জানাইবার নিমিত্ত একখানা ফর্ম্ম চাহিলাম ও টেলিগ্রাফ করিয়া বাসায় ফিরিলাম। অর্দ্ধঘণ্টা মধ্যেই পিয়ন আসিল এবং ডাকঘর হইতে টাকা আনিতে বলিল। সানন্দে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইলাম। পোষ্টমাষ্টার বলিলেন যে আমাকে সনাক্ত (identify) করিবার জন্য, আমার পরিচিত এদেশীয় কোন ব্যক্তিকে আনিতে হইবে। কিন্তু ইহা একজন বিদেশী যাত্রীর পক্ষে অসম্ভব কর্ম্ম; আবার যাত্রী নারী হইলে ত কথাই নাই। যাহা হউক আমি প্রাতঃকালের পরিচিত পূর্ব্বোক্ত হিন্দুস্থানী ধনী ব্যক্তির নাম করিলাম। তখন পিয়নের হস্তে টাকা দিয়া, আমার সহিত উহাকে যাইতে বলিলেন। ধনী ভদ্রলোকটি নিজে সনাক্ত করিতে অস্বীকৃত হইলেও, এক উপায় বলিয়া দিলেন। কংগ্রেস আফিস এইরূপ সাক্ষীর কার্য্য ও যাত্রীদের অন্যবিধ সাহায্য করিয়া থাকেন; কংগ্রেস কমিটির দ্বারা আমরা উদ্ধার পাইলাম। বৈশাখ হইতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত

যখন যাত্রীরা রামনগরে মনি অর্ডারের টাকার জন্য বিব্রত হইতে থাকেন, তখন সদাশয় ডাইরেক্টার জেনারেল্ অব্ পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ কিংবা নাইনিতাল জেলার পোষ্টমাষ্টার জেনারেল্ মহোদয়, রামনগরের পোষ্টমাষ্টার বাবুর প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলে, তাঁহারা কত শত অসহায় ব্যক্তির যে কল্যাণ করিবেন তাহার ইয়ত্তা নাই। পোষ্টাফিসের উজ্জ্বল যশঃরাশি উজ্জ্বলতর হইবে।

এইবার যাইবার উদ্যোগ। আহারাদির পর, গাড়ীতে জল-যোগের নিমিত্ত দুই টব্ ভরিয়া লুচি ভাজা হইল। অবশেষে নীলাম, জিনিষপত্র স্বতন্ত্র করা এবং বাঁধাবাঁধি। কলিকাতা হইতে বাহির হইবার সময়, যৌথ-প্রয়োজনের জন্য কতিপয় সামগ্রী যথা;—এলুমিনিয়মের ১০ খানি থালা, ১০টি গ্লাস ও ১০টি ডেক্‌চির সেট্, ১০ গজ অয়েল্‌ক্লথ্, তালা ইত্যাদি ক্রয় করা হইয়াছিল (৭ পৃষ্ঠা)। ঐগুলি নিজেদের মধ্যে নীলাম করিয়া বিক্রয় হইল। তাহার পর ফর্দ্দ মিলাইয়া কাপড়, জামা ইত্যাদি প্রত্যেক বাড়ীর জিনিষ পৃথক করিয়া রাখিলাম এবং পরিশেষে পৃথকীকৃত মালপত্র বাঁধা হইল। রাত্রি নয়টার পর ষ্টেশনে গিয়া গাড়ীর মধ্যে সারারাত্রি নিদ্রা যাইলাম।

১০ই জুন ঃ—ভোর ৫ টায়, বহু দিনের পর, পুনরায় ট্রেণের বাঁশী শুনিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইল। গাড়ী ছাড়িয়াছে, বেগে ছুটিতেছে; মনে হইল যেন দুর্ভেদ্য প্রস্তর পিঞ্জরে আর আবদ্ধ নাই, এখন মুক্ত। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বত-প্রাচীর আর নাই, এখন যে ধারে ফিরাই আঁখি, দুস্তর প্রান্তর। অলকানন্দা ও

মন্দাকিনীর লোমহর্ষণ-কারী গর্জ্জন আর কর্ণকে বধির করিতেছে না; এখন রেলগাড়ীর শব্দকে তানলয়যুক্ত সঙ্গীত বলিয়া ভ্রম হইতেছে। ঐ শব্দকে কত রকম কাল্পনিক বাক্যের আবৃত্তি বলিয়া মনে করিতেছি। ১০টায় বেরিলী জংসনে, গাড়ী বদলের জন্য নামিলাম। ষ্টেশনে স্নানাদি করিয়া, ওয়েটিং রুমে দীর্ঘ বিশ্রাম করিতে করিতে বিরক্তি আসিল। ষ্টেশনের কর্ম্মচারী এক বাঙ্গালী বাবুর কোয়ার্টারে, বৈকালে মেয়েরা বেড়াইতে গেলেন। উক্ত বাবুর স্ত্রী কন্যারা বদরী যাত্রীর এরূপ সুস্থ দেহ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশভূষা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। রাত্র ১২ টায় আমাদের গাড়ী আসিল; ১২ই জুন বেলা ১১ টায় হাওড়া ফিরিলাম। সকলের ওজন ষ্টেশনে লইয়া, ঠিকাগাড়ীতে উঠিয়া নিজ নিজ বাড়ীতে আমরা পৌছিলাম।

বিজয় বাবুরা সপরিবারে কাশী হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন; কেন না, তাঁহার মতে বড় তীর্থ হইতে ছোট তীর্থ ভ্রমণ করিয়া স্বগৃহে ফিরিতে হয়। অত্যুত্তপ্ত দ্রব্যকে হঠাৎ শীতল না করিয়া, ক্রমশঃ তাপ সহাইয়া লওয়া হয়; ধর্ম্মভাবের তাপ সহান সম্বন্ধে একই নিয়ম খুব সম্ভব।

এই সামান্য ভ্রমণ-কাহিনী পাঠে ধৈর্য্য-রক্ষার জন্য, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাবর্গকে ধন্যবাদ দিয়া, আমি এখন বিদায় প্রার্থনা করি।

পরিশিষ্ট (ক)

একটা চলিত কথা আছে, যে শওয়া লক্ষ পাহাড় পরিক্রমণ না হইলে বদরীতীর্থ হয় না। যথার্থই বদরিকার পথে দেড় শতের উপর চটির সংস্পর্শে না আসিলে তীর্থভ্রমণ সমাপন হয় না। উহার মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট এবং কতকগুলি একেবারেই বাসের অযোগ্য। দূরত্বও সবগুলির মধ্যে সমভাবে নাই। এই সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ সমগ্র পুস্তকে যদিও করা আছে, সেগুলি একস্থানে ধারাবাহিক রূপে প্রদত্ত হইলে, রেলওয়ে টাইম্ টেব্‌লের ন্যায় ইহা অধিকতর কার্য্যকরী হয়। এক এক দিন কতদূর যাইলে এবং কোন্ কোন্ চটির আশ্রয় লইলে ভ্রমণটি সকলের সুখকর হইতে পারে, এতৎসম্বন্ধে মতামত জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে পর পৃষ্ঠায় চটিগুলির নাম, দুরত্ব ও বিবরণ সহ এক বিস্তারিত তালিকা সংযোজিত হইল।

তালিকাতে কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ও বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে। 'দিবা' যে চটির পার্শ্বে লিখিত, তথায় মধ্যাহ্ন ভোজন করা সুবিধাজনক এবং সেই চটি পর্য্যন্ত প্রাতঃকালে চলিলে বিশেষ কষ্ট হইবে না ও আহার করিতে বিলম্ব হইবে না। 'রাত্র' চিহ্নিত চটি প্রায় দ্বিতল এবং তথায় সুনিদ্রা হওয়ার সম্ভাবনা। * তারকা-চিহ্নিত স্থানে, ঘোটক, দাণ্ডী বা কাণ্ডীর ব্যবস্থা হইতে পারে।

কেদার-বদরীর চটির তালিকা।

চটিতে পৌঁছিবার তারিখ	চটির নাম	পূর্ব্ব চটি হইতে ইহার দূরত্ব	পথের প্রকৃতি	উত্তাপ ফারেনহীট্ স্কেল	বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য
১ম দিবা	* হরিদ্বার	০ মাইল	সমতল	৯০°	মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে মোটরে যাত্রা।
ঐ রাত্র	সত্যনারায়ণ	৭	ঐ		
২য় দিবা	* হৃষিকেশ	৭	ঐ	৮৮°	মধ্যাহ্ন-ভোজনান্তে যাত্রা আরম্ভ।
ঐ রাত্র	লছ্মণ্ঝোলা	৩	উভয়		পথে মাল ওজন হইতে বিলম্ব হয়
	গরুড়	২	সমতল		
	ফুলবাড়ী	২	ঐ	৮২°	
৩য় দিবা	গুলর	২	ঐ	৯৫°	
ঐ রাত্র	মোহন	৩	চড়াই		ধর্ম্মশালা
	বিজনী (ছোট)	১½	ঐ		
	ঐ (বড়)	১½	ঐ	৮৪°	

৪র্থ দিবা	কুণ্ড	৩¼	উৎরাই	৮২°	সর্পভয় ও জলকষ্ট
	বান্দর	৩	ঐ		
ঐ রাত্র	মহাদেব	৩¼	উভয়	৭৯°	
	শামালু	৩¼	চড়াই	৮৬°	
৫ম দিবা	কাণ্ডী	৩	ঐ		ডাক্তারখানা
ঐ রাত্র	ব্যাসঘাট	৪	উৎরাই	৮২°	ধর্ম্মশালা ; ১৪১৬ ফিট উচ্চে
	তুলারী	৩	সমতল		
৬ষ্ঠ দিবা	উমরাসু	২	চড়াই	৯১°	সমুদ্রবক্ষ হইতে ১৫৩০ ফুট উচ্চে
	সাউর	২½	ঐ		
৬ষ্ঠ রাত্র, ৭ম দিবা	* দেবপ্রয়াগ	১½	উভয়	৭০°	তারঘর, ধর্ম্মশালা, ফাঁড়ি ও সদাব্রত।
৭ম রাত্র	রাণীবাগ	৭½	ঐ	৮২°	বাঘের ভয়।
	রামপুর	৩½	ঐ	৮৮°	
৮ম দিবা	ভিল্লকেদার	৪	ঐ		১৭০০ ফিট উচ্চে।
ঐ রাত্র	* শ্রীনগর	৩	ঐ	৮৪°	ধর্ম্মশালা, তারঘর, ফাঁড়ি ও হাঁসপাতাল।

চটিতে পৌঁছিবার তারিখ	চটির নাম	পূর্ব্ব চটি হইতে ইহার দূরত্ব	পথের প্রকৃতি	উত্তাপ	বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য
	সুকরতা	৪ মাইল	উভয়	৯৩°	
৯ম দিবা	* ভট্টিসেরা	৩½	ঐ		ধর্ম্মশালা।
ঐ রাত্র	খাঁকরা	৪	ঐ		
	নারকোটি	২	ঐ	৯১°	বাঘের ভয়।
	গুলাব রায়	৪	উভয়		ঐ
১০ম দিবা	* রুদ্রপ্রয়াগ	২	সমতল	৯৩°	ঐ ; ধর্ম্মশালা।
১০ম রাত্র	ছাতৌলী	৫	উভয়		ঐ ; ১৯২০ ফিট উচ্চে।
	মটিয়ানা	১½	সমতল		
	রামপুর	১	ঐ		
১১শ দিবা	অগস্ত্যমুনি	৩½	ঐ	৮২°	ধর্ম্মশালা।
	সৌড়ী	২½	ঐ		

১১শ রাত্র	চন্দ্রাপুরী	২ মাইল	ঐ	৭৪°	
	ভৌরী	২½	ঐ		
১২শ দিবা	কুণ্ডা	৪	চড়াই	৭৭°	
ঐ রাত্র	* গুপ্তকাশী	২½	চড়াই	৬১°	ধর্ম্মশালা।
	নালা	১½	সমতল		
	নারায়ণ (বা ভেতা)	১½	উৎরাই	৫৯°	
	বিঁউ (তলা)	১½	উভয়		
	ঐ (মলা)	½	চড়াই	৬৮°	
	মৈথণ্ডা (বা দুর্গা)	২	ঐ	৭০°	
১৩শ দিবা	* ফাটা	১	সমতল		ধর্ম্মশালা, পোঃ আঃ,বড় চটি।
	বাদল	২	চড়াই		
ঐ রাত্র	* রামপুর	২½	ঐ	৬৬°	এখান হইতে ৩ মাইল উৎরাই গিয়া পাটিগাঢ, পরে আর ৩ মাইল দূরে ত্রিযুগী ; ধর্ম্মশালা।
১৪শ দিবা	* ত্রিযুগীনারায়ণ	...	ঐ		ধর্ম্মশালা।
	শোণপ্রয়াগ	২	উৎরাই		

চটিতে পৌছিবার তারিখ	চটির নাম	পূর্ব্ব চটি হইতে ইহার দূরত্ব	পথের প্রকৃতি	উত্তাপ	বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য
১৪শ রাত্র	* গৌরীকুণ্ড	৩ মাইল	চড়াই	৬৩°	
	আরাম	২	ঐ		
১৫শ দিবা	রামবাড়া	২	ঐ	৫৪°	ধর্ম্মশালা।
ঐ রাত্র	কেদারনাথ	৪	ঐ	৪৮°	ধর্ম্মশালা, সদাব্রত পোঃ আঃ, ১১৭৫৩ ফিট উচ্চে।
১৬শ দিবা	গৌরীকুণ্ড	৮	উৎরাই		
ঐ রাত্র	রামপুর	৫	ঐ		
১৭শ দিবা	ফাটা	৪½	ঐ		কেদার হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।
ঐ রাত্র	ভেতা	৫	উভয়		
	নালা	১½	সমতল		
১৮শ দিবা	* উখীমঠ	৩	উভয়	৯০°	হাঁসপাতাল, থানা, পোঃ আঃ।

	ব্রহ্ম বা গণেশ	৩ ম্যাইল	চড়াই		
১৮শ রাত্র	দুর্গা	২	উৎরাই	৬৮°	
	বোদা বা দরিয়া	১	চড়াই		
	পোখিবাসা	২	ঐ		
	গোকুল	২	ঐ		
১৯শ দিবা	চৌবাত্তা বা চোপ্‌তা	২ ১/৪	ঐ	৫২°	তুঙ্গনাথ যাইতে হইলে এখান হইতে বেলা ২টায় যাত্রা করিতে হইবে।
	তুঙ্গনাথ	৩	ঐ	৪০°	১২০৭১ ফিট উচ্চে।
১৯শ রাত্র	ভীমগোড়া	৩ ১/২	উৎরাই	৫০°	
	জঙ্গল বা পাঙ্গরবাসা	৩	ঐ		ধর্ম্মশালা।
২০শ দিবা	মণ্ডল	৩ ১/২	ঐ	৭৪°	এখান হইতে রুদ্রনাথের পথ।
	বৈরাগণা	১ ১/৪	সমতল		
২০শ রাত্র	সিট্‌না	৩	উভয়		
	গোপেশ্বর	১ ৩/৪	সমতল		
	* চামৌলী	২	উৎরাই		পোঃ আঃ, থানা, হাঁসপাতাল, ধর্ম্মশালা

চটিতে পৌছিবার তারিখ	চটির নাম	পূর্ব্ব চটি হইতে ইহার দূরত্ব	পথের প্রকৃতি	উত্তাপ	বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য
২১শ দিবা ও রাত্র	মঠ	২	সমতল	৭৯°	এখানে তরকারীর বাগান ও অনেক দোকান আছে।
	সিনকা	১½	ঐ		রাত্রিবাসের অসুবিধা।
	সিয়া	২½	ঐ		ঐ
	ধোপীঘাট	১	ঐ		ঐ
২২শ দিবা	* পিপুলকোটি	২½	চড়াই	৮৪°	ধর্ম্মশালা ও পোঃ আঃ।
ঐ রাত্র	গরুড়গঙ্গা	৩½	সমতল	৭০°	ধর্ম্মশালা।
	টাঙ্গনি	২½	চড়াই		
	পাতালগঙ্গা	২	উৎরাই		
	গুলাবকোটি	২	চড়াই		
২৩শ দিবা	কুমার	২	ঐ		ধর্ম্মশালা।

	সিংধার	২ মাইল	সমতল		
	ঝরকুলা	১	ঐ		
২৩শ রাত্র	* জোশীমঠ	৩	ঐ	৭০°	থানা, তারঘর, হাঁসপাতাল, সদাব্রত ধর্ম্মশালা ও পোঃ আঃ।
	বিষ্ণুপ্রয়াগ	২	উৎরাই		
	বলদোড়া	১	সমতল		
	ঘাট	৩	উভয়		
২৪শ দিবা	* পাণ্ডুকেশ্বর	২	সমতল	৬৮°	ধর্ম্মশালা।
ঐ রাত্র	লামবাগাড়	৩	চড়াই		ধর্ম্মশালা।
২৫শ দিবা	হনুমান	৩	ঐ	৬১°	ঐ
ঐ রাত্র	বদরিকাশ্রম	৫	ঐ	৪৮°	ধর্ম্মশালা, সদাব্রত, থানা, তারঘর, হাঁসপাতাল ও পোঃ আঃ।
২৬শ, ২৭শ ও ২৮ দিবা	ঐ				১২টার মধ্যে যাত্রা।
২৮ রাত্র	পাণ্ডুকেশ্বর	১১	উৎরাই		বদ্‌রী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।
২৯ দিবা	বিষ্ণুপ্রয়াগ	৬	সমতল		

চটিতে পৌছিবার তারিখ	চটির নাম	পূর্ব্ব চটি হইতে ইহার দূরত্ব	পথের প্রকৃতি	উত্তাপ	বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য
২৯ রাত্র	ঝরকুলা	৫ মাইল	চড়াই		বদরী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন।
৩০ দিবা	পাতালগঙ্গা	৭	উৎরাই		
ঐ রাত্র	গরুড়গঙ্গা	৪½	ঐ		
৩১ দিবা	সিয়া	৭	ঐ		
ঐ রাত্র	মঠ	৪	সমতল		
	লালসাঙ্গা	২	ঐ		
	কুয়েড়	১½	ঐ		
	মৈঠানা	১½	ঐ		
৩২ দিবা	* নন্দপ্রয়াগ	৩½	ঐ	৯০°	পোঃ আঃ ও অনেক দোকান।
ঐ রাত্র	সোনলা	৩	ঐ		
	লঙ্গাসু	৩½	উভয়		

	জৈকণ্ডী	৩	ঐ		
	বিরজা	২	সমতল		
৩৩ দিবা	* কর্ণপ্রয়াগ	২	উভয়	৯৯°	ধর্ম্মশালা, সদাব্রত, তারঘর, থানা, হাঁসপাতাল ও পোঃ আঃ।
	পাটলি	২	সমতল		
ঐ রাত্র	সিমলী	২	চড়াই		
	সিলোনী	২	সমতল		
	ভাটোলী	১½	ঐ		
৩৪ দিবা	আদিবদ্রী	৪½	চড়াই	৮৪°	পোঃ আঃ।
ঐ রাত্র	ক্ষেতীমর্‌চি	৩	ঐ		
	জঙ্গল	২	ঐ		
	দেওয়ালি	২	উৎরাই		
	কালিমাটি	১½	ঐ		
	গোঁয়ার	১	সমতল	৮৬°	
৩৫ দিবা	* ধুনারঘাট	২	ঐ		

চটিতে পৌছিবার তারিখ	চটির নাম	পূর্ব্ব চটি হইতে ইহার দূরত্ব	পথের প্রকৃতি	উত্তাপ	বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য
	ডারিম	১½	সমতল		
	রাম	১	ঐ		
	হনুমান	১	ঐ		
৩৫ রাত্র	* মেহেলচৌরী	২½	ঐ	৭৩°	কাণ্ডী বদল এখানে হয়।
	সিমলক্ষেত	২	উভয়		
	নারায়ণ	২	সমতল		
	রামপুর	২	ঐ		
	দিগর	২	ঐ		
৩৬ দিবা	* গনাই বা চৌথাটিয়া	১	ঐ	৮৪°	হাঁসপাতাল, থানা ও বহু দোকান।
ঐ রাত্র	ভাট্ কোট্	১½	ঐ		

	চিণোলী	১½	ঐ		
	ভগবতী	১	ঐ		
	গণেশ	১	ঐ		
৩৭ দিবা	* মাসী	২	ঐ	৯৩°	বড় চটি।
	খরলা	২	ঐ		
ঐ রাত্র	সোন্না	৩	ঐ		
	বাসেড়ী	১	ঐ		
	নওলা	২	ঐ		
	জয়নাল	১	ঐ		
৩৮ দিবা	* ভিখিয়াসেন	১½	ঐ	৯৩°	থানা, পোঃ আঃ, গরুর গাড়ীর আড্ডা ; বড় চটি।
	একটি চটি	৬ মাইল	ঐ		ডাক্তারখানা ; স্থানাভাব।
ঐ রাত্র	বড় সিম	১	ঐ		এখানে বড় চটি অল্প।
	গুজারঘাটি	৩	উৎরাই		
	মাসোর	৩	সমতল		

চটিতে পৌঁছিবার তারিখ	চটির নাম	পূর্ব্ব চটি হইতে ইহার দুরত্ব	পথের প্রকৃতি	উত্তাপ	বিবিধ সংবাদ ও মন্তব্য
৩৯ দিবা	ভাটরান্‌জা থান (দেওখান)	২	উৎরাই	৯১°	প্রচুর জল।
ঐ রাত্র	* গদি	২	সমতল		পাকদণ্ডী পথে দুই মাইল দূরে টোটাম্।
৪০ দিবা	টোটাম্	৬	ঐ		প্রচুর জল।
	সৌঁরাল	৪	ঐ		
ঐ রাত্র	* কুমেরিয়া	৪	ঐ		টোটাম্ হইতে জঙ্গল পথে দুই মাইল দূরে ; বড় চটি।
	মোহন	৪	ঐ		
	চকখুলা	৫	ঐ		নদীতীরে অবস্থিত, বড় চটি।
	গরজীয়া	১	ঐ		ঐ
	ঢিকুলী	১	ঐ		
৪১ দিবা	* রামনগর	৬	ঐ	১০০°	রেল ষ্টেশন ও সহর।

পরিশিষ্ট (খ)।

গঙ্গোত্তরীর চটির তালিক

চটির নাম	পূর্ব্ব চটি হইতে দূরত্ব	বিবিধ সংবাদ	চটির নাম	পূর্ব্ব চটি হইতে দূরত্ব	বিবিধ সংবাদ
	মাইল			মাইল	
হরিদ্বার	০	রেল ষ্টেশন।	ধনোল্‌টী	৯	রাজপুর হইতে পাকদণ্ডীপথে ১৮ মাইল; ধর্ম্মশালা।
ডেরাডুন	৪৮	ঐ ; ঘোড়া ও দাণ্ডী পাওয়া যায়।			
রাজপুর	৭		কানাতাল	৮	ধর্ম্মশালা।
মসুরী	৮	চড়াই ; হোটেল।	বলডিয়ান	৯	ঐ
৫। লণ্ডৌর	½	ধর্ম্মশালা।	১০। ছাম	৫	ঐ
ঝালকী	৬	জলকষ্ট।	ধৌল	৩	

চটির নাম	পূর্ব্ব চটি হইতে দূরত্ব	বিবিধ সংবাদ
	মাইল	
নৌগাঁউ	৫	
ধরাসু	৫	ধর্ম্মশালা ; এখান হইতে যমুনোত্তরীর দিকে একটা রাস্তা গিয়াছে। জঙ্গল।
ডুণ্ডা	৮	ধর্ম্মশালা।
১৫। উত্তরকাশী	৮	ঐ ; প্রধান তীর্থ।
বিনসীগাড়	২	
নিতানা	৪	
মনেরি	৩	ধর্ম্মশালা।
ভাটোয়ারী (ভটবাড়ী)	৯	ঐ ; এখান হইতে ত্রিযুগী যাওয়া যায়।
২০। বুখী	৪	

চটির নাম	পূর্ব্ব চটি হইতে দূরত্ব	বিবিধ সংবাদ
	মাইল	
গঙ্গাননী	৬	ধর্ম্মশালা।
বঙ্গেলীগাড়	১	
লুহারীবাগ	৩	ধর্ম্মশালা।
সুখী	৮	
২৫। ঝোলা	১	ধর্ম্মশালা।
হরশিলা	৫	ঐ
ধরালী	৪	ঐ
জঙ্গল	৪	
ভৈরবচটি	৪½	ধর্ম্মশালা।
৩০। গঙ্গোত্তরী	৬	ঐ
গোমুখী	১৮	

পরিশিষ্ট (গ)

যমুনোত্তরীর চটির তালিকা।

চটির নাম	পূর্ব্ব চটি হইতে দূরত্ব	বিবিধ সংবাদ	চটির নাম	পূর্ব্ব চটি হইতে দূরত্ব	বিবিধ সংবাদ
	মাইল			মাইল	
* ধরাসু	০	ধর্ম্মশালা।	রাণীগাও	৬	গ্রামে ধর্ম্মশালা।
রাড়ী থাল	৭	ঐ ; কিছু দূরে।	খরসালী	৬	ঐ
† গঙ্গানদী	১৭		যমুনোত্তরী	৬	তপ্তকুণ্ড ; সমুদ্রবক্ষ হইতে ১০,৪০০ ফিট উচ্চে।
ওজিরি	৯	চটি নাই ; গ্রামে বাস।			

* হরিদ্বার হইতে ধরাসু পর্য্যন্ত চটির তালিকা ১৮৩ ও ১৮৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

† এখান হইতে যমুনোত্তরী অবধি গ্রামে ২ আতিথ্যগ্রহণ করিতে হয় ; কোন চটি নাই।

পরিশিষ্ট (ঘ)

ভাটোয়ারী হইতে ত্রিযুগীর পথে চটি।

চটির নাম	পূর্ব্ব চটি হইতে দূরত্ব	বিবিধ সংবাদ।	চটির নাম	পূর্ব্ব চটি হইতে দূরত্ব	বিবিধ সংবাদ
	মাইল			মাইল	
ভাটোয়ারী	০	ধর্ম্মশালা।	বেতী	৩	
ক্ষুদ্র চটি	৬		হতকুঁড়	২	
চোরনা	৩	ঐ	ভৌঁত	৫	
বেলক	৩	ঐ	পনেখী	৩	
পাঙ্গরাণা	৫	ঐ	ধুত্তু	২	
ঝালাচটি	৬		পঁবালী	১০	পথিমধ্যে ক্ষুদ্র ২ চটি।
			মঙ্গু	৯	ধর্ম্মশালা।
বুড়া কেদার	৬	ঐ	ত্রিযুগীনারায়ণ	৫	ঐ



মানস-সরোবর ও কৈলাস।

পরিশিষ্ট (ঙ)

মানস সরোবর ও কৈলাস।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও হরিদ্বার কঠিন তীর্থ ছিল। রেল কোম্পানীর অনুগ্রহে ইহা অনায়াসলব্ধ হইয়াছে; এমন কি এই স্থান হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া, কেদার ও বদরিকা পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর ৬০,০০০ যাত্রী গিয়া থাকেন। মানব জাতির কিন্তু বাসনার সীমা নাই; বদরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মনে হয়, আরও কিছুদূর উত্তর-পূর্ব্বে অগ্রসর হইয়া, পৃথিবীর দুই প্রাচীন ও প্রধান জাতি হিন্দু ও বৌদ্ধদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান মানস-সরোবর সমীপে কৈলাস শিখর দর্শন করিয়া নয়ন সার্থক করিলে ভাল হইত। পুণ্য সঞ্চয়ের কথা ত্যাগ করিলেও, ইহার প্রাকৃতিক শোভার নিমিত্ত, ইহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের মধ্যে একটি শোভনীয় স্থান।

প্রাচীন এসিয়া মহাদেশের নাভিস্থলস্বরূপ মানস-সরোবর, কৈলাসপ্রমুখ গগণস্পর্শী গিরিবন্ধনীর দ্বারা বেষ্টিত। এই পুণ্য-সলিল হ্রদ হইতে ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, শতদ্রু ও গঙ্গা নদীর ন্যায় চারিটা প্রসিদ্ধ স্রোতস্বিনী অন্তঃসলিলা হইয়া নির্গত হইয়াছেন। স্থির বায়ুতে এই গভীর হ্রদের নির্ম্মল অম্বুরাশি গাঢ় নীলবর্ণের মত লক্ষিত হয়; মেঘমুক্ত নীল আকাশ নীল জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া নীলবর্ণকে গাঢ়তর করে। কিন্তু পৌষ মাঘ মাসে এ দৃশ্যের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে। চিরতুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ হইতে তুষারের আবরণ ক্রমশঃ নিম্নে বিস্তৃত হইতে থাকে এবং হ্রদের চতুর্দ্দিকস্থ তট হইতে তুষার মণ্ডলী ধীরে ২ ইহার কেন্দ্রাভিমুখে অগ্রসর হয়।

ঝটিকা উত্থিত হইলে, তরঙ্গাঘাতে তুষারস্তর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কঠিন জলকণা তীরে বিক্ষিপ্ত ও স্তুপীকৃত হয়। আবার পবনদেব শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলে, বরফের শুভ্র আবরণ হ্রদের চতুঃসীমা হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যভাগে দ্রুত অগ্রসর হয়। বায়ু স্থির থাকিলে, একদিনেই রজত শুভ্রাচ্ছাদন দ্বারা মানস-সরোবর এক বিরাট দর্পণে পরিণত হয়; আবার ঝঞ্ঝাঘাতে তুষারাবরণ স্থানে ২ উন্মুক্ত হইয়া হ্রদের নীল তরঙ্গ অতুলনীয় কান্তি বিকাশ করে। শ্বেত ও নীল বর্ণের সংমিশ্রণে এবং হ্রদের উপরিস্থ খণ্ডিত তুষারে এবং তরঙ্গে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হইয়া এক অপরিমেয় স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করে। ইহার চতুর্দ্দিকে মাল্যাকারে অবস্থিত মঠশ্রেণী হইতে প্রভাতকালে যে শঙ্খনিনাদ উত্থিত হয় ও পর্ব্বতগাত্রে প্রতিধ্বনিত হয়, তাহা নীরব শান্তিময় দেশের অবিমিশ্র পবিত্র দেবদুর্ল্লভ ধ্বনি। সমুদ্রবক্ষ হইতে ১৫,০৯৮ ফিট উচ্চ এতাদৃশ স্বর্গভূমি হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম-যাজকগণ "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" জগতে প্রচার করিতেছেন এবং সংসার বিরাগী যাত্রীগণ মানস সরোবরের কঠিন তীর্থে উপনীত হইয়া ইহার সার্দ্ধ-পঞ্চ যোজন পরিধিকে তন্ময়চিত্তে পরিক্রমণ করিতেছেন। তীরস্থ বৌদ্ধ-মঠ (গুম্ফা) হইতে চিরতুষারাবৃত কৈলাস শিখরের (২১,৮১৮ ফিট উচ্চ) শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি মান-সরোবরে প্রতিবিম্বিত দেখিলে, হৃদয় বিপুল আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

জোশীমঠ হইতে তপোবন, নিতি, হোতী, লড্ডাক, শিবচিলিম, জ্ঞানীম প্রভৃতি স্থান হইয়া কিংবা আলমোরা হইতে আসকোট,গারবাং, তাক্‌লাকোট ইত্যাদি স্থান অতিক্রম করিয়া কৈলাস যাইতে হয়।

পরিশিষ্ট (চ)

বদ্‌রী তীর্থে স্বাস্থ্য ও মিতব্যয়িতা।

বদরিকার ন্যায় কঠিন তীর্থে, দীর্ঘকাল পরিভ্রমণ করিয়া যাইতে হইলে, শরীর সুস্থ রাখা প্রধান এবং প্রথম কর্ত্তব্য। ইহা পুস্তকের মধ্যে বারংবার উল্লেখ করিয়াও, মনে হইতেছে যে পাঠকসম্প্রদায়ের নিকট ইহার গুরুত্ব যথেষ্টরূপে সপ্রমাণ করিতে পারি নাই। তজ্জন্য বদরীপথে স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পুনরায় সংক্ষেপে আবৃত্তি করিতেছি ঃ—

(১) অতি প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন পূর্ব্বক, অরুণালোকে সুসজ্জিত হইয়া যাত্রা আরম্ভ।

(২) বেলা ৭টা হইতে ৭½টার মধ্যে দুগ্ধ কিংবা সদুগ্ধ চা পান এবং লুচি কিংবা মোহনভোগ জলযোগ।

(৩) বেলা ১০টার মধ্যে চটিতে আশ্রয় গ্রহণ এবং স্নানান্তে বারটার মধ্যে মধ্যাহ্ন-ভোজন।

(৪) অপরাহ্ন ৩টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম এবং ৪টার সময় চটি ত্যাগ।

(৫) সন্ধ্যার পূর্ব্বে চটিতে প্রবেশ এবং আহারাদির পর, রাত্র ১০টার মধ্যে শয়ন।

কোন দিন দ্রুত চলিবার জন্য ব্যগ্র হইবেন না, কেননা তদ্দ্বারা মনে উদ্বেগ বৃদ্ধি এবং শরীরে অযথা ক্লেশ উৎপাদিত হইয়া থাকে। পরিশিষ্ট (ক) অনুসারে পথ চলিলে, সামান্য

ব্যায়ামের কার্য্য হইবে এবং পথিমধ্যে স্থির হইয়া, প্রাকৃতিক শোভা দর্শনের সুযোগ পাইলে, মনের প্রফুল্লতা সাধিত হইবে।

রাত্রে লুচি ভোজন এবং মধ্যাহ্নেও অন্নের সহিত কিঞ্চিৎ ঘৃত ব্যবহার করিবেন। ইহাতে সহজে আমাশয় ইত্যাদি উদর পীড়া হইবে না। কেবল মিছ্‌রী কিংবা ঈশব্‌গুলের দ্বারা পিত্ত দমনের চেষ্টা করিবেন না, কারণ ঈশব্‌গুল মাসে ২।৩ দিনের অধিক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। প্রত্যহ, (অভাবে, মধ্যে মধ্যে), লেবুর রস সহ চিনির সরবৎ বেলা ১১টার পূর্ব্বে পান করিবেন। যেহেতু লেবু সংগ্রহ সর্ব্বত্র অসম্ভব, তজ্জন্য সাইট্রিক্ এসিড্‌ চূর্ণ (Citric acid) সহর হইতে, যাত্রার পূর্ব্বে কিনিবেন। এক পাউণ্ড লইলেই হইবে। পরিশ্রমের পরই শীতল জল পান করিলে সর্দ্দি কাশি কিম্বা আমাশয় হইতে পারে। সুতরাং পাত্রে জল ভরিয়া অন্ততঃ ১৫ মিনিট বিশ্রাম করিবেন; ইহাতে শরীরও কিছু শীতল হইবে এবং জলের শীতলতাও কিছু কমিবে।

পূর্ব্বে ঘৃত ও দুগ্ধের যে ব্যবস্থা বলিয়াছি, তাহাতে কেহ কেহ অধিক ব্যয়ের আশঙ্কা করিতে পারেন এবং উক্ত প্রস্তাব নামঞ্জুর করিতে পারেন। কিন্তু আমাদের দলে সকলেই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বলিয়া, আমরা মিতব্যয়িতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলাম। যদিও ঋষিবাক্য আছে যে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ", তত্রাচ বলকারক দ্রব্য নিয়মিত-ভাবে ভোজন করিয়াও আমাদের ঋণ করিতে হয় নাই; জনপ্রতি ১২০৲ ব্যয়ের মধ্যে সমস্তই সঙ্কুলান হইয়াছিল।

আহারাদি সম্বন্ধে কোনরূপ ব্যয় সঙ্কোচ না করিয়া, এই

সামান্য টাকায় বদরীতীর্থ হইতে পারে কি না, তাহা নিম্নোদ্ধৃত আমাদিগের খরচের তালিকা হইতে সম্যক্ উপলব্ধি হইবে ঃ—

ঘৃত	১৩০৲	তরকারী প্রভৃতি	৫০৲
দুগ্ধ	৪০৲	পুরী মিষ্টান্নাদি	৬০৲
চাল	৮০৲	মাল-কাণ্ডী খরচ	৫৮০৲
ডাল	১০৲	গাড়ীভাড়া	৮০৲
আটা	৫০৲	ট্রেণভাড়া	৫০০৲
চিনি	৪০৲	বিবিধ	৪০০৲

আমরা দুইজন ভৃত্য বাদে সতর জন মাত্র ছিলাম ; জনপ্রতি আমাদের ১২০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া, ডাক্তার কিংবা ঔষধপত্রের নিমিত্ত এক কপর্দ্দকও বহুদিন খরচ করি নাই। ইহা কি মিতব্যয়িতার পরিচায়ক নহে ?

পুস্তক-প্রাপ্তির ঠিকানা ঃ—

( ) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

(২) চক্রবর্ত্তী, চ্যাটার্জ্জি এণ্ড কোং
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

(৩) বসাক্স্ পুয়োর ফার্ম্মাসী
৩৩১নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

(৪) পুরুষোত্তম ব্রজবাসী
পাথরপুরা, বৃন্দাবন।

(৫) শ্যামলাল আতরওয়ালা
লালাবাবুর মন্দিরের সম্মুখ, বৃন্দাবন।

(৬) রামলাল বসাকের পুস্তকের দোকান
বসুমতী অফিস্, দশাশ্বমেধ ঘাট, কাশী।

এতদ্ব্যতীত কলিকাতাস্থ কলেজ ষ্ট্রীট ও বাঁধা-বটতলার বড় বড় পুস্তকের দোকানে প্রাপ্তব্য।